পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 92 Monday, 3 March, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৯২ সংখ্যা ❋ ১৮ ফাল্গুন ১৪৩১ সোমবার, ৩ মার্চ ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

আজ শুরু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, এবার সংখ্যা কম পরীক্ষার্থীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ সোমবার, ৩ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে এই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। উচ্চ মাধ্যমিকে গতবারের তুলনায় এবার কমেছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। এই বছর উচ্চ মাধ্যমিকে ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। প্রায় ৪৭ হাজার ৫৭১ জন বেশি ছাত্রী পরীক্ষায় বসছেন। গত বছর যেখানে পরীক্ষার্থী ছিল প্রায় ৭ লক্ষ ৯০ হাজার। এবার সেই সংখ্যাটা ৫ লক্ষ ৯ হাজারের কাছাকাছি। সাম্প্রতিক ইতিহাসে উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এতটা কমার নজির নেই। প্রত্যেক পরীক্ষাকেন্দ্রে থাকছে মেটাল ডিটেক্টর। পরীক্ষা কেন্দ্রে থাকবে অন্তত সিসি ক্যামেরা। ৩ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। শেষ হচ্ছে ১৮ মার্চ। সকাল ১০টা থেকে পরীক্ষা শুরু হয়ে শেষ হবে দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে। এই বছর থেকে ছোট ছোট প্যাকেটে স্কুলগুলিতে প্রশ্নপত্র পাঠাবে সংসদ। প্রধানশিক্ষক বা ভেনু সুপারভাইজারের ঘরে প্যাকেট খোলা হবে না। পরীক্ষার হলে গিয়ে. পরীক্ষার্থীদের সামনেই প্রশ্নপত্র খুলতে হবে। গতবছরের উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশের পর তকাল রিভিউ ও স্ক্রুটিনির কারণে মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা এক লাফে ৫৮ থেকে বেড়ে ৭৩ হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনায় উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কর্তৃপক্ষ অস্বস্তিতে পড়েছিল।

ইসিআই-এর বিবৃতিতে তৃণমূলের খোঁচা, 'মমতার অভিযোগ সত্য প্রমাণিত'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ 'ভূতুড়ে' ভোটার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরব হতেই নড়েচড়ে বসেছে নির্বাচন। রবিবার বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, একই এপিক নম্বর থাকা মানেই ভুয়ো ভোটার নয়। কমিশনের দাবি, দুই বা ততোধিক ভোটারের একই এপিক নম্বর থাকতেই পারে। কিন্তু তাঁদের ভুয়ো ভোটার বলা যাবে না। সেক্ষেত্রে অন্যান্য একাধিক শর্তের মাধ্যমে দুই ভোটারকে আলাদা করা সম্ভব। কমিশন এই বিবৃতি দিতেই পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিল তৃণমূলও। দলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হল। একাধিক রাজ্যে একই ভোটারের নামের অভিযোগ যে ঠিক, সেকথা মান্যতা পেল।' তাঁর আরও দাবি, 'ভূতুড়ে ভোটার বাছতে দলে স্ক্রুটিনি কাজ যেমন চলছিল, তেমন চলবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এর তোলা অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হল। চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর এখন ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামছে কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশন। একাধিক রাজ্যে একই ভোটারের নামের অভিযোগ যে ঠিক, সেকথা মান্যতা পেল। এটা হল কী করে, তার সদুত্তর নেই। এক্স হ্যান্ডেলে কুণাল ঘোষের বক্তব্য, যে ঠিক, সেকথা মান্যতা পেল। এসব হল কী করে, তার কোনও সদুত্তর নেই। সব ফাঁস হয়ে যেতে কমিশন কিছু পদক্ষেপ নেবে বলেছে। কিন্তু আমরা ওদের কথায় বিশ্বাসনির্ভর করব না। দলনেত্রীর

'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হল। চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর এখন ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামছে কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশন। একাধিক রাজ্যে একই ভোটারের নামের অভিযোগ নির্দেশমত ভোটার তালিকার বুথভিত্তিক, ঠিকানাভিত্তিক স্ক্রুটিনি পুরোপুরি চলবে। কমিশনের যে খবরই সংবাদমাধ্যমে থাকুক, সন্তুষ্ট হওয়ার কারণ নেই। নেত্রীর নির্দেশমত স্ক্রুটিনির কাজ চলবে।

এটা বাংলার মাটি। মহারাষ্ট্র, দিল্লির চক্রান্ত এই মাটিতে চলবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ওদের সব ষড়যন্ত্র ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হবে। এখন আমাদের কাজ প্রতি বুথে, প্রতি ঠিকানায় ভোটার তালিকা মিলিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া। জয় বাংলা।'

ভিনরাজ্যের বাসিন্দাদের নাম এরাজ্যের ভোটার তালিকায় উঠে গিয়েছে। আবার এরাজ্যের বাসিন্দাদের নাম ভোটার তালিকায় ঠিকমতো নেই। তাতে নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে। এমন অভিযোগ বারবার শোনা গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর দলীয় সভা থেকে 'ভোটার বাছতে একটি কমিটি গড়ে দিয়েছেন, যার সদস্য সুব্রত বক্সি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশে জেলায় জেলায় ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনি করছেন বিধায়করা। এসবের পর এখন নির্বাচন কমিশনের সাফাই, এপিক নম্বর এক থাকার অর্থ ভুয়ো ভোটার নয়। দুই বা ততোধিক ভোটারের একই এপিক নম্বর থাকতেই পারে।

উচ্চমাধ্যমিক শুরুর দিনেই এসএফআইয়ের ধর্মঘট, বাড়তি সতর্ক পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ ওয়েবকুপার বার্ষিক সাধারণ সভার দিন ছাত্র আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। তারই রেশ ধরে সোমবার রাজ্যজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে এসএফআই। আবার সেদিনই শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক। যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা না হয়, তাই বাড়তি সতর্ক পুলিশ। রবিবার ভবানীভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা বলেন, কাল কিছু রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি আছে। উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে রাস্তায় প্রচুর সংখ্যায় পুলিশ থাকবে। যাতে কারও কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে নজর রাখা হবে। পড়ুয়াদের কোনও অসুবিধা হবে না। ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। নম্বরটি হল - ৯৪৩২৬১০০৩৯। প্রয়োজন হলে ১০০ নম্বর ডায়ালও করতে পারেন পরীক্ষার্থী কিংবা অভিভাবকরা। সেক্ষেত্রে স্থানীয় থানা দ্রুত ব্যবস্থা করবে। শুধু কলকাতা নয়। গোটা রাজ্যেই সোমবার রাস্তায় অতিরিক্ত পুলিশ প্রহরার বঃেদাবস্ত করা হবে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর দিন কেউ কোনও বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। এছাড়া রাস্তায় পর্যাপ্ত পরিবহণের ব্যবস্থাও করা হবে। উল্লেখ্য, আগামিকাল থেকে শুরু হয়ে উচ্চমাধ্যমিক শেষ হচ্ছে ১৮ মার্চ। সকাল ১০টা থেকে পরীক্ষা শুরু হবে। শেষ হবে দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে। পরীক্ষা স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রত্যেক ঘরে দু'জন করে পর্যবেক্ষক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রতি ২৫জন পরীক্ষার্থী পিছু একজন করে পর্যবেক্ষক রাখতে হবে। কোনও ঘরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০-এর বেশি হলে, সেখানে তিনজন পর্যবেক্ষক রাখতে হবে। এ বছর থেকে ছোট ছোট প্যাকেটে স্কুলগুলিতে প্রশ্নপত্র পাঠাবে সংসদ। প্রধান শিক্ষক বা ভেন্যু সুপারভাইজারের ঘরে প্যাকেট খোলা হবে না। পরীক্ষাহলে গিয়ে পরীক্ষার্থীদের সামনেই প্রশ্নপত্র খুলতে হবে। পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্ব থাকবে ভেন্যু সুপারভাইজারদের উপরে। সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে তাঁদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে যেতে হবে। পর্যবেক্ষকদের সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে হবে। আগে থেকেই তাঁদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে। প্রত্যেক পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রশ্নপত্র পৌঁছনোর আগেই পুলিশ কর্মীদের পৌঁছে যেতে হবে। পরীক্ষাকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনও অবাঞ্ছিত ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবেন না। কাছাকাছি ফোটোকপির কোনও দোকান খোলা রাখা যাবে না। মাইক বাজানো যাবে না। ক্যালকুলেটর ছাড়া মোবাইল বা কোনও বৈদ্যুতিন যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে পারবেন না পরীক্ষার্থীরা। কেউ মোবাইল নিয়ে বা টোকাটুকি করতে গিয়ে ধরা পড়লে তার সেই বছরের পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

যাদবপুরের ঘটনায় ৫টি এফআইআর, থমথমে ক্যাম্পাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শনিবারের অশান্তি ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে আক্রান্তের ঘটনায় এক পড়ুয়াকে আটক করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে শনিবারের অশান্তি সংক্রান্ত পাঁচটি এফআইআর দায়ের হয়েছে যাদবপুর থানায়। তার মধ্যে তিনটিই ওয়েবকুপার তরফে। সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এমন নানা অভিযোগে এফআইআর দায়ের করে ওয়েবকুপা। অপর দিকে, ক্যাম্পাসে বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগে পড়ুয়াদের তরফেও এফআইআর দায়ের হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শনিবারের অশান্তির পর রবিবার সকালে থমথমে ছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। উল্লেখ্য, রাতেও উত্তেজনা ছড়ায় ক্যাম্পাসে। শনিবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ আচমকা আগুন লাগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। জানা গিয়েছে, তৃণমূল সমর্থিত কর্মী সংগঠন ' অফিসে হঠাৎ করেই আগুন লাগে। কী ভাবে আগুন লাগল তা এখনও জানা যায়নি। উল্লেখ্য, শনিবার যাদবপুরের ওপেন এয়ার থিয়েটারে ওয়েবকুপার বৈঠকে যোগ দেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সেই বৈঠক শুরু হওয়ার আগে তৈরি হয় উত্তেজনা। ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ ভোটের দাবিতে স্লোগান দিচ্ছিলেন বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই, আইসা, ডিএসএফ (ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস' ফ্রন্ট)-এর সদস্যেরা। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পাল্টা মানববন্ধন তৈরি করেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)-এর সদস্যেরা। বৈঠকে যোগ দিতে এসে বিক্ষোভকারীদের বাধার মুখে পড়েন ব্রাত্য।

চলতি জিডিপি বৃদ্ধির হার হবে ৬.৫ শতাংশ, ভারতের অর্থনীতিতে আশাবাদী আইএমএফ

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ ঃ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিকাঠামো হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নেবে এবং বিশ্বের দ্রুততম অর্থনীতি হিসাবেও আর্থিক বৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। এমনটাই মনে করছে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার। ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার এবং লগ্নির পরিস্থিতি দেখেই এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার। আইএমএফের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমানে খুবই মজবুত ও স্থিতিশীল জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে কোনও রকম পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার মতো মজবুত জায়গাতেও রয়েছে তারা। ২০২৪-' এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশে থাকবেই, এমনই মনে করা হচ্ছে। ভারতে যে ধরনের উচ্চমানের কাজের ক্ষেত্র নিয়মিত উন্মুক্ত হচ্ছে, তাতে অর্থের হাতবদলও হবে বড় মাত্রায়। তাতেই আর্থিক বৃদ্ধির

পরিমাণ অনেকটাই বাড়বে বলে আশাবাদী আইএমএফ। বেসরকারি ক্ষেত্রে লগ্নির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বিদেশি লগ্নির পরিমাণও ভারতে নিত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা অর্থনীতির জন্য খুবই আশার কথা বলে মনে করছে অর্থভাণ্ডার। উল্লেখ্য, গত অর্থবর্ষেও ভারতের জিডিপির পূর্বাভাষ দিয়েছিল আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার (আইএমএফ)। সেখানে দাবি করা হয়েছিল, গত অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার বেড়ে ৬.৮ শতাংশ হতে পারে। পরে তা আরও বাড়িয়ে আইএমএফ জানায় বৃদ্ধির হাত ৭ শতাংশ ছুঁতে পারে। যদিও বাস্তবে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৫ শতাংশ।

আবার আসব, দেখি ওরা কী করে ব্রাত্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ যাদবপুর কাণ্ডের পর ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে। রবিবার ফের গোটা ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। জানালেন, গোটা ঘটনায় তাঁর গাড়ির চালক ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। আহত ছাত্রের জন্য দু ঃখ প্রকাশও করেন তিনি। যদিও যেভাবে অধ্যাপকদের উপর অত্যাচার হয়েছে, সেটাও কাম্য নয় বলেই মন্তব্য ব্রাত্য বসুর। আক্রান্ত হন অধ্যাপকরাও। ব্রাত্য বসু বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার সময় তাঁর গাড়িতে আহত হন এসএফআই সদস্য এক ছাত্র। আহত হয়েছেন আরও এক ছাত্রও। আহত ইন্দ্রানুজ রায়ের পরিস্থিতির জন্য দু ঃখপ্রকাশ করলেন শিক্ষামন্ত্রী। তবে তৃণমূল নেতার ছেলে অভিনব বসুর আহত হওয়ার বিষয়ে ব্রাত্য বলেন, শুনেছিলাম অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্রের গাড়ি ওই যুবকের পায়ের উপর দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু অধ্যাপক জানিয়েছেন ওনার গাড়িতে এরকম কিছু ঘটেনি। ব্রাত্য বসু বলেন, যেভাবে ছাত্ররা হামলা চালিয়েছে সেটা কোনওভাবেই কাম্য নয়। ব্রাত্য বসু জানান, তিনি ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন তা সত্ত্বেও এহেন পরিস্থিতি তৈরি হয়। বেরনোর সময় ছাত্ররা ওভাবে হামলা করায় ভয় পেয়ে যান তাঁর গাড়ির চালক। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আহত হন ইন্দ্রানুজ। সেবিষয়ে দুঃখপ্রকাশ করলেও এভাবে তাঁকে ভয় দেখানো যাবে না বলেও মন্তব্য করেন ব্রাত্য। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে তিনি বললেন, আবার আসব, দেখি ওরা কী করে।

কেরল কংগ্রেস একজোট থাকবেই ঃ রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ ঃ যাই হয়ে যাক না কেন, কেরল কংগ্রেস একজোট থাকবে। শশী থারুরের দলত্যাগ জল্পনার মধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় এই বার্তা দিলেন রাহুল গান্ধী। রবিবার ইনস্টাগ্রামে তিনি একটি ছবি পোস্ট করেন। সেখানে কেরল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে রয়েছেন থারুরও। ওই ছবির সঙ্গেই একতার বার্তা দিয়ে ক্যাপশন লিখেছেন রাহুল। চলতি বছরের শেষে কেরলে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু শশী থারুরকে নিয়ে এখন চাপে কংগ্রেস। কয়েকদিন আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমেরিকা সফরের প্রশংসা করছিলেন কংগ্রেস সাংসদ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গোয়েলের সঙ্গে হাসিমুখে ছবি পোস্ট করতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। সবমিলিয়ে শশী থারুর দলত্যাগ করবেন কিনা, সেই নিয়ে জোর চর্চা দেশের রাজনৈতিক মহলে। এই বিষয়টি নিয়ে কেরল কংগ্রেস তড়িঘড়ি বৈঠকেও বসেছে। ডামাডোলের মধ্যেই ইনস্টাগ্রামে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা রাহুলের। কেরল কংগ্রেসের আট নেতা একসঙ্গে একমঞ্চে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেই ছবি পোস্ট করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সঙ্গে ক্যাপশন লিখেছেন, ' একজোট আছেন। আগামী দিনের কথা ভেবেই একসঙ্গে কাজ করবেন।' রাহুলের এই পোস্টের পর জল্পনা, তাহলে কি কংগ্রেসের সঙ্গে শশীর দূরত্ব মিটেছে? নির্বাচনে সময়ে বা তার পরে কি হাত শিবিরে গুরুত্ব বা।বে তাঁর? এই মুহূর্তে কেরলের কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে সঙ্গে রীতিমতো বাদানুবাদ চলছে শশী থারুরের। আসলে শশী মনে করছেন, এই মুহূর্তে কেরলে কংগ্রেস নেতৃত্বহীনতায় ভুগছে। সেকারণেই শেষদফায় বামেদের ক্ষমতাচ্যুত করা যায়নি। এমনকী শশীর এও দাবি, যে তিনিই কেরলে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তম নেতা। কংগ্রেসি ভাবধারার বাইরের বহু মানুষের কাছেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা আছে। যা নিয়ে কেরল কংগ্রেসে রীতিমতো টানাপড়েন শুরু হয়। সেই সমস্যা মেটাতেই কি সোশাল মিডিয়ায় বার্তা দিলেন রাহুল গান্ধী।

ন্যূনতম জীবনবিমা, কর্মীদের স্বার্থে বড় সিদ্ধান্ত ইপিএফও-র

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ ঃ চাকরির এক বছরের মধ্যে কর্মীর মৃত্যুর জন্য ন্যূনতম বিমা সুবিধা চালু করল অবসরকালীন ভাতা প্রকল্প এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (ইপিএফও)। শুক্রবার ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ইপিএফ-এর সুদের হার ঘোষণা করা হয়েছে। আগের অর্থবছরের মতোই এ বারও ৮.২৫ শতাংশ সুদের হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে তার সঙ্গেই পিএফের আওতায় কর্মীদের বিমা প্রকল্প ইডিএলআই (এমপ্লয়িজ ডিপোজিট লিঙ্কড ইনসিওরেন্স)-এ যোগ করা হয়েছে বেশ কিছু সুবিধা।

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, শ্রমমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যর নেতৃত্বে নয়াদিল্লিতে অছি পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, কোনও ইপিএফ সদস্য চাকরিতে যোগদানের এক বছরের মধ্যেই (এক বছর সম্পূর্ণ না হওয়া) তা হলে ন্যূনতম ৫০ হাজার টাকার জীবন বিমা সুবিধা পাবেন। হিসাব বলছে, প্রতিবছর চাকরিতে এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে ৫ হাজারের বেশি কর্মীর মৃত্যু হয়। শ্রমমন্ত্রী জানান, এই সংশোধনীর ফলে সেই সব কর্মীদের পরিবার উপকৃত হবে। আগে ইএলডিআই সুবিধাগুলি চাকরির বাইরে মৃত্যু হিসাবে বিবেচনা করে অস্বীকার করা হত। এখন, যদি কোনও সদস্য তাদের শেষ অবদান জমার ছয় মাসের মধ্যে মারা যান, তা হলে ইএলডিআই সুবিধা পেতে পারবেন। এই পরিবর্তনের ফলে প্রতি বছর ১৪,০০০-এরও বেশি মৃত্যুর ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়া যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তাছাড়া, দুটি প্রতিষ্ঠানে চাকরির মধ্যে এক বা দুই দিনের (যেমন সপ্তাহান্তে বা ছুটির দিন) ব্যবধান থাকলেও ন্যূনতম ২.৫ লক্ষ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ইএলডিআই সুবিধা প্রত্যাখ্যান করা হত, কারণ এক বছরের একটানা চাকরির শর্ত পূরণ করা হত না। নতুন পরিবর্তনের অধীনে, দুটি চাকরির মধ্যে দুই মাস পর্যন্ত ব্যবধান এখন একটানা চাকরি হিসাবে বিবেচিত হবে, যা উচ্চতর পরিমাণ ইএলডিআই সুবিধার জন্য যোগ্য হবে। এই পরিবর্তনের ফলে প্রতি বছর চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুর এক হাজারের বেশি ঘটনায় মৃতের পরিবার উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

একই এপিক নম্বর থাকা মানেই ভূতুড়ে ভোটার নয়', চাপের মুখে বিবৃতি কমিশনের

২ মার্চ ঃ একই এপিক নম্বর থাকা মানেই ভুয়ো ভোটার নয়। ভূতুড়ে ভোটার নিয়ে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস চাপ বা।াতেই বিবৃতি দিয়ে জানাল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশন বলছে, দুই বা ততোধিক ভোটারের একই এপিক নম্বর থাকতেই পারে। কিন্তু তাঁদের ভুয়ো ভোটার বলা যাবে না। সেক্ষেত্রে অন্যান্য একাধিক শর্তের মাধ্যমে দুই ভোটারকে আলাদা করা সম্ভব। নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, সম্প্রতি একাধিক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে একই এপিক নম্বরে একাধিক রাজ্যে একাধিক ভোটারের হদিশ মিলছে। কমিশন স্পষ্ট করে দিতে চায়, একাধিক ভোটারের এপিক নম্বর একরকম হতেই পারে। কিন্তু সেটার সঙ্গে আর যা যা বিশেষত্ব উল্লেখ করা থাকে, তাই দিয়েই দুই ভোটারকে আলাদা করা যেতে পারে। ভোটার কার্ডে থাকা ভোটারের পরিচয়, বিধানসভা কেঃেদ্রর নাম, এবং পোলিং বুথের নামের মাধ্যমে দুই ভোটারকে আলাদা করা যাবে। আর এপিক নম্বর যা-ই থাকুক, প্রত্যেক ভোটার নিজের নিজের বিধানসভা কেঃেদ্র, নিজের নিজের বুথে গিয়ে ভোট দিতে পারবেন। নিজের কেঃেদ্রর বাইরে অন্য কোথাও গিয়ে ভোট দিতে

পারবেন না। হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লি। লোকসভার পর এই ৩ রাজ্যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। অথচ বিধানসভা ভোটের কয়েক মাস আগে লোকসভায় মহারাষ্ট্রে ভরাডুবি হয়েছিল গেরুয়া শিবিরের। হরিয়ানাতেও ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। বিরোধীদের অভিযোগ, তিন রাজ্যেই সুপরিকল্পিতভাবে ভূতুড়ে ভোটার ঢুকিয়ে নির্বাচনকে প্রভাবিত করা হয়েছে। বিজেপির পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকেও নিশানা করেছে বিরোধী শিবির। এরাজ্যেও একই রকম পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূল নেত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের। মমতার অভিযোগ, দিল্লি, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রের ধাঁচে ছাব্বিশের ভোটের আগে বাংলাতেও ভুয়ো ভোটার ঢোকানোর ছক কষা হচ্ছে। দিন তিনেক আগে নেতাজি ইন্ডোরে দলীয় সভা থেকে মমতা ভূতুড়ে বা ভুয়ো ভোটার ধরতে রাজ্যস্তরের একটি কমিটিও গড়ে দেন। রাজ্যজুড়ে শাসকদলের নেতাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভূতুড়ে ভোটারের সন্ধানও শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তথাকথিত ' ভোটারে'র হদিশ মিলেছে বলেও দাবি শাসকদলের। এসবের মধ্যেই বিবৃতি দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের এই বিবৃতি আসলে এপিক নম্বর বিতর্কে রাশ টানার চেষ্টা।

ইন্টারপোলের সাহায্যে হাসিনাকে দেশে ফেরাতে তৎপর ইউনুসরা

ঢাকা, ২ মার্চ ঃ দেশে ভোটের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে স্থানীয় স্তরের অন্তত পাঁচটি নির্বাচন করার মতো পরিস্থিতি রয়েছে বলে সাফ জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। চলতি বছরের শেষ বা আগামী বছরের প্রথমদিকে দেশে সাধারণ নির্বাচন হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশের ফেরাতে তৎপর ইউনুস সরকার। আগামী এক থেকে দেড়মাসের মধ্যে শুরু হতে পারে মুজিবকন্যার বিচারপ্রক্রিয়া। ইন্টারপোলের সাহায্য নিয়ে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে দ্রুত বিচার শুরর করতে চায় অন্তর্বর্তী সরকার। শনিবার দেশের সরকারি আইনজীবী তথা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান আইনজীবী মহম্মদ তাজুল হোসেন। গত ৫ আগস্ট দেশে গণ অভ্যুত্থানের জেরে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয় শেখ হাসিনাকে। প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে তিনি ভারতে চলে আসেন। আপাতত নয়াদিল্লির গোপন ডেরায় ভারতের কূটনৈতিক আশ্রয়ে রয়েছেন মুজিবকন্যা তথা আওয়ামি লিগের নেত্রী। তাঁর এবং তৎকালীন আওয়ামি লিগ সরকারের বহু মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন, হত্যার মামলা দায়ের করা হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। আর তা করে নোবেলজয়ী অর্থনীতিক মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। ইন্টারপোলের মাধ্যমে

তাঁকে দেশে ফেরাতে আবেদনের পাশাপাশি বহুবার নয়াদিল্লির উপর চাপের কৌশল অবলম্বন করেছে ইউনুস সরকার। কিন্তু সুফল মেলেনি এখনও। আর তাই হাসিনা আমলের বন্দি বিনিময় চুক্তিকে এখন ঢাল করছে তারা।

এই পরিস্থিতিতে মার্চের শুরুর দিনই সরকারি আইনজীবী বড় দাবি করলেন। শনিবার এক অনুষ্ঠানে আইনজীবী মহম্মদ তাজুল হোসেনের বক্তব্য, ইন্টারপোলের মাধ্যমে হাসিনাকে দেশে ফেরানোর চেষ্টা চলছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্দি বিনিময় চুক্তি রয়েছে। আওয়ামি লিগ সরকারই তা স্বাক্ষর করেছিল। আশা করছি, এই চুক্তির শর্ত মেনেই ভারত হাসিনাকে ফিরিয়ে দেবে। এটি কোনও সাধারণ খুনের ঘটনা নয়। এগুলি মানবতাবিরোধী অপরাধ। দু'হাজারের বেশি মানুষ এতে শহিদ হয়েছেন। আহতের সংখ্যা ২৫ হাজারের বেশি। আমরা দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর চেষ্টা করছি।''

তাজুলের আরও বক্তব্য, 'অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু মামলার তদন্ত প্রতিবেদন আমরা মার্চ মাসের মধ্যেই হাতে পেয়ে যাব বলে আশা করছি। যদি আনুষ্ঠানিকভাবে ওই প্রতিবেদন পেয়ে যাই, এক-দেড় মাসের মধ্যেই বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়া হবে। কতদিন ধরে তা চলবে, এখনই বলা সম্ভব নয়। নথির পরিমাণ, সাক্ষীদের বয়ান বিচার করে আদালত সেই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। আমাদের দিক থেকে যত দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়ার কাজ এগোনো যায়, সেই চেষ্টা করব। ট্রাইব্যুনালের বিচার কোনও বিরতি ছাড়াই চলবে।''

'পাশে আছি' জেলেনস্কিকে বুকে টেনে নিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

২ মার্চ ঃ ভেস্তে গিয়েছে আমেরিকা ও ইউক্রেনের খনিজ চুক্তি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের সঙ্গে বৈঠকের মাঝেই কার্যত বের করে দেওয়া হয় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে। আর সেখান থেকেই ব্রিটেনে গেলেন তিনি। সেখানে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার। এদিন ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ২.২৬ বিলিয়ন পাউন্ডের এক ঋণের চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেছে ব্রিটেন প্রশাসন। এই ঋণ যে ইউক্রেনীয় সেনার শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করবে তা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। চ্যান্সেলর র‍্যাচেল রিভস ও ইউক্রেনের অর্থমন্ত্রী সের্গেই মার্চেঙ্কো এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। ট্রাম্পের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পর একেবারেই ভিন্ন আবহের সাক্ষী হন জেলেনস্কি। ১০ ডাউনিং স্ট্রিটের সামনেই তাঁকে জড়িয়ে ধরেন স্টার্মার। আশ্বাস দেন, ব্রিটেনের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে কিয়েভের পাশেই। বলেন, আমরা সব সময়ই ইউক্রেনের পাশে রয়েছি। এরপর তাঁদের মধ্যে যে বৈঠক হয় তাকে ' বলে উল্লেখ করেছেন অভিভূত জেলেনস্কি। এই

সমর্থনের জন্য ব্রিটেনকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। পরে স্টার্মার তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ' এই বেআইনি যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাতে একটি পথ খুঁজে বের করতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' রবিবার ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে দেখা করার কথা জেলেনস্কির। এপ্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, কেবল ব্রিটেনই নয়, হোয়াইট হাউসে ' শিকার হওয়া জেলেনস্কির পাশে দাঁড়িয়েছে ইউরোপ-সহ বিশ্বের একাধিক দেশ। নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গার বলেছেন, আজ হোয়াইট হাউস থেকে আমরা যা দেখলাম তা গুরুতর এবং হতাশাজনক। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শুলজ বলেছেন, ইউক্রেনের নাগরিকদের চেয়ে বেশি করে শান্তি আর কেউ চায় না! সেই কারণেই আমরা যৌথভাবে একটি স্থায়ী এবং ন্যায়সঙ্গত শান্তির পথ খুঁজছি। ইউক্রেন জার্মানির উপর এবং ইউরোপের উপর নির্ভর করতে পারে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাঁক্রোর কথায়, রাশিয়া আক্রমণকারী আর সেই আক্রমণের শিকার ইউক্রেনের জনগণ। তিন বছর আগেও আমরা ইউক্রেনকে সাহায্য করেছিলাম। নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলাম রাশিয়ার উপর। আগামিদিনেও তা অব্যাহত রাখব। একই ভাবে ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছে কানাডা, ইটালি-সহ বহু দেশ। আসলে ট্রাম্প-জেলেনস্কি বৈঠকের করুণ পরিণতি দেখে স্তম্ভিত বিশ্ব। আন্তর্জাতিক কূটনীতির ইতিহাসে যা বেনজির। দুপুরের খাবার খাওয়ার আগেই হোয়াইট হাউস থেকে রীতিমতো ' দিয়ে বের করে দেওয়া হয় জেলেনস্কিদের।

শান্তি ও সম্প্রীতির কামনা করে রমজান মাসের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ ঃ রমজান মাসের শুরুতে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী। শান্তি ও সম্প্রীতির কামনা করে রমজান মাসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। রবিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে রমজান মাসের শুভেচ্ছা-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, রমজান মাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এই পবিত্র মাস আমাদের সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি নিয়ে.আসুক। এই পবিত্র মাস প্রতিফলন, কৃতজ্ঞতা এবং ভক্তির প্রতীক, এছাড়াও আমাদের সহানুভূতি, দযা. এবং সেবার মূল্যবোধের কথা স্মরণ করিয়ে.দেয।

ফের আসছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা! ঝড়-বৃষ্টির প্রত্যাশিত পাহাড়ে

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ ঃআগামী ২-৩ দিনের মধ্যে ফের একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এগিয়ে আসতে চলেছে, সেই পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে উত্তর পার্বত্য অঞ্চলে ঝ।-বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। এমনটাই পূর্বাভাসে জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। আইএমডি জানিয়েছে, এই মুহূর্তে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর ভারতের উপর দিয়ে যাচ্ছে, এটি দুর্বল হয়ে পড়লেও উত্তরাখন্ড, উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আইএমডি আরও জানিয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ ভারতেও ভারী বৃষ্টিপাত প্রত্যাশিত, তামিলনাড়ু, কেরল এবং লাক্ষাদ্বীপে বৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে তামিলনাড়ুতে, ভারী বৃষ্টি হয়েছে তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে। ২-৩ দিনের মধ্যে নতুন একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা প্রত্যাশিত, উত্তরের পাহাড়ে আবারও বৃষ্টি ও ঝড় হবে।

ভারতীয় রেলওয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা সমিতির ৪১তম বার্ষিক সম্মেলন

কলকাতা, ২ মার্চ ঃ ভারতীয় রেলওয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা সমিতি / এসইআর, ৬ষ্ঠ র‍্যাপিকন এবং ১ম র‍্যালমকনের ৪১তম বার্ষিক সম্মেলন ২৭.০২.২০২৫ থেকে ০১.০৩.২০২৫ পর্যন্ত কলকাতার গার্ডেন রিচের কেন্দ্রীয় হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হয়।২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের প্রধান প্রধান চিকিৎসা পরিচালক ডঃ অঞ্জনা মালহোত্রা, অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথি এবং ভারতীয় রেলওয়ের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে রেলওয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা, রেলওয়ে বোর্ডের মহাপরিচালক ডঃ মান সিং এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। বক্তৃতাকালে, মহাপরিচালক বলেন যে এই ধরণের সম্মেলন জ্ঞান বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধ করে এবং জুনিয়র ডাক্তারদের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। তিনি লাইভ অপারেটিভ কর্মশালার প্রশংসা করেন যা ছিল একটি দুর্দান্ত সাফল্য। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার এই সম্মেলন আয়োজনের জন্য অ্যাসোসিয়েশনকে অভিনন্দন জানান। তিনি আরও বলেন যে এই সম্মেলন নিঃসন্দেহে ডাক্তারদের পেশাগত বিকাশে অবদান রাখবে। সারা ভারত থেকে আসা সম্মানিত বক্তারা সম্মেলনে তাদের মূল্যবান চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে লাইভ ইএনটি সার্জারির উপর একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে ইএনটি সেমিনারে, বিশিষ্ট ইএনটি এবং হেড অ্যান্ড নেক সার্জনরা তাদের মূল্যবান জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। ১লা মার্চ, ২০২৫ তারিখে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট রোগ বিশেষজ্ঞদের আলোচনার মাধ্যমে একটি প্যাথলজি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পেন্টাকন স্মারক শীর্ষক একটি স্মারকও প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জোনাল রেলওয়ের প্রতিনিধি এবং পশ্চিমবঙ্গ চ্যাপ্টারের ইএনটি এবং প্যাথলজি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর প্রদেশের হাপুরে যুবককে নৃশংসভাবে খুন, তদন্তে পুলিশ

হাপুর, ২ মার্চ ঃ উত্তর প্রদেশের হাপুরে নৃশংসভাবে খুন হলেন এক যুবক। রবিবার সকালে হাপুরের আনন্দ বিহার কলোনির কাছে ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। নিহতের নাম - অঙ্কিত কুমার। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে খুন করা হয়েছে। পুলিশ ও ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে। শুরু হয়েছে তদন্ত। হাপুরের এসপি কুনওয়ার জ্ঞানঞ্জয় সিং বলেছেন, মৃত ব্যক্তির নাম অঙ্কিত কুমার। ফোনে কথা বলার জন্য তিনি রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। রবিবার তার দেহ এখানে পাওয়া গিয়েছে। তার গলায় ধারালো অস্ত্রের দাগ পাওয়া গিয়েছে। ঘটনাস্থলে ফরেনসিক দল রয়েছে, সোয়াট টিমকেও ডাকা হয়েছে। শীঘ্রই এফআইআর-এর দায়েরের পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১৪তম সন্তানের বাবা হলেন এলন মাস্ক, সুখবর শোনালেন চতুর্থ স্ত্রী

২ মার্চ ঃ আবার বাবা হলেন ধনকুবের এলন মাস্ক। তাঁর স্ত্রী শিভন জিলস চতুর্থ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। শিশুপুত্রটির নাম রাখা হয়েছে সেলডন লাইসারগাস। জিলস এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে এই খবর দিয়েছেন সকলকে। এই নিয়ে চোদ্দোটি সন্তানের বাবা হলেন মাস্ক। এই সন্তানদের মা চার মহিলা। মাস্কের এমন বহুবিধ সম্পর্ক নিয়ে আগ্রহ রয়েছে গোটা বিশ্বের। প্রসঙ্গত, জিলস প্রথমবার মাস্কের সন্তানের জন্ম দেন ২০২১ সালের নভেম্বরে। যমজ সন্তান স্ট্রাইডার, আজুরের জন্মের কথা সকলকে জানিয়েছিলেন তাঁরা। জিলস ছিলেন মাস্কের সংস্থা নিউরোলিঙ্কের একজন আধিকারিক। এরপর তাঁরা সম্পর্কে জড়ান। ২০২৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁদের তৃতীয় সন্তান আর্কাডিয়ার জন্ম হয়। এবার জন্ম নিল যুগলের চতুর্থ সন্তান। মাত্র কয়েকদিন আগেই মাস্কের আরেক সন্তানের জন্ম দেন মার্কিন ইনফ্লুয়েন্সার! এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন সেই ইনফ্লুয়েন্সার অ্যাশলে সেন্ট ক্লেয়ার। সেখানেই ৩১ বছর বয়সি লেখিকা ও ইনফ্লুয়েন্সার বিস্ফোরক দাবি করেন। জানান, ৫ মাস আগে তিনি এক সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। যার বাবা নাকি এক্স কর্তা এলন মাস্ক! এই পোস্ট ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়ে যায়। এরপরই অ্যাশলে জানান, সন্তানের সুরক্ষার কথা ভেবেই নাকি গোটা বিষয়টা গোপন করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের কাছে তাঁর আর্জি, যেন খুদের ব্যক্তিগত জীবন প্রকাশ্যে না আনা হয়। কারণ, তিনি চান তাঁর সন্তান বেড়ে উঠুক সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশে। এর আগে মাস্কের ১২ সন্তান রয়েছে। প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে রয়েছে ৫ সন্তান। বিখ্যাত গায়িকা মাস্কের ৩ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন। জিলসের চার ও অ্যাশলের একটি সন্তান মিলিয়ে তাঁর মোট সন্তানের সংখ্যা হল ১৪।

স্বস্তি শেলা রশিদের, দেশদ্রোহ মামলা প্রত্যাহারের অনুমতি

২ মার্চ ঃ স্বস্তি পেলেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন সহ সভাপতি শেলা রশিদ। সেনা-বিরোধী টুইট করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছিল। মামলা রুজু হয়েছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ ধারা-সহ নানা ধারায়। অবশেষে সেই মামলা প্রত্যাহারের অনুমতি দিল দিল্লির পাটিয়ালা হাউস আদালত। চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অনুজ কুমার সিংহ গত ২৭ ফেব্রুয়ারি এই নির্দেশ দিয়েছেন। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট জম্মু ও কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিল করা হয়েছিল। সেই সময় মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বারংবার ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গিয়েছিল শেলাকে। পরে এক্স হ্যান্ডলে (তখনকার টুইটার) তাঁকে লিখতে দেখা যায়, ' রাতে বাড়িতে ঢুকে ছেলেদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে, ঘরদোর ভাঙচুর করছে, ইচ্ছাকৃত ভাবে মেঝেতে ফেলে নষ্ট করছে রেশন, ভাতের সঙ্গে তেল মিশিয়ে দিচ্ছে।' আরেকটি পোস্টে তিনি দাবি করেন, ' সেনা ছাউনিতে চারজনকে ডেকে পাঠিয়ে অত্যাচার করা হয়েছে। তাঁদের আশপাশে মাইক রেখে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তাঁদের চিৎকার পুরো এলাকা শুনতে পায়। এর ফলে গোটা এলাকাতেই ভীতির সঞ্চার হয়েছে।' এমনই নানা টুইট করেন শেলা। শেলার অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছিল সেনা। সেই সময় থেকেই ওই দুই টুইট ঘিরে বিতর্ক ঘনায়। শেলার বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরুর অনুমতি দেন দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর। দিল্লি পুলিশ এই প্রস্তাব রেখেছিল। যে প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিল দিল্লি সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ ধারায় (দাঙ্গায় প্ররোচনা) মামলা রুজু হয় শেলার বিরুদ্ধে। কেবল একটি ধারাতেই নয়, দেশদ্রোহিতা, শান্তিভঙ্গের মতো নানা অভিযোগ আনা হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু এবার আদালতের অনুমতির পরে প্রত্যাহার করা হতে পারে ওই মামলা। প্রসঙ্গত, মোদি সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখা গিয়েছে শেলাকে। উপত্যকায় মানবাধিকার পরিস্থিতির যেভাবে উন্নতি হয়েছে সেজন্য বর্তমান প্রশাসনকে কৃতিত্ব দিতে দেখা দিয়েছিল তাঁকে।

মণিপুরের পরিস্থিতির শীঘ্রই উন্নতি হবে

বিকানের, ২ মার্চ ঃ উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুর এখনও শান্ত হয়নি। সেখানকার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে নিরন্তর বৈঠক করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবারই মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, মণিপুরের পরিস্থিতির শীঘ্রই উন্নতি হবে। রবিবার সকালে রাজস্থানের বিকানেরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মেঘওয়াল বলেছেন, ভারত সরকার মণিপুরের ব্যাপারে খুবই সংবেদনশীল। লোকসভা ও রাজ্যসভায. এই নিযে. আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সার্বক্ষণিক তা পর্যবেক্ষণ করছেন। আমি নিশ্চিত, পরিস্থিতির অবশ্যই উন্নতি হবে।

'এই উচ্ছৃঙ্খলতার বলি আমার সন্তান', 'র‍্যাগিং'য়ে মৃত নদিয়ার ছাত্রের বাবা

যাদবপুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ চারদিকে পড়ে ছেঁড়া ব্যানার-পোস্টার। শিক্ষাবন্ধুর অফিসের সামনে এখনও দাঁড়িয়ে দমকলের ইঞ্জিন। সব মিলিয়ে থমথমে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। শনিবার দফায় দফায় উত্তেজনার পর রবিবারের সকালে যেন অন্য ছবি। যদিও রয়ে গিয়েছে গতদিনের বিশৃঙ্খলার চিহ্নগুলি। এহেন পরিস্থিতিতে এবার মুখ খুললেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্যাতনের জেরে মৃত নদিয়ার নাবালক ছাত্রের বাবা। তিনি বলছেন, এই ছেলেমেয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা বলি আমার ছেলে। গতকালের ঘটনায় কারও প্রাণ গেলে দায় কে নিত! শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ওয়েবকুপার সভা। শিক্ষামন্ত্রীর গাড়িতে এসএফআই ও বাম সর্মথিত সংগঠনের পড়ুয়াদের হামলা। পথ অবরোধ। সেই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূলের মিছিল। পরে ক্যাম্পাস চত্বরে শিক্ষাবন্ধুর অফিসে আগুন। দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। আজও প্রতিবাদ মিছিল রয়েছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। দুপুর ৩টেয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করবে এডুকেশনিস্ট ফোরাম। থাকবেন শনিবার যাদবপুরে থাকা ওমপ্রকাশ মিশ্র ও অন্য শিক্ষাবিদরা। এদিকে, শিক্ষামন্ত্রীর গাড়িতে এক পড়ুয়ার আহত হওয়ার প্রতিবাদে দুপুর ১টা থেকে প্রতিবাদ মিছিল করবে এসএফআই। পথে নামবে সিপিএমও। বিকেল ৫টা থেকে সুলেখা মোড়ে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছে তাঁরা। তাছাড়া ৩ মার্চ রাজ্যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে এসএফআই। এই ঘটনায় নিজেকে দূরে রাখতে পারেনি বছর দুয়েক আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে মৃত নদিয়ার নাবালকের বাবা। সেই সময় অভিযোগ ওঠে র‍্যাগিংয়ের জেরে মৃত্যু হয় তার। শনিবারের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, ছেলে হারানোর যন্ত্রণায় প্রতিদিন বিদ্ধ হতে হচ্ছে। যাদবপুরের ইতিহাসে অন্ধকার অধ্যায় চলছে। ধিক্কার জানাই।

হরিয়ানায় খুন কংগ্রেস নেত্রী! সুটকেস থেকে উদ্ধার দেহ, তুঙ্গে রাজনৈতিক টানাপোড়েন

২ মার্চ ঃ বাবা আত্মঘাতী হয়েছিলেন। আগে খুন হয়েছেন দাদা। এবার হরিয়ানায় রহস্যমৃত্যু বছর বাইশের কংগ্রেস নেত্রীর। শুক্রবার রোহতকের একটি বাসস্ট্যান্ডের পাশে একটি পরিত্যক্ত নীল স্যুটকেস থেকে ওই তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। কংগ্রেসের দাবি, রাজনৈতিক কারণেই খুন করা হয়েছে দলীয় কর্মীকে। শুক্রবার রোহতকের বাসস্ট্যান্ডের ধারে নীল সুটকেসটি দেখা যায়। স্থানীয়দের সংঃদহ হওয়ায় পুলিশে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে তরুণীর দেহ উদ্ধার করে। তরুণীর হাতে ছিল মেহেন্দি, গলায় স্কার্ফ। তাঁর শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন স্পষ্ট। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, তরুণীকে শারীরিক ভাবে নিগ্রহ করা হয়েছে। তারপর শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশে দেহটি সুটকেসে ভরে ফেলে দেওয়া হয়। তবে এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির যোগ উ।য়ে দিচ্ছে পুলিশ। রোহতকের কংগ্রেস বিধায়ক ভারত ভূষণ বাত্রার দাবি, ওই তরুণীর নাম হিমানি নারওয়াল, যিনি কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। হিমানি দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয় ছিলেন। রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রাতেও অংশ নিয়েছিলেন তিনি। এ হেন কংগ্রেস নেত্রীর মৃত্যুতে রোহতক শহরজুড়ে রীতিমতো থমথমে পরিবেশ। বিধায়কের দাবি, বিজেপির শাসনকালে হরিয়ানায় আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। অপরাধীরা পুলিশকে ভয় পাচ্ছে না। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে এর আগে হিমানি নারওয়াল নামের তরুণীর বাবা আত্মঘাতী হয়েছিলেন। তাঁর দাদাকে কয়েক বছর আগে খুন করা হয়। ফলে হিমানির খুনের নেপথ্যে কোনও পারিবারিক শত্রুর হাত আছে নাকি রাজনৈতিক কারণে খুন, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

'লাঞ্ছিত' জেলেনস্কিকে কুৎসিত আক্রমণ রাশিয়ার জেলেনস্কিকে নাকি চড় মারা উচিত ছিল

মস্কো,কিয়েভ,২ মার্চ ঃ হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে কার্যতই লাঞ্ছিত হয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। আর এরপরই তাঁকে কুসিত আক্রমণ করল রাশিয়া। রুশ বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভার দাবি, ট্রাম্প নাকি রীতিমতো সংযম দেখিয়েছেন জেলেনস্কির সামনে। ' জেলেনস্কিকে নাকি চড় মারা উচিত ছিল আমেরিকার রাষ্ট্রনেতার। মারিয়াকে টেলিগ্রামে লিখতে দেখা গিয়েছে, ' মনে হয়.জেলেনস্কির সমস্ত মিথ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় মিথ্যা ছিল হোয়াইট হাউসে করা তাঁর ওই দাবিটা। যেখানে তিনি বলছেন ২০২২ সালে কিয়েভ সরকার একা ছিল, কোনও সমর্থন ছাড়াই। ট্রাম্প এবং ভ্যান্স যেভাবে ওই বদমাশকে আঘাত করা থেকে বিরত ছিলেন, তা সংযমের এক অলৌকিক নজির।' এখানেই শেষ নয়। রাশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট তথা নিরাপত্তা পরিষদের ডেপুটি হেড দিমিত্রি মেদাভদেভ জেলেনস্কিকে ' শুয়োর' বলে তোপ দেগেছেন। তাঁর মতে ওভাল অফিসে একটা ' চড়' প্রাপ্য ছিল ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের। এই তরজাকে ' বলেও আখ্যা দিয়েছেন তিনি। শুক্রবার ওভাল অফিসে মার্কিন এবং ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্টের বাদানুবাদে বাক্য হারিয়ে ফেলেছে শঙ্কিত বিশ্ব। তুমুল বচসার ফলশ্রুতি হয়নি খনিজ চুক্তি। আর এই পরিস্থিতিতে ' দেখছে রাশিয়া। তা স্পষ্ট হয়ে গেল মস্কোর প্রতিক্রিয়ায়। বৈঠকে একদিকে যেমন রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি আলোচনা নিয়ে কথা হয়েছে, তেমনই ইউক্রেন-আমেরিকার খনিজ চুক্তি নিয়েও আলোচনা হয়। ট্রাম্প জেলেনস্কিকে জানিয়েছেন, তিনি নিরপেক্ষ থেকে দুদেশের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে চান। রাশিয়া বা ইউক্রেন কারও দিকেই তিনি ঝুঁকে নেই। তবে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করতে হলে খানিকটা আপস করতে হবে ইউক্রেনকে। ট্রাম্পের বক্তব্য, ইউক্রেন-রাশিয়ার মধ্যে শান্তি ফেরানোর উদ্যোগে এগিয়ে আসতে হবে ন্যাটোকেও। ভেস্তে গিয়েছে আমেরিকা ও ইউক্রেনের খনিজ চুক্তি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের সঙ্গে বৈঠকের মাঝেই কার্যত বের করে দেওয়া হয় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে। আর সেখান থেকেই ব্রিটেনে গেলেন তিনি।

সেখানে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার। এদিন ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ২.২৬ বিলিয়ন পাউন্ডের এক ঋণের চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেছে ব্রিটেন প্রশাসন। এই ঋণ যে ইউক্রেনীয় সেনার শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করবে তা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।

হ্যাকারদের কবলে শ্রেয়া ঘোষালের এক্স হ্যান্ডেল, সতর্কবাণী গায়িকার

২ মার্চ ঃ হ্যাকারদের কবলে শ্রেয়া ঘোষালের এক্স হ্যান্ডেল। বিগত ষোলো দিন ধরে 'সাইবার দস্যু'দের জালে গায়িকার সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট। শত চেষ্টা করেও এক্স হ্যান্ডেল টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়েছেন শ্রেয়া। আর সেই প্রেক্ষিতেই শনিবার ক্ষোভ উগড়ে দেওয়ার পাশাপাশি শ্রেয়া অনুরাগীদেরও সতর্ক করে দিলেন, তাঁরা যেন তাঁর এক্স হ্যান্ডেল থেকে পাওয়া কোনও লিংকে ক্লিক না করেন। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি হ্যাক হয়েছে শ্রেয়া ঘোষালের এক্স অ্যাকাউন্ট। গায়িকা জানিয়েছেন, সেদিন থেকে সেই প্রোফাইলে না ঢুকতে পারছেন, না ডিলিট করতে পারছেন অ্যাকাউন্ট। শ্রেয়া একপ্রকার হতাশার সুরেই জানালেন, শ্রোতা বন্ধুরা আমার এক্স হ্যান্ডেল (টুইটার) গত ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে হ্যাকড রয়েছে। এক্স টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আমার সাধ্যমতো সমস্ত চেষ্টা করেছি। তবে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা সৃষ্ট কয়েকটা উত্তর পাওয়া ছাড়া আর কোনও সাড়া পাইনি। এমনকী আমার অ্যাকাউন্টটা ডিলিটও করতে পারছি না। কারণ লগ ইন-ই তো হচ্ছে না। এরপরই অনুরাগীদের সতর্ক করে দিয়ে শ্রেয়ার মন্তব্য, দয়া করে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে কোনও মেসেজ পেলে এড়িয়ে যাবেন। কিংবা কোনও লিংক গেলে, সেটাতে ক্লিক করবেন না। ওগুলো সব স্প্যাম। অ্যাকাউন্ট ঠিক হলে আমি ব্যক্তিগতভাবে ভিডিও বার্তায় জানিয়ে দেব। প্রসঙ্গত, দেশের অন্যতম ব্যস্ত শিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল। বঙ্গকন্যার সুরের মুর্চ্ছনায় কাশ্মীর টু কন্যাকুমারী মজে থাকে। এহেন তাবড় তারকাদের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টই যদি এতদিন ধরে হ্যাকারদের কবলে পড়ে থাকে, তাহলে আমজনতার কী হবে? উদ্বিগ্ন অনুরাগীরা।

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলায় অনীহা ব্যক্তিদের নোটিস পাঠাচ্ছে আয়কর দপ্তর!

২ মার্চ ঃ আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখিয়েও আয়কর ফাঁকি দিচ্ছে দেশের একশ্রেণির নাগরিক? খুব সামান্য তাঁদের ব্যাঙ্কের লেনদেন। বিশেষত টাকা তোলার বিষয়ে অনীহা রয়েছে তাদের। প্রশ্ন হল, তাহলে রোজকার ব্যয়বহুল জীবন চলছে কীভাবে? একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, দেশজুড়ে এমন ' ব্যক্তিদের নোটিস পাঠিয়েছে আয়কর দপ্তর। ওই নোটিসে ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাবের চাওয়া হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে রান্নার তেল, মশলা, আটা, চাল, গ্যাস, জুতো, সাজার জিনিস। ছেলেমেয়ের শিক্ষায় খরচ, রেস্তরাঁর ব্যয়, এমনকী চুল কাটার খরচ। বলা বাহুল্য, খরুচে নাগরিক মাত্রই এই নোটিস পাচ্ছেন না। আয়কর বিভাগের নজরে রয়েছে সেই সমস্ত ব্যক্তি, যাঁদের মোটা অঙ্কের আয় থাকলেও খরচ আশ্চর্যজনক ভাবে অতি সামান্য। প্রশ্ন উঠছে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে সামান্য পরিমাণ টাকা তুলেও কীভাবে ব্যয়বহুল জীবনযাপন করছেন তাঁরা! তাহলে কি সরকারকে দেওয়া হিসাবের বাইরে অন্য মাধ্যমে আয় রয়েছে তাঁদের! এই বিষয়েই নজর রাখা শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, আয়কর দপ্তর সন্দেহজনক ব্যক্তির গোটা পরিবারের বিস্তারিত তথ্য তলব করেছে, তাঁদের বাসরিক আয়, প্যান নাম্বার-সহ। যাঁরা এই তথ্য দেবেন না, আয়কর দপ্তর ধরে নেবে বছরে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট উইথড্রলের পরিমাণ ১ কোটি টাকা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আয়কর দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, এই নোটিস সবার জন্য নয়। নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছে। যাঁরা বিলাসবহুল জীবন যাপন করছেন, অথচ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে খুব সামান্য অর্থ তুলছেন। মনে করা হচ্ছে অন্য কোনও আয়ের উস রয়েছে তাঁদের। আয়ের সেই উস নগদ। যা লোকানো হচ্ছে।

পাসপোর্ট পেতে গেলে 'বার্থ সার্টিফিকেট' বাধ্যতামূলক

২ মার্চ ঃ এবার থেকে পাসপোর্ট পেতে গেলে বাধ্যতামূলক হচ্ছে জন্ম শংসাপত্র বা বার্থ সার্টিফিকেট। ১৯৮০ সালের পাসপোর্ট আইনে সংশোধনী আনতে চলেছে কেন্দ্র সরকার। নতুন নিয়মে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ বা তার পরে জন্ম নিয়েছেন এমন কোনও আবেদনকারী পাসপোর্টের আবেদন করতে গেলে বাধ্যতামূলকভাবে তাকে দিতে হবে জন্ম শংসাপত্র। বিদেশমন্ত্রকের তরফে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি এই সংক্রান্ত এক বিবৃতি জারি করা হয়েছে। যেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ১৯৬৭ সালের পাসপোর্ট আইনের ২৪ নং ধারার অধীনে পুরনো নিয়মে বদল আনা হচ্ছে। ২০২৫ সালের পাসপোর্ট আইনে কার্যকর হবে নয়া বিধি। নয়া নিয়ম চালু করার দিন থেকেই কার্যকর হবে এই সংশোধনী। কেন্দ্রের নয়া নিয়ম অনুযায়ী, জন্মের পর পুরসভা থেকে যে জন্ম শংসাপত্র দেওয়া হয়, সেই নথি আবশ্যিক হবে পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য। শংসাপত্র অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা জারি করা হতে হবে।

অর্থাৎ, জন্ম ও মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বা জন্ম ও মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯৬৯-এর অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদন করা জন্ম শংসাপত্রই এক্ষেত্রে মান্যতা পাবে। এই নিয়ম ১ অক্টোবর ২০২৩ বা এর পর যারা জন্মেছে তাদের জন্য বাধ্যতামূলক। তবে যারা তার আগে জন্মেছেন তারা পাসপোর্টের আবেদন করতে চাইলে জন্ম প্রমাণপত্রের বিকল্প হিসেবে একাধিক নথি ব্যবহার করতে পারবেন। যেমন, স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট যেখানে প্রার্থীর জন্মতারিখের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে পাওয়া প্যান কার্ড, সরকারি কর্মীদের সার্ভিস রেকর্ডের কপি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার কার্ডও বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দিন পঞ্জিকা

আজ ১৭ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজী ২ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৫, সৌর ১৮ ফাল্গুন, চান্দ্র ৩ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ১৭ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিল ১১ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈ ৩ লমতা, আসাম ১৭ ফাগুন, মুসলিম ২-রমজান-১৪৪৬ হিজরী। সূর্য উদয় সকাল ০৫৫৯২৪ এবং অস্ত বিকাল ০৫৩৭৫৩। চন্দ্র উদয় সকাল ০৭২২৪৫(২) এবং অস্ত রাত্রি ০৮১০৩২(২)। শুক্ল পক্ষ। তিথি তৃতীয়া (জয়া) রাত্রি ১২৪৪৪৯ দং ৪৬৫৫২৫ পর্যন্ত নক্ষত্র উত্তরভাদ্রপদ দুপুর ঘ ০০১৩৩১ দং ১৫৩৫২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণ তৈতিল দুপুর ঘ ০২৫৪৪০ দং ১৯৪৭৫৫ পর্যন্ত পরে গর রাত্রি ১২৪৪৪৯ দং ৪৬৫৫২৫ পর্যন্ত পরে বণিজ যোগ শুভ বিকাল ঘ ০৩৫৯৫৭ দং ২৫১৭.৫ পর্যন্ত পরে শুক্র অমৃতযোগ দিন ০৬৪৬০৪ থেকে - ০৯৫২২০ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭১৬৫১ থেকে - ০৮৫৫৪৩ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ দিন ০৫৫৯৩০ থেকে - ০৬৪৬০৪ পর্যন্ত, তারপর ১২৫৮৩৫ থেকে - ০১৪৫০৯ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬২৭২৫ থেকে - ০৭১৬৫১ পর্যন্ত, তারপর ১২১৩২৭ থেকে - ০৩৩১১২ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ০৪০৪৫১ থেকে - ০৪৫১২৫ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ০৩৩১১২ থেকে - ০৪২০৩৮ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ১০২১২৬ থেকে - ১১৪৮৪৪ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ১১৪৮৪৪ থেকে - ০১১৬০৩ পর্যন্ত। কালরাত্রি ০১২১২৬ থেকে - ০২৫৪০৭ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ১০১৮১৬৩০ (২৪) ৪ পদ,চন্দ্র ১১২৬১৭৩০ (২৭) ৩ পদ, মঙ্গল ২২২১৮৫ (৭) ১ পদ, বুধ ১১২১৬৩২ (২৫) ৪ পদ,বৃহস্পতি ১১৮৩৭৫৪ (৪) ৩ পদ,শুক্র ১১১১১২৫৫ (২৬) ৩ পদ,শনি ১০২৩৫৫৫ (২৫) ২ পদ রাহু ১১৬২১৬ (২৬) ১ পদ,কেতু ৫৬২১৬ (১২) ৩ পদ। শুক্র বক্রি।
লগ্ন কুম্ভ রাশি সকাল ০৬৩৮৩৬ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৮০৯৪০ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৯৫০১৫ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১১৪৮৩৮ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০২০১৫৭ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৪১৭৫০ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৬২৯০০ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সন্ধ্যা ০৮৩৯১১ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ১০৫৩২১ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০১০৯০৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৩১৪২৪ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৫০১১৭ পর্যন্ত।

রাশিফল

মেষ-ঃ স্বাস্থ্যের দিক থেকে ২০২৫ সাল আপনার জন্য মিশ্র বা কিছুটা দুর্বল হতে পারে।
বৃষ-ঃ ২০২৫ সালে বৃষ রাশির জাতকদের দারুণ হতে চলেছে।
মিথুন-ঃ ২০২৫ সাল জুড়ে দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ থাকবে মিথুন রাশির জাতকদের উপর।
কর্কট-ঃ কর্কট রাশির জাতকদের নতুন বছর খুব ভালো হতে চলেছে। এই বছরটি আপনাকে আপনার কর্মজীবনে বহু প্রতীক্ষিত অগ্রগতি দেবে।
সিংহ-ঃ নতুন বছর সিংহ রাশির জাতকদের জন্য বড় স্বস্তি নিয়ে আসবে। কেরিয়ারে দীর্ঘদিন ধরে যেসব সমস্যা ছিল সেগুলো মিটে যাবে।
কন্যা-ঃ ২০২৫ সালে কন্যা রাশির জাতক জাতিকারা ভাগ্য সহায় হবে। যে কাজেই হাত দেবেন না কেন, তা সম্পন্ন হবে।
তুলা-ঃ ২০২৫ সালটি তুলা রাশির লোকদের অনেক স্বপ্ন পূরণ হবে, পেশাদার জীবনে আপনি যা স্বপ্ন দেখেছিলেন তা অর্জন করবেন।
বৃশ্চিক-ঃ ২০২৫ সাল বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য খুব ভালো যাবে। আপনি বহু বছর ধরে যে সমস্যাগুলির সাথে লড়াই করেছিলেন তার ইতি ঘটবে।
ধনু-ঃ টাকার জন্য যে সমস্ত কাজ আটকে রয়েছে, তা সম্পন্ন হতে পারে। ব্যবসায় লাভ হবে। ২০২৫ সালের শেষের দিকে শিক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িতদের শুভ সময়।
মকর-ঃ ২০২৫ সাল সাফল্যে ভরপুর হবে মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জীবন। আপনার স্বপ্ন পূরণ হবে। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে এবং সারা বছর মন খুশি থাকবে।
কুম্ভ-ঃ কুম্ভ রাশির জাতকদের দিকেও মুখ তুলে তাকাবে ২০২৫ সাল। জীবনে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাবেন। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং আগের চেয়ে ভাল অবস্থা থাকবে।
মীন-ঃ কর্মজীবন ও ব্যবসায় একের পর এক সাফল্য আসবেই। আপনি আপনার পরিশ্রমের ফল পাবেন।

ঘোর সংকটে সুন্দরবন অঞ্চল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ঃ ঘোর সংকটে সুন্দরবন,চিন্তায় পরিবেশবিদেরা। এবার ঘোর সংকটে সুন্দরবন,আর তাতেই চিন্তার ভাঁজ পরিবেশবিদদের। সুন্দরবনের পূর্বদিকের জঙ্গলে বাড়ছে ম্যানগ্রোভ। সেই তুলনায় পশ্চিমদিকের জঙ্গলে কমছেম্যানগ্রোভ। আর এই ঘটনায় বিপদের আশঙ্কা করছেন সুন্দরবনের পরিবেশবিদ সহ বিশেষজ্ঞরা। ক্রমশ ছোট এবং পাতলা হয়ে আসছে ভারতীয় সুন্দরবনের অংশ। আর যার ফলে চিন্তা বাড়ছে পরিবেশবিদদের। পূর্বদিকের জঙ্গলের ম্যানগ্রোভ গুলি বড় হচ্ছে।

অপরদিকে পশ্চিম দিকের গাছগুলি বেঁটে হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে গোলপাতা, সুন্দরির মত ম্যানগ্রোভ গাছ পূর্বদিকে বাংলাদেশে বাড়ছে। কাদামাটি সহ পলি পড়ার ঘটনায় মিষ্টি জলের ধারা কমছে। আর যার ফলে ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে ভারতীয় সুন্দরবনের অংশ। কিন্তু কেন এমন ঘটছে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গিয়েছে,শুধু মাত্র ভারতীয় সুন্দরবনের অংশে মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। যার কারণে অনেক প্রজাতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। জল বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকলে এই সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। সুন্দরবন গড়ে উঠেছে নোনা ও মিষ্টি জলের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা খাঁড়িগুলিতে। পদ্মা ও মেঘনা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীগুলি থেকে মিষ্টি জল বেশি পরিমাণে পাচ্ছে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদগুলি। কিন্তু ভারতীয় সুন্দরবনের অংশে লবণাক্ততা বাড়ছে। ফলে প্রকৃতিগত কারণেই পূর্বদিকে দিকে সরছে সুন্দরবন।এ ব্যাপারে পরিবেশবিদ তথা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য সুভাষ চন্দ্র আচার্য বলেন, ভারতীয় সুন্দরবনের ভিতরের অনেক জায়গায় গাছের ঘনত্ব খুবই কমেছে। যা আগামীতে সুন্দরবনের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে আর এনিয়ে এখন থেকে না ভাবলে আগামী দিনে সুন্দরবন সত্যিই সংকটে পড়বে।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যান নিয়ন্ত্রণ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন যানজট নিয়ন্ত্রনে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করলো জয়নগর ও বকুলতলা পুলিশ প্রশাসন। সোমবার থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। আর এই পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে পরীক্ষার্থী যাতে কোন ভাবেই অসুবিধার মধ্যে পড়তে না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দিলো প্রশাসন। সেই হিসাবে জয়নগর সাব ট্রাফিক, জয়নগর থানা ও বকুলতলা থানার পক্ষ থেকে জয়নগর ও বকুলতলা থানা এলাকার জন্য কয়েকটি নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে। আর এই নির্দেশ গুলো যাতে যাতায়াত ভাবে পালন করা হয় তার অনুরোধ রাখা হয়েছে। জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, বকুলতলা থানার ওসি প্রদীপ রায় ও জয়নগর সাব ট্রাফিক ওসির তরফে জারি করা এই

নির্দেশিকা জনসাধারণ ও দোকানদার ও গাড়ি চালকদের মধ্যে বিতরণ করছে জয়নগর সাব ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা সহ দুটি থানার পুলিশ কর্মীরা।এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে ৩রা মার্চ থেকে ১৮ ই মার্চ পর্যন্ত সমস্ত ট্রাক ও মালবাহি কোনো গাড়ি সকাল সাতটা থেকে বেলা সাড়ে দশটা এবং দুপুর সাড়ে ১২ টা থেকে দুপুর আড়াই টে পর্যন্ত জয়নগর ও বকুলতলা থানা এলাকায় প্রবেশ করতে পারবে না।

এছাড়া সমস্ত ইঞ্জিন ভ্যান, পিকআপ ভ্যান,ইটের গাড়ি,বালির গাড়ি,কাঠের গাড়ি থানা এলাকায় ঢুকতে পারবে না। তাছাড়া এই সময়ে অটো,টোটো, ম্যাজিক ও ট্রেকার কোন ভাবে রাস্তার ওপর অযথা দাঁড় করিয়ে রাখতে পারবে না। আর পরীক্ষা চলাকালীন যানজট নিয়ন্ত্রনে কঠোরভাবে পালন করতে বদ্ধ পরিকর প্রশাসন।

গরীব আর্তের সেবায় রয়েছেন কাজল

দেবশ্রী বোলপুর ঃ কতটা হৃদয়বান হলে বলা যায়, আরও আগে আসা উচিৎ ছিল, বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল সেখকে না দেখলে বোঝা যায় না। গত বৃহস্পতিবার পথ দুর্ঘটনায় এক তরতাজা যুবকের মৃত্যুর খবর একটু দেরিতে পেয়ে সেদিনই তিনি সটান পরিবারের সাথে দেখা করে পাশে থাকার বার্তা দেন, আর্থিক সাহায্য করেন। অপর গুরুতর আহতজনের যাবতীয় চিকিৎসার ভার নিজ কাঁধের উপর তুলে নেন। মুরারই থেকে দলীয় কর্মসূচি শেষ করে সাঁইথিয়ার ফুলুর অঞ্চলের লৌহাটা গঙ্গামের মোড়ে চা খাচ্ছিলেন। সেই সময় এই দুর্ঘটনার খবরে জানতে পারেন। মৃত ব্যক্তির নাম সুরজ সেখ (২২)। বাড়িতে তাঁর এক বছরের কন্যা। পরিবারের অবস্থা খুবই খারাপ। আহত ব্যক্তির নাম নুর মহম্মদ। তাঁকে শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের বাইরে থেকে তদারকি করে পরিবারের পাশে থাকেন। ফের আজ রবিবার শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে আহত রোগীর সঙ্গে দেখা করেন। কাজল বলেন, রাজনীতির আগে সমাজসেবা আমার নেশা। সেই কাজ করে যাব। আহত নুর মহম্মদের হাত, পা, মুখ এবং মাথায় আঘাত লেগেছে। চিকিৎসকের সাথে কথা বললাম। যদি প্রয়োজন হয় রাজ্যের বাইরে নিয়ে গিয়ে তার চিকিৎসা করাবো।

অন্যদিকে, বোলপুরে এসে হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় ফোনে কাজল সেখ আরেক অসহায় রোগীর খোঁজ খবর নেন। তিনি জানান, সাঁইথিয়া বিধানসভার ফুলুর অঞ্চলের হারপলসা গ্রামের মোবারক হোসেনের কন্যা আসমা খাতুন (বয়স-১৩ বছর)বিরল রোগে আক্রান্ত হন। বিগত কয়েকদিন যাবৎ বোলপুর ড্রিমল্যান্ড নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ছিল, গতকাল তার অস্ত্রপচার হয়েছে। আর্থিক অনটনের জন্য, চিকিৎসা পরবর্তিতে নার্সিংহোম থেকে ছুটি নেওয়া এবং ওষুধপত্র কেনার জন্য মোবারক হোসেনকে আর্থিক সহায়তা সহ সবসময় পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম।

নববারাকপুরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৫৪

অলোক আচার্য, দুরন্তবার্তা, ২ মার্চ ঃ পরীক্ষার্থী ৭৫৪। নববারাকপুরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রধান কেন্দ্র কলোনী বয়েজ হাইস্কুল সেন্টার সেক্রেটারি বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ সৌরভ সমাদ্দার জানান উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু সোমবার। চলবে ১৮ মার্চ পর্যন্ত। এবছরও নববারাকপুরে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রধান কেন্দ্র কলোনী বয়েজ হাইস্কুল। সেন্টার সেক্রেটারি এই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সৌরভ সমাদ্দার। জেলা উপদেষ্টা কমিটির সদস্য লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার রায়। সেন্টার সেক্রেটারি সৌরভ সমাদ্দার জানান নববারাকপুরে এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ৭৫৪ জন। ছাত্র সংখ্যা ৩৮২ এবং ছাত্রী ৩৭২ জন। এবছরও ভালো ভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হবে। ছাত্র ছাত্রীদের আগাম শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। রয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। অন্যান্য উপ পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি হল নববারাকপুর কলোনী গার্লস হাইস্কুল, কোদালিয়া আগাপুর হাই স্কুল, এবং আহারামপুর সাহারা বয়েজ হাই স্কুল।

ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই- পিতা

সুমন আদক, দুরন্তবার্তা, ২ মার্চ ঃ পড়াশনার খরচ ও স্কলারশিপের টাকায় চালায়। আমার সঙ্গে এই মুহুর্তে ওর কোনও সম্পর্ক নেই, দাবি অভিনব'র বাবার।

পড়াশনার খরচ ও স্কলারশিপের টাকায় চালায়। আমার সঙ্গে এই মুহুর্তে ওর কোনও সম্পর্ক নেই, দাবি অভিনব'র বাবার। যাদবপুর কাণ্ডে

উঠে আসছে অভিনব বসুর নাম। তিনি হাওড়ার সাঁকরাইলের ঝোড়হাট এলাকার বাসিন্দা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স করছেন কম্পিটিটিভ লিটারেচার নিয়ে। অভিনব'র বাবা অমৃত বসু সাঁকরাইল ব্লক তৃণমূল সভাপতি। তিনি জানান, বর্তমানে ছেলের সাথে সম্পর্ক নেই তাঁর। সে বাম ছাত্র রাজনীতি করে। রাজনৈতিক মতাদর্শে মিল না থাকায় সম্পর্ক নেই। যাদবপুরের পড়াশোনা করার পর অভিনব রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়। যাদবপুরের ঘটনায় দোষীদের শাস্তি হওয়া উচিত। তাঁর ছেলে জড়িত থাকলেও শাস্তি হওয়া উচিত জানালেন বাবা অমৃত বসু। বাবা অমৃত বসু বলেন, শনিবার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর উপর যে পূর্বপরিকল্পিত হাঙ্গামা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা করছি। এই ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে আমি সোস্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ জানিয়েছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকদিন ধরেই নৈরাজ্য চলছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অভিনব বসু। করোনার পর থেকেই সেখানে থাকে। সে ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত। ওর সঙ্গে আমার রাজনৈতিক মতাদর্শ মেলে না। হয়তো ওখানে ভুল বোঝানো হয়েছে। কতদিন এই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে থাকবে তা জানা নেই। ওর ভবিষ্যত ওর কাছে। এই নিয়ে ছেলেকে অনেক বোঝানো হয়েছিল। এই নিয়ে আমার সঙ্গে ছেলের বিবাদ হয়েছে। ও বাড়িতে আসে না। একটা মেসে থাকে। ওর পড়াশনার খরচ ওর স্কলারশিপের টাকায় চালায়। আমার সঙ্গে এই মুহুর্তে ওর কোনও সম্পর্ক নেই। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে বিশ্বাসী। ছাত্র জীবন থেকে ছাত্র পরিষদ, তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুব কংগ্রেস, পরবর্তীকালে তৃণমুলের জন্মলগ্ন থেকে এই দলের সঙ্গে যুক্ত। তৃণমূল কংগ্রেস আমার পরিবার। শনিবারের ঘটনায় যারা যারা যুক্ত আইন তাদের শাস্তি দিক। এই শাস্তি দরকার। এই জিনিস দীর্ঘদিন ধরে চলতে পারে না। ভারতীয় গণতন্ত্র অনুযায়ী সকলের সমান অধিকার আছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধুমাত্র বাম ও অতিবামেরা থাকবে অন্য কেউ থাকবে না, এটা ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে ভাল নয়। কোনও সেমিনার করতে পারবে না এটা হতে পারে না। এখানে আমাদের আমাদের প্রফেসর সংগঠন ওয়েবকুপার একটা সেমিনার ছিল। সেখানে প্রফেসরদের হেনস্তা করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী অনেদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। ওনারা কথা বলতে চাননি। এরপর শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির উপর হামলা হয়েছে। ছেলের মতাদর্শ আমার মতাদর্শ আলাদা। আমাদের দলকে কাঠগড়ায় তুললে তার মতাদর্শ অনুযায়ী বলেছে। আমি আমার বক্তব্য জানালাম। দোষীরা শাস্তি পাক। সে আমার ছেলে হলেও মাথা পেতে নেব। অনেকদিন ধরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে হুলিগানিজম চলছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বেশ কয়েক বছর ধরে গোলমাল চলছে। এর আগেও ছাত্র গোলমালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সামনের দিকে এসে উপস্থিত হয়েছিল। কেন সেখানকার ছাত্ররা এত ক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে শুরু করেছে কেন তারা বারবার পড়াশুনা ত্যাগ করে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করছে এবং বির্তকের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে গোটা শিক্ষক সমাজ খুবই চিন্তিত। যদি এই সব ছাত্ররা খুবই মেধাবী সে ব্যাপারে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। তবে কলেজে লেখাপড়া ত্যাগ করে সারাদনি যদি ছাত্র আন্দোলন করে এবং শিক্ষকদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করে তাহলে পাঠ্য বইটা কে পড়বে? সেই বই পড়ার ছাত্র সংখ্যা কি ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। দেখা গিয়েছিল যে অনলাইনে পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখার ব্যাপারে ছাত্র সমাজ এগিয়ে এসে আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিল।

বাদ পড়ছে ভোটারদের নাম

দুরন্তবার্তা, ২ মার্চ ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সারা রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজের এলাকাতেও এবার ভোটার তালিকা যাচাই করতে রাস্তায় নামলেন হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সারা রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজের এলাকাতেও এবার ভোটার তালিকা যাচাই করতে রাস্তায় নামলেন হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন। এদিন সকাল থেকেই তিনি নিজের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা মহেন্দ্রপুরের বিভিন্ন বুথ ঘুরে দেখেন। মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তার দলীয় কর্মীরা। মন্ত্রী তজমুল বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রত্যেকের ভোটার তালিকার সঙ্গে ভোটার কার্ড মিলিয়ে দেখেন। পাশাপাশি মোবাইলে নির্বাচন কমিশনের পোর্টাল থেকেও ভোটার তালিকা এবং ভোটার কার্ড সরাসরি মেলান। প্রসঙ্গত কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তুলেছিলেন রাজ্যে বিজেপি ভুয়া ভোটার তৈরি করতে শুরু করেছে। প্রমাণ মিলেছে একাধিক। মুখ্যমন্ত্রী দলের নেতাকর্মী বিধায়কদের নির্দেশ দিয়েছেন নিজের এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে, ভোটার তালিকা যাচাই করার। আর সেই নির্দেশ মেনেই মন্ত্রী তজমুল আজ থেকে ভোটার তালিকা যাচাই করুন অভিযান শুরু করলেন। মন্ত্রী বলেন মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে আমরা এলাকার বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রত্যেকের ভোটার কার্ড তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখব। এলাকায় যাতে কোনরকম ভুয়া ভোটার প্রবেশ করতে না পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা নিয়েছি দলের স্তরের তরফ থেকে। আগামী দশদিন ধরে এই কর্মসূচি আমরা চালাবো। এবারে ভুয়ো ভোটারদের সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। ভোটারাপত্র যাচাই করা হচ্ছে। বাদ পডছে ভোটারদের নাম।

হাওড়াতে এবারে ভুয়ো ভোটারের সন্ধান পাওয়া গেল

সুমন আদক, দুরন্তবার্তা, ২ মার্চ ঃ ভুয়ো ভোটারের সন্ধান মিলল হাওড়াতেও, একই সঙ্গে দুই জায়গায় ভোটার লিস্টে নাম। একই অভিযোগ মন্ত্রী অরূপ রায়ের কেন্দ্রেও। ভুয়ো 'ভুতুড়ে' ভোটারের খোঁজ মিললো মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্র এলাকাতেও। একই ব্যক্তির একাধিক জায়গায় ভোটার লিস্টে নাম সহ ভিন্ন নামে একই ব্যক্তির সচিত্র পরিচয়পত্রের সন্ধান মিলেছে। বর্তমানে লিস্ট ধরে ধরে চলছে স্ক্রুটিনির সেই কাজ। এই নিয়ে রবিবার বিকেলে মন্দিরতলার সেঁজুতি কমিউনিটি হলে মধ্য হাওড়ার বুথ কর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ড ধরে নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। অরূপ রায়, কল্যাণ ঘোষ, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, শ্যামল মিত্র, সুশোভন চট্টোপাধ্যায়, নিলয় ঘোষাল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ওই কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম থেকে যে সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন তাকেই মাথায় রেখে দলীয় কর্মীরা নেমে পড়েছে স্কুটিনি করতে। এই স্কুটিনি করার সময় রবিবার মধ্য হাওড়ার পাশাপাশি ৬২ নম্বর ওয়ার্ডেও দেখা যায় এমন দুজন ভোটার যাদের দুই জায়গায় ভোটার লিস্টে নাম আছে। বিহারের থেকে একজন এবং তামিলনাড়ু থেকে একজন। যাদের বাংলাতেও ভোটার লিস্টে নাম আছে। এই আশঙ্কার জন্যই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে মাথায় করে কর্মীরা নেমে পড়েছেন ভুতুড়ে ভোটার ধরতে। বিরোধীরা এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সামনেই চলে যাওয়া লোকসভা ভোটে এই ভুতুড়ে ভোটাররাই ভোট দিয়েছিলেন। এই ভুতুড়ে ভোটার কাদের বা কোত্থেকে এলেন সেটাই এখন প্রশ্ন। হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র বলেন, নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামের কর্মীসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা বলেছেন তার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি। স্ক্রুটিনির সময় ১০০ থেকে ১৫০ ভোটারের মধ্যে ৫ থেকে ৭ জন ভোটারের নাম পাওয়া গিয়েছে যাদের এখানেও নাম আছে এবং যে রাজ্যের বাসিন্দা সেখানেরও নাম আছে। প্রমাণ পাচ্ছি নির্বাচন কমিশনের মদতে এই কাজ হচ্ছে। নির্বাচনে জিততে পারছে না। সেই কারনে বিজেপি ভুয়ো ভোটার দিয়ে নির্বাচনে জিততে চাইছে। এদিন ৫ থেকে ৭ শতাংশ ভুতুড়ে ভোটার পাওয়া গিয়েছে। ২০২১, ২০২৪ নির্বাচনের সময় এরকম পরিস্থিতি ছিলনা। শেষ এক বছরে এই নাম ঢুকেছে। যা হচ্ছে তা সব নতুন ভোটার। এগুলো লিস্ট করে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হবে। বিজেপি যেভাবে দিল্লি দখল করেছে সেইভাবে বাংলা দখল করতে পারবে না। বাংলার মানুষ খুবই সচেতন। অন্যদিকে, এই বিষয়ে রাজ্য বিজেপি নেতা উমেশ রাই বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ভুয়ো ভোটারের সংখ্যা লক্ষাধিক আছে। এর আগে বিজেপির পক্ষ থেকে এই ভুয়ো ভোটারের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। এমনকি যেসব ভোটার মারা গিয়েছেন সেইসব ভোটারদের নামও থেকে গিয়েছে। তৃণমূল যে ভোটার তালিকা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে তারাই ভুয়ো ভোটার নিয়ে ফলস ভোট দিয়ে নির্বাচন জেতার লোক। হাওড়ার যে কোনও জায়গায় দেখলেই দেখা যাবে শুধু মৃত ভোটারদের নাম নয় অনেক ভোটারের একাধিক জায়গায় নাম, যারা হাওড়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন তাঁদের নামও ভোটার লিস্টে আছে। এটাই তৃণমূলের সম্পদ। এখন ভোটার লিস্ট চেক করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঃ ভেঙে গেল ১২ দলীয় জোট, গঠিত হল জাতীয় পার্টি

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

ভেঙে গেল১২ দলীয় জোট। ১২দলীয় জোট থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বেরিয়ে গেল জোটের প্রধান শরীক জাতীয় পার্টি (জাফর) ।একই সাথে ১২ দলীয় জোট বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

জাতীয় পার্টি (জাফর) চেয়ারম্যানের রাজধানীর খিলগাঁও কার্যালয়ে জাতীয় পার্টির (জাফর) নির্বাহী কমিটির জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সঙ্গে জোট থেকে বের হয়ে গেলেও বিএনপির নেতৃত্বে আগামী দিনে সকল আন্দোলন সংগ্রামে জাতীয় পার্টি (জাফর) অংশীজন হিসেবে সর্বশক্তি দিয়ে রাজপথে লড়াই সংগ্রাম জোরদার করার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় পার্টির (জাফর) চেয়ারম্যান ও১২ দলীয় জোটের প্রধান মোস্তফা জামাল হায়দার।

সভায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব সাবেক এমপি আহসান হাবীব লিংকন,পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক এমপি নোয়াব আলী আব্বাস খান, সাবেক এমপি অ্যাডভোকেট হোসনে আরা আহসান,আলহাজ্ব সেলিম মাস্টার, ব্যারিস্টার মোস্তফা হায়দার

জুবায়ের, এড.মাওলানা রুহুল আমিন,এড. শফিউদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস চেয়ারম্যান শরীফ মিয়া,যুগ্ম মহাসচিব এ এস এম শামীম কাজী মো.নজরুল, সাংগঠনিক সম্পাদক মহসিন মিয়া, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন,প্রচার সম্পাদক লোকমান পাটোয়ারী,দপ্তর সম্পাদক গোলাম মোস্তফা,ছাত্র সমাজের সভাপতি কাজী ফয়েজ আহমেদ,যুব সংহতির আহ্বায়ক রইস উদ্দিন, সদস্য সচিব নিজাম উদ্দিন সরকার প্রমুখ।

এব্যাপারে জাতীয় পার্টি (জাফর) সাবেক এমপি আহসান হাবিব লিংকন বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ১২ দলীয় জোটের কতিপয় নাম সর্বোচ্চ নেতার কার্যকলাপ নিয়ে জাতীয় পার্টি (জাফর)নেতৃবৃন্দের মাঝে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যার পরিপেক্ষিতে আজ নির্বাহী কমিটির জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সিদ্ধান্ত হয় মোস্তফা জামাল হায়দারের নেতৃত্বাধীন১২দলীয় জোট থেকে জাতীয় পার্টি (জাফর) বেরিয়ে এককভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। একই সাথে বিএনপির নেতৃত্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইকে বেগবান করার জন্য মোস্তফা জামাল হায়দারের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি (জাফর) রাজপথে লড়াই অব্যাহত রাখবে। আমরা আনুষ্ঠানিক ভাবে ১২ দলীয় জোটের সকল কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি নিলাম।

খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে, শনিবার অনুষ্ঠিত দলের জরুরি সভায় জাতীয় পার্টির (জাফর)নেতৃবৃন্দ ১২ দলীয় জোটের দীর্ঘদিনের কার্যকলাপ নিয়ে তীব্র ক্ষোভও অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

বিশেষ করে জোটের কয়েকজন নাম সর্বোচ্চ নেতার কর্মকাণ্ড নিয়ে জাতীয় পার্টি (জাফর) নেতৃবৃন্দরা চরম অন্তোষ প্রকাশ করেন ।এ সময় সকল নেতারা দলের চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দারকে ১২ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচণ্ড ছাপ সৃষ্টি করেন। তারপর সভায় আনুষ্ঠানিক ভাবে১২ দলীয় জোট বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেন জোট প্রধান মোস্তফা জামাল। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দিন পুলিশি হেল্প লাইন

দুরন্তবার্তা, ২ মার্চ ঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে সোমবার সাতসকালে রাস্তায় নামছে পুলিশ। চালু বিশেষ হেল্প লাইন নম্বর। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সোমবার রাস্তায় কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হলে তৎক্ষণাৎ তার ধারে থাকা কিয়ওস্কে পুলিশ কর্মীদের জানাতে হবে। ১০০ এক নম্বর ডায়ালে ফোন করলেও কর্মীরা তৎক্ষণাৎ সাহায্য করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এর পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকেও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি হেল্প লাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। হেল্প লাইন নম্বর হল ৯৪৩২৬১০০৩৯। রবিবার লালবাজারে কলকাতা পুলিশের পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা এবং রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা)জাভেদ শামীম যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানান। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা হলে যেতে যেতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য ট্রাফিক ব্যবস্থা সচল রাখতে সোমবার সকাল থেকেই তৎপর থাকবে পুলিশ। কলকাতার পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন যেসব জায়গায় পরীক্ষা হল রয়েছে এবং বেশি সংখ্যক পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের রুট থাকবে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে। একটি রাজনৈতিক দলের সোমবার কিছু কর্মসূচি রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে বাড়তি নজর রাখবে কলকাতা পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে এই আবেদন জানানো হয়েছে

রাজনৈতিক দলগুলির কাছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা হলে যেতে যেন কোনরকম অসুবিধা সৃষ্টি না করা হয়। কলকাতার পুলিশ কমিশনার আরও জানান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হামলার ঘটনায় পৃথক পৃথক মামলা রুজু হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতর শিক্ষা বন্ধু সংগঠনের কার্যালয় আগুন দেওয়ার ঘটনায় পৃথক মামলা রুজু করা হয়েছে।একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সেখানে যে হামলার ঘটনা ঘটেছে এবং রাতের অন্ধকারে একটি রাজনৈতিক দলের অফিসে আগুন দেওয়া হয়েছে সেই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। রাজ্যের এডিজি আইন-শৃঙ্খলা জাভেদ শামিম স্পষ্ট জানান, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা যে দিনগুলিতে চলবে প্রতিদিনই গোটা রাজ্যে পুলিশ সতর্ক থাকবে। কোথাও কোন ধরনের অবরোধ বিক্ষোভ করতে দেওয়া হবে না। ট্রাফিক ব্যবস্থা সচল রাখার পাশাপাশি জনজীবন যাতে বিপর্যস্ত না হয় তার জন্য গোটা রাজ্যে পুলিশকে রাস্তায় নামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জোর করে যানবাহনের গতি অবরুদ্ধ করলে পুলিশ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা জানিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা জুড়ে সোমবার বিশেষ নজরদারি ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি রাজ্যের যেসব প্রান্তে পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের সবথেকে বেশি রুট রয়েছে সেইসব এলাকায় অতিরিক্ত ফোর্স নামানো হচ্ছে। পরীক্ষা হল সহ পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তার জন্য কলকাতা পুলিশ পুরোপুরি প্রস্তুত থাকছে। কোথাও কোন বাঁধার সম্মুখীন হলে তৎক্ষণাৎ কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার। পরীক্ষা হলে পরীক্ষার্থীদের সঠিক সময় পৌঁছতে পুলিশ সমস্ত ধরনের সহযোগিতা সোমবার করবে বলে পুলিশ কমিশনার জানিয়ে দিয়েছেন। রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে ডিজে আইন শৃঙ্খলা জানিয়েছেন বিগত দিনের মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার্থীদের সময় মত পরীক্ষা হলে পৌঁছানো এডমিট কার্ড হারিয়ে গেলে তা অতি দ্রুত খুঁজে দিয়ে তাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া বাকি অসুস্থ হলে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সেখানে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করার মত যে একের পর এক কাজ করা হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবি

নদী ধ্বসে বিপর্যস্ত বসিরহাটের টাকি

দুরন্তবার্তা, ২ মার্চ ঃ নদী ধ্বসে বিপর্যস্ত শহর হাসনাবাদ। বসিরহাটের টাকি পৌরসভার ১৬নং ওয়ার্ডের নজরুল সৈকত সংলগ্ন এলাকায় নদী ধ্বসে বিপর্যস্ত শহর হাসনাবাদ। বসিরহাটের টাকি পৌরসভার ১৬নং ওয়ার্ডের নজরুল সৈকত সংলগ্ন এলাকায় জমি ধসে গিয়ে নদী গর্ভে চলে গিয়েছে। যার ফলে ফাটল ধরেছে প্রায় ১০০ মিটার এলাকায়। একপ্রকার মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের ছায়া হাসনাবাদের ইচ্ছামতির নদীর পাড়ে। রবিবার সকাল হতেই এই ভয়ানক ফাটলে বিপর্যস্ত হয়েছে হাসনাবাদের যান চলাচল। ফাটল ধরায় ইতিমধ্যে মধ্যবাজার এলাকায় পুলিশের তরফে ব্যারিকেড করে এলাকায় যানবাহন ও মানুষ চলাচলের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। রবিবার সকাল হতেই স্থানীয় বাসিন্দারা এই ফাটল দেখতে পান।

ইতিমধ্যে খবর দেওয়া হয়েছে সেচ দপ্তরকে। দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় একাধিক দোকান সহ গোটা একটি পার্কের একাংশ ইছামতি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। আবার নতুন করে ফাটল ধরায় আতঙ্কে রয়েছেন এলাকাবাসীরাও। বেশ কিছু বাড়ির পার্শ্ববর্তী এলাকায় ফাটল ধরায় বাড়িগুলি ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান করছে। বেশ কিছু বাড়ির থেকে মানুষজনকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে পাশাপাশি বাড়ির গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও আসবাবপত্র গুলি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে টাকি পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গোবিন্দ সরকার ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এবং পরিদর্শন করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছেন।

উচ্চ মাধ্যমিকে চালু পুলিশি হেল্প লাইন

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া হুগলি ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই হঠাৎই নিখোঁজ চুঁচুড়ার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পুলিশের তৎপরতায় বাড়ি ফিরল। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই হঠাৎই নিখোঁজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পুলিশের তৎপরতায় বাড়ি ফিরল সে। হুগলির চুঁচুড়ার ঘটনা। পরীক্ষার দুদিন আগে গত শুক্রবার বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সুমন পাল। সুমনের বাড়ি চুঁচুড়ার ২নম্বর কাপাসডাঙ্গা এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার বিকাল ৫টা নাগাদ বাড়ি থেকে বের হয় সে। বহু খোঁজাখুঁজির পরেও খোঁজ না মেলায় শনিবার চুঁচুড়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে পরিবার।

চুঁচুড়া দেশবন্ধু স্কুলের ছাত্র সুমন। মেধাবী ছাত্র টেস্ট পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে। তার পরেও কেন এরকম করল বুঝে উঠতে পারছেন না ছাত্রের বাবা সঞ্জীব পাল। তিনি বলেন, ত্বড় ছেলেকে কোনও চাপ দেওয়া হয় না। কিন্তু পরীক্ষা নিয়ে মনে হয় মানসিক চাপে ছিল। ওই দিন ছোট ভাই শুভদীপের সঙ্গে সুমনের সামান্য কথাকাটি হয়। তারপর সুমন স্কুল ব্যাগ ও মোবাইল নিয়ে বের হয়ে যায়।

ছাত্রীর বাবা জানিয়েছেন, প্রথমে ফোনে রিং হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় ।ছেলে পড়াশোনায় ভাল। কী কারণে বেরিয়েছিল বুঝতে পারছি না। সুমনের বাবা বলেন, ওকে সব সময় বলে এসেছি, যেটা ভালো লাগবে সেটা নিয়ে পড়তে। পরীক্ষার আগে ছেলে নিখোঁজ হওয়ায় দুশ্চিন্তায় ছিল পাল পরিবার।

থানায় অভিযোগের পরেই তৎপর হয়ে ওঠে চুঁচুড়া থানার পুলিশ। সুমনের ফোনের লোকেশান ট্র্যাক করতে থাকেন তাঁরা। রবিবার চুঁচুড়া থানার পুলিশ ফোন ট্র্যাক করে জানতে পারে চুঁচুড়ার গঙ্গা লাগোয়া ঘুটিয়াবাজার এলাকায় রয়েছে সে। সেই মতো ওই এলাকায় খোঁজাখুঁজি করতে করতে গঙ্গার পাড়ে একটি মন্দিরের কাছে ঘাটে বসে থাকতে দেখা যায় তাকে। সেখান থেকেই তাকে উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চার মাসে আগেও একই ভাবে বেরিয়ে যায় সুমন। সেই বার লেকটাউনের কাছে মামার বাড়ি চলে গিয়েছিল। চুঁচুড়া থানার পুলিশের এই তৎপরতায় ছেলেকে ফিরে পেয়ে খুশি ছাত্রের পরিবার।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুইজন ব্যক্তির

দুরন্তবার্তা, ২ মার্চ ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুইজনের। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুইজনের। ঘটনাটি ঘটে নদীয়ার হরিণঘাটা থানার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে সিম হাট এলাকায়।। ঝাড়খন্ড থেকে থেকে রোগী নিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাওয়ার সময় একটি লরি অ্যাম্বুলেন্সকে মুখোমুখি ধাক্কা মারে, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী রাত বারোটা নাগাদ সাতজনকে নিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাচ্ছিল। লরি উল্টো দিক থেকে ধাক্কা মারে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৯২ সংখ্যা, সোমবার ১৮ ফাল্গুন ১৪৩১

দক্ষ অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায়

দর্শকদের ঘরের মানুষ ছিলেন মনু মুখোপাধ্যায়। স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় কাকে বলে অবশ্যই অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায় দেখিয়ে গিয়েছেন। সিনেমা হোক অথবা টিভি সিরিয়াল মনু মুখোপাধ্যায় সেই বিরল অভিনেতাদের দলে পড়তেন যাঁর অভিনয় গুণে দর্শকের নজর নায়ক-নায়িকাদের থেকে তাঁর দিকে চলে যাবে! সিনেমা ভক্ত মানুষদের কাছে তিনি 'মছলিবাবা'। বিদগ্ধ চলচ্চিত্র সমালোচকদের অনেকেই বলেন প্রতিভার নিরিখে অভিনয়ের সুযোগ পেলে মনু মুখোপাধ্যায় অভিনীত ছবির সংখ্যা যেমন বাড়ত তেমন অভিনেতা হিসেবে তাঁকে আমরা হয়ত আরও সুন্দর করে আবিস্কার করতাম! সত্যজিৎ রায়ের 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ মনুর মুখে বিশেষ সংলাপ না থাকলেও তাঁর উপস্থিতি যেন আলাদা একটা আলোড়ন তোলে।শিশুদের ফ্যান্টাসি ছবি 'পাতালঘরে' অনবদ্য অভিনয়ের কথা চেষ্টা করেও ভোলা সম্ভব নয়। সেই তিনি অভিনয় জীবনের জার্নি শুরু করেছিলেন মৃণাল সেনের ছবি দিয়ে। পোশাকি নাম সৌরেন্দ্রমোহন,সেই নামে মনু কে কেউ চিনতে চায়নি,চাপা পড়েছে পোশাকি নাম মনু নামেই পরিচিত হয়েছেন । আজীবন অভিনয়ের প্রতি দায়বদ্ধ এক অভিনেতা। যাঁর জীবনে গ্ল্যামারের ঘনঘটা না থাকলেও বাণিজ্যিক বা অন্য ধারার ছবির সেরা পরিচালকদের পছন্দের তালিকায় বরাবর মনু মুখোপাধ্যায়ের নাম ছিল। কলকাতার নামী মঞ্চগুলিতে দাপিয়ে অভিনয় করেছেন পরে অবশ্য চলচ্চিত্র অভিনেতা পরিচয়ের আড়ালে কিছুটা হলেও ঢাকা পড়েছিল মনুর মঞ্চাভিনেতার জীবন। জন্ম হয় ১৯৩০ সালের ১মার্চ। পিতা অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মনু। পিতৃদেবের থেকে অভিনয় ধারার প্রাপ্তিযোগ। পাড়ার ক্লাবের অনুষ্ঠানে মেয়েদের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। 'শ্রীরঙ্গম থিয়েটারে',প্রম্পটার হিসেবে পেশাদারি থিয়েটারে প্রবেশ। ছোট পর্দায় মনু মুখোপাধ্যায়ের সেরা অভিনয় কলকাতা দূরদর্শনের সিরিয়াল 'পৌষ ফাগুনের পালা'। অভিনয় করেছেন 'বয়েই গেল' এবং 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' সিরিয়ালে।দর্শকদের মনের মণিকোঠায় এখনও উজ্জ্বল 'নোনা স্বাদ' টেলিফিল্মে মনুর অভিনয়। চলচ্চিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ মৃণাল সেনের 'নীল আকাশের নীচে' ছবিতে। এর পর 'উত্তরায়ণ', 'শেষ থেকে শুরু', 'নায়িকার ভূমিকায়', 'মর্জিনা আবদুল্লাহ', 'সোনার খাঁচা'-সহ বিভিন্ন ছবির অন্যতম অংশ হয়ে ওঠেন তিনি। সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় প্রথম অভিনয় ১৯৭১ সালে, 'অশনি সঙ্কেত' ছবিতে। সহজাত সাবলীল অভিনয়ের ছাপ রেখেছেন 'ফুলেশ্বরী', 'মৃগয়া', 'গণদেবতা', 'দাদার কীর্তি'-সহ বাকি ছবিগুলিতেও। 'সাহেব', 'মেঘমুক্তি', 'খেলার পুতুল', 'ইমন কল্যাণ', 'গণশত্রু', 'দামু' এবং 'কাচের পৃথিবী' ছবিতে মনুর অভিনয় সবার প্রশংসা পায়। পরের প্রজন্মের অভিনেতাদের সঙ্গেও মনু সমান তালে অভিনয় করেছেন। 'হলুদ পাখির ডানা', 'বাকিটা ব্যক্তিগত', 'গয়নার বাক্স', 'আলিগরের গোলকধাঁধাঁ' ছবিতে বাজিমাত করেছে মনু মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়। তাঁর আরও একটি জন্মদিবস আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি রইল।

দার্শনিক শিবনারায়ণ রায়

শিবনারায়ণ রায় বিংশ শতাব্দীর স্বনামধন্য বাঙালি চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, এবং সাহিত্য সমালোচক। একজন রাডিকেল মানবতাবাদী মানবেন্দ্রনাথ রায়, এবং বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল, রায়ের উপরে মন্তব্য করে একদা বলেছেন, শিবনারায়ণ রায় দাঁড়িয়েছেন সেই মতের পক্ষে যেটাকে আমি পৃথিবীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। তার লেখা আমাদের সময়ের অধিকাংশ লেখকের চেয়ে বেশি যুক্তিগ্রাহ্য হিসেবে প্রকাশিত। শিবনারায়ণ রায়ের জন্ম বৃটিশ ভারতের বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায়। পিতা খ্যাতনামা সংস্কৃতবিদ, আদর্শ শিক্ষাব্রতী, বেদ,বেদান্ত, জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রী। মাতা রাজকুমারী রায়চৌধুরীও ছিলেন একজন লেখিকা। তিনি নিয়মিত বামাবোধিনী,শিবম, অন্তপুর এবং মহিলা পত্রিকায় লিখতেন। এঁদের পৈতৃক যোগ ছিল পূর্ববঙ্গের বরিশালের রায়েরকাঠি রাজবংশের সাথে। চিরাচরিত হিন্দু আচারনিষ্ঠ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও আমৃত্যু ঘোষিত নাস্তিক ছিলেন শিবনারায়ণ । ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে রেজিনা গুহ স্বর্ণপদক নিয়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম.এ পাশ করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন । পনেরো বছর এখানে কাজ করে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে তৎকালীন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতবিদ্যা' বিভাগের প্রধান হিসাবে অধ্যাপনা করার জন্য অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগ দেন। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে সেখান থেকে অবসর নেওয়ার সময় তিনি ছিলেন ভারততত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান । দেশে ফেরার পর তিনি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ হন। পরে দীর্ঘদিন 'রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের' চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তার আলাপ হয় বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে। এরপর আমৃত্যু তিনি মানবেন্দ্রনাথের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। নাস্তিক, যুক্তিবাদ, বুদ্ধির মুক্তি ও মানবতাবাদের সপক্ষে তিনি সক্রিয় ছিলেন ।একাধিক কর্মকান্ডে মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য প্রতিবাদ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু ,অমিয় চক্রবর্তী সহ সমকালীন বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি বিশিষ্ট রসবেত্তা হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রচর্চাতেও। তার সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। কলকাতার রাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট সংস্থার প্রাণপুরুষ ছিলেন তিনি। তিনি মননশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক জিজ্ঞাসা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

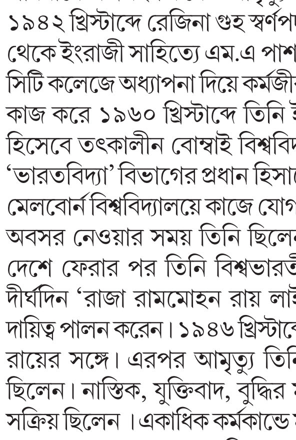

সমগ্র ভারতবাসীকে জাগিরত করতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে তার সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

সাধক রামপ্রসাদ

শাক্ত সাধক ছিলেন সাধক রামপ্রসাদ সেন। তিনি যে সঙ্গীত রচনা করে গিয়েছেন তা রামপ্রসাদী সঙ্গীত হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছে। বাংলা ভাষায় দেবী কালী মায়ের ওপরে তিনি বিভিন্ন সঙ্গীত রচনা করে গিয়েছেন। হালি শহরে ১৭১৮ সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। প্রয়াত হন হালিশহর ১৭৭৫ সালে। রামপ্রসাদ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এক তান্ত্রিক পরিবারে। পরবর্তীকালে তিনি তন্ত্রাচার্য যোগী কৃষ্ণানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সাধক রাম প্রসাদের গানের পৃষ্টপোষক ছিলেন। রামপ্রসাদ সেনের রচনার মধ্যে বিদ্যাসুন্দর, কালীকীর্তন, কৃষ্ণ কীর্তন এবং শক্তিগীতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনা সঙ্গীত কবি নজরুল ইসলাম পর্যন্ত গেয়েছেন। এমনকী গায়ক পান্নালাল ভট্টাচার্য এবং ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য গান গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। রামপ্রসাদের পিতা রামরাম সেন ছিলেন একজন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক। তিনি আবার সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। মা সিদ্ধেশ্বরী দেবী ছিলেন রামরাম সেনের দ্বিতীয় পত্নী। একটি সংস্কৃত টোলে ভর্তি হয়েছিলেন।

বাংলার নবজাগরণের কালে রানি রাসমণি দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক হিন্দু ধর্মের প্রচারের উদ্দেশ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের শরণাপন্ন হলেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাংলার নবজাগরণ কালে রানি রাসমণি কাশী না গিয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। তখন সারা বাংলা জুড়ে ব্রাহ্ম ধর্ম এবং খ্রীষ্ট ধর্ম মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। তার একটি মাত্র কারণ হিন্দু ধর্মের সামাজিক কুসংস্কার। হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে সংস্কারপন্থীরা হিন্দু ধর্ম থেকে কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। রানি রাসমণি বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করতে শুরু করেন। তিনি নারী জাগরণকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়ে ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে হিন্দু ধর্মকে আধুনিক রূপ দিতে

গেলে কুসংস্কার বিদায় করতে হবে। আধুনিক রূপ দিতে হবে হিন্দু ধর্মকে। তবেই হিন্দু ধর্ম রক্ষা পাবে। সেই কারণে তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। এবং দেশের পণ্ডিত সমাজকে নিয়ে এসে দক্ষিণেশ্বর মন্দির উদবোধন করেছিলেন। সেখানে তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে প্রধান পুরোহিত করলেন।

হালি শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রানি রাসমণি। তিনি বাংলায় এসে হিন্দু ধর্মের নবজাগরণ ঘটালেন বলা যেতে পারে। এতদিন ধরে য়ে জাতপাতের ওপরে ভিত্তি করে গোটা সমাজ চলছিল সেখানে তিনি আঘাত দিতে শুরু করলেন। তিনি পরিস্কার করে বললেন, মানুষের কোনও জাত হয় না। সব মানুষই সমান। এই কথাটি তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বারবার বলতেন, মানুষের সেবা কর। তাহলেই ঈশ্বর দর্শন সম্ভব হবে। আজকে যে দক্ষিণেশ্বর আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা কিন্তু রানি রাসমণির দৌলতে। দক্ষিণেশ্বর বলতে গেলে আধুনিক হিন্দু ধর্মের পীঠস্থান। সেখানে কোনও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ছিল না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সবাইকে একটি মন্ত্র শিখিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে- মা মা বলে ডাকা। অন্তর দিয়ে ডাকতে হবে। হৃদয় দিয়ে ডাকতে হবে। হালি শহর নিয়ে বহু লোক কিছুই জানে না বলতে গেলে চলে। নবদ্বীপের নাম প্রচার হয়ে গিয়েছিল চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে ঘিরে। কিন্তু হালি শহরের নাম প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিল রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, রানি রাসমণির দৌলতে। ১৭৯৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর রানি রাসমণি হালি শহরে কোনা পাড়ায় তাঁর মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ হন। ১৭৯৩ থেকে ১৮০৪ সাল পর্যন্ত তিনি এই হালি শহরে কাটিয়েছেন। একটি সময়ে রানি রাসমনি তাঁর পিতা হরেকৃষ্ণ দাসের কাছ থেকে 'রামায়ণ' 'মহাভারত' 'ভাগবত' পাঠ শুনতেন। জানতে পারা গিয়েছিল দক্ষিণেশ্বর মন্দির তৈরি করার আগে রানি রাসমনি স্বপ্নাদেশ পেয়ে হালি শহরের পবিত্র মাটিতে একটি কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেটা করা একেবারে অসম্ভব হয়ে ওঠে তৎকালীন উচ্চবর্ণের সমাজপতিদের বিরোধিতার ফলে। তার সেই তীব্র ক্ষোভ মনের মধ্যে পুষে রেখে দিয়েছিলেন। তিনি যখন আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হলেন এবং সমাজপতিদের সমকক্ষ হলেন তখন তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন এবং এক সময়ে যাদের জন্য তাঁর স্বপ্নের মন্দির তৈরি করা সম্ভব হয়নি দক্ষিণেশ্বরে তাদেরকে ডেকেই তিনি উপযুক্ত সম্মান দিয়েছিলেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে মনের ইচ্ছা যখন প্রবল আকার ধারন করে তখন কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। সেই কারণে তিনি তাঁর জান বাজারের বাড়িতেই বিধবা বিবাহের সভার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। ১৮৫৬ সালে জানবাজার বাড়িতে বিধবা বিবাহ নিয়ে আলোচনার করার অনুমতি দিয়েছিলেন রানি রাসমণি। সেই আলোচনা সভায় প্রধান ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তখনকার গুণী এবং সমাজপতিরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাসাগরকে বিধবাবিবাহের ব্যাপারে উৎসাহিত ছিলেন রানি রাসমণি। রানি রাসমণি বহু সময়ে বিদ্যাসাগরকে আর্থিক দিক দিয়ে সহযোগিতা করতেন। আবার দেখা গিয়েছে বহু সময়ে তিনি আবার বিদ্যাসাগরের পরমার্শ গ্রহণ করছেন। রানি রাসমণি একবার বলেছিলেন বিদ্যাসাগরকে ''আগামি দিনে বাঙালি জাতি তোমার প্রসাদ খেয়েই মানুষ হবে।'' রানি রাসমণির সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বরকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্তদেব, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, প্রসন্ন ঠাকুর, অক্রুর দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ মতো বহু গুণীজনের সঙ্গে। রানি রাসমণি গদাধরকে 'রামকৃষ্ণ' সম্বোধন করতেন। গদাধরকে 'রামকৃষ্ণ' নামটাই দিয়েছিলেন রানি রাসমণি। রামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য ছিলেন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। অক্ষয় কুমার সেন 'শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' রচনা করেছিলেন। আর শ্রীম রচনা করেছিলেন 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'। এই সব গ্রন্থ রচনা করার ক্ষেত্রে রানি রাসমণির ভূমিকা ছিল। তিনি না থাকলে গদাধর রামকৃষ্ণ হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত হতেন না এবং স্বামী বিবেকানন্দ তৈরি হতেন না। দক্ষিণেশ্বরই ছিল ধর্মীয় উত্থান শক্তির পীঠস্থান। সেই কারণে বলা হয় যে দক্ষিণেশ্বর হচ্ছে ভারতের জাতীয় জাগরণের প্রাণ কেন্দ্র। ''হালি শহর একান্ন পীঠের মধ্যে না পড়লেও স্থান মাহাত্ম্যে পূণ্য ও পীঠস্থান হচ্ছে হালি শহর। বঙ্গ সস্কৃতির বিকাশমান মূল ধারার সঙ্গে ধর্ম-কর্ম-শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ও প্রাচীন পুরাকীর্তি নিদর্শনের অপূর্ব মিলন ভূমি। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী মিলনকেন্দ্র ত্রিবেণীর অদূরে নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নদী বিধৌত এই তটভূমিতেই ধ্বনিত হয়েছে সর্বধর্ম সমন্বয়ে মূলসুরটি। প্রাচীন পুঁথির মধ্যে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গল, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত, সেন পরমানন্দের শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়, রামগোপাল দাসের শ্রীপাট নির্ণয়, অভিরাম দাসের শ্রীপাট পর্যটন, রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীত, আবুলফজলের আইন-ই-আকবরী, আকবরনামা প্রভৃতিতে কুমারহট্ট -হাবেলী শহর অর্থাৎ হালি শহরের নাম ধর্ম এবং কর্মের পরিচায় পাওয়া যায়।

প্রাচীন যুগে বাংলা সাহিত্যের রূপ কী রকম ছিল তা জানা যায় না বটে। তবে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল চর্যাপদের মধ্যে দিয়ে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বাংলা ভাষা নিয়ে চর্চা করত নিবিড়ভাবে। তখন পালি প্রাকৃত ভাষা জনভাষা হিসাবে পরিচিত ছিল। বাংলা ভাষা তারপরে এসেছে। তবে মধ্য যুগে বাংলা ভাষা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। বাংলায় 'রামায়ণ' 'মভাভারত' 'গীতা' অনুবাদ থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্য রচনা এবং 'পদ্মাবতী'র মতো রোমান্টিক কাব্য বাংলা ভাষায় রচিত হতে থাকে। বাংলা সাহিত্য জগতে তখন প্রবেশ করতে শুরু করেছেন কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস ওঝা, চৈতন্যদেব, রামপ্রসাদ এর মতো প্রতিভাবান কবিরা। এদের হাতে পড়ে বাংলা ভাষা ক্রমশ উন্নতি লাভ করতে শুরু করে। তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গেল নবদ্বীপে এবং হালিশহরে। নবদ্বীপ এবং হালি শহর বহু পণ্ডিতরা এসে বসবাস করতে শুরু করেন। বাংলার অক্সফোর্ড যদি নবদ্বীপ হয় তাহলে বলতে হবে কেমব্রিজ হচ্ছে হালি শহর। কারণ এই দুটি স্থান এক সময়ে বিদ্যা চর্চার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ সারা ভারতে প্রভাব বিস্তার করে। সেই সময়ে নবদ্বীপে সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে ভারতের দূর দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এখনকার টোলে পড়তে আসতো। এমনকী মিথিলা থেকেও ছাত্ররা এক সময়ে নবদ্বীপে পড়াশুনা করতে উপস্থিত হত। বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলাতে পড়তে যেত বাংলার পড়ুয়ারা। তারা সেখান থেকে বিদ্যা চর্চা করে বাংলায় এসে টোল খুলে সংস্কৃত ভাষা শেখাতো। কবি বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভার কবি। বাংলার সেই সময়ে চণ্ডিদাসও বিখ্যাত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবি ছিলেন। তাঁর লেখা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এখনও পণ্ডিত সমাজে চর্চার বিষয়। আসলে নবদ্বীপের কদর বৃদ্ধি পেতে শুরু করে ছিল চৈতন্যদেবের সময়েই। সেই সময়ে চৈতন্যদেব নবদ্বীপের

নামকে একেবারে সারা ভারতে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বৃন্দাবন থেকে রূপ সনাতন গোস্বামী। কৃষ্ণদাস কবিরাজও এসেছিলেন নবদ্বীপে বৃন্দাবন থেকে। বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপে এসে 'চৈতন্য ভাগত' রচনা করেছিলেন আর কৃষ্ণদাস কমিবরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করেন। সেই সময়ে নবদ্বীপের নাম সারা ভারত জুড়ে প্রচার হতে শুরু করে দিয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মগুরু চৈতন্যদেবকে ঘিরে পণ্ডিত সমাজ বাংলায় এসে উপস্থিত হয়। বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করতে শুরু করে দিয়েছেন সবাই। চৈতন্যদেবই হিন্দু ধর্মের সংস্কারক বলা য়েতে পারে। তিনি প্রথম বললেন, পুজো অর্চনা করার কোনও প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরে পেতে গেলে নামগান করতে হবে। সংকীর্তন শুরু হয়ে গেল সারা নবদ্বীপ জুড়ে। এর পরেই নাম করতে হয় হালি শহরের। বৈষ্ণব ধর্মের উত্থান হচ্ছে নবদ্বীপে। আর শাক্তমিশ্রিত মানবিক পদাবলীর সঙ্গীত শুরু হচ্ছে হালি শহরে। হালি শহরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে ছিল নবদ্বীপের উত্থানের পরই। এই হালি শহরের ঐতিহ্যকে নিয়ে একটি বই লিখেছেন শিবসৌম্য বিশ্বাস। তাঁর সেই বইয়ের নাম হচ্ছে '' রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের পটভূমি রাসমণির জন্মভূমি হালি শহর''। হালি শহরের সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই বইটি রচনা করেছেন তিনি। নবদ্বীপের জাগরণ ঘটিয়ে ছিলেন চৈতন্যদেব। তিনিই নবদ্বীপকে সেরা শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে ভারতর সর্বত্র প্রচার করিয়েছিলেন। তাঁর দর্শনই এক সময়ে বাংলা থেকে শুরু করে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। চৈতন্যদেবের পরই কিন্তু বাংলায় আবার নতুন করে সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসাবে হালি শহরের নাম উঠে আসে। কারণ এই হালি শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রামপ্রসাদ সেন। তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেই সবাইকে একেবারে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। এমনকী নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর শ্যামা সঙ্গীত ভারতের সঙ্গীত জগতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকে। এই স্থানে রয়েছেন ভারতচন্দ্র। তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যও ভারতে জনপ্রিয়। আসলে বাংলায় তখন শুরু করে গিয়েছে বোধী চর্চা। দেশে মধ্যে নতুন করে জাগরণ শুরু হয়ে গিয়েছে। মধ্য যুগের ধর্ম সংস্কৃতি আর চলছে না। এবারে নতুন ভাবনা হিন্দু ধর্ম প্রসারিত হতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে আমরা দেখতে পেলাম মা কালী আর দেবী নন। তিনি একেবারে ঘরের মেয়ে। তিনি একদিকে মা আবার অন্য দিকে তিনি একটি বাংলার কন্যা। বাংলার কন্যা হিসাবে বেশি করে গ্রহণ করেছেন রামপ্রসাদ সেন। সেই কারণে তিনি বারবার শ্যামা মাকে কন্যা রূপে দেখতে ভালোবাসেন।

চৈতন্যদেবের সময়ে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে চৈতন্যদেবকে জ্ঞানদাস, গোবিন্দা দাস এমনকী বৃন্দাবন দাসও শ্রীকৃষ্ণ বলে পুজিত করেছেন। তাদের কাব্যে চৈতন্যদেব কৃষ্ণ রূপে উপস্থিত। ঠিক সেই রকম হালি শহরে কবি রামপ্রসাদের গানে মাকে শুধু দেবী হিসাবেই আমরা পেলাম না কখনও আপন মা আবার কখনও আপন কন্যা রূপে উপস্থিত। দেবীর আসন বসিয়ে রামপ্রসাদ সেন কালীর সাধনা করেননি। তিনি বলেছেন, মা শ্যামা একেবারে বাংলার ঘরের মেয়ে। তিনি একাধারে মাতৃরূপিনী মা আবার অন্য দিকে তিনি দয়াময়ী বাংলার কন্যা। তিনি বিপদে আপদে বাংলার সাধারণ মানুষের দ্বারে এসে উপস্থিত হন। সেই কারণে রামপ্রসাদ বারবার শ্যামা মায়ের কাছে আবদার করেছেন। তিনি বাংলার অভাবের কথাকে ব্যক্ত করেছেন তাঁর সঙ্গীাতের মধ্যে দিয়ে। এবং শ্যামা মায়ের কাছ থেকে সেই অভাব থেকে উদ্ধার পাওয়ার প্রার্থনাও করেছেন। আসলে বাংলার অভাব অভিযোগ নিয়ে রামপ্রসাদ তাঁর কালী মায়ের কাছে উপস্থিত হয়ে তার প্রতিকার চেয়েছেন। বাংলা কৃষি প্রধান দেশ। সেই দেশের কৃষক সমাজ একেবারে মারা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বের করতে তিনি শ্যামা মায়ের কাছে সঙ্গীত রচনা করে প্রতিকার চেয়েছেন। হালি শহরের আর একজন বিখ্যাত কবি ভারত চন্দ্র। তিনি তো 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেছেন। সেখানে তিনিও বলেছেন, '' তার সন্তান য়েন থাকে দুধে ভাতে''। এই সব কবিরা কিন্তু নিজেদের জন্য বা ব্যক্তিগত চাহিদা মেটানোর জন্য কোনও দেবীর কাছ থেকে বর প্রার্থনা করেননি। তারা সবার জন্য দেবীর কাছ থেকে বর প্রার্থনা করেছিলেন। তাদের বক্তিগত কোনও চাহিদাকে পূরণ করার কথা একবারও তাদের রচনায় উল্লেখ নেই। তাঁর বারবার দেশের সবার মঙ্গলের জন্য দেবীর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। নবদ্বীপে গণজাগরণ নিয়ে এসেছিলেন চৈতন্যদেব। তিনি বলেছিলেন মানুষ সবই সমান। কোনও জাতিভেদাভেদ নেই। কোনও বর্ণ নেই। একবার নাম সংকীর্তন করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব।

বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনের বিপ্লবীদের কাছে ১ মার্চ হচ্ছে স্মরণীয় দিন, বিপ্লবী গোপীর ফাঁসি

বিশেষ প্রতিবেদক

তোমার পতাকা যারে দাও - তারে বহিবারে দাও শক্তি।

- একটা কাগজ-কলম হবে?

- নিশ্চয়ই। আর কিছু লাগলে বলতে পারো। কিছু খেতে ইচ্ছে করলে বলো, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

- না না, কাগজ-কলম হলেই চলবে। চিঠি লিখব একটা।

প্রহরী বিনা বাক্যব্যয়ে চলে যান খাতা-পেন আনতে। কী ধাতুতে যে গড়া এই ছেলেটি! কাল বাদে পরশু ফাঁসি। এই সময়টায় জেল কর্তৃপক্ষের নির্দেশই থাকে, মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্তের যাবতীয় ইচ্ছে যথাসাধ্য পূরণ করার।

- এই নাও কাগজ আর কলম। এতে হবে তো?

একগাল হাসে যুবক। নিশ্চিন্তে লিখতে বসেন শেষ চিঠি।

শ্রীচরণেষু মা,

সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা কোরো ভারতের প্রতিটি সংসার যেন তোমার মতো মা লাভ করে ধন্য হয় আর তাঁরা যেন তোমার গোপীর মতো সন্তান প্রসব করেন, যারা অক্লেশে প্রাণ দেবে দেশের জন্য।

তোমার স্নেহের গোপী।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কলকাতা পুলিশের রাশ হাতে নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন এক শ্বেতাঙ্গ অফিসার, চার্লস অগাস্টিন টেগার্ট। আর সেজন্যেই বিপ্লবী দের খতমতালিকার শীর্ষে ছিলেন তিনি। প্রাণনাশের একাধিক চেষ্টা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

১২ই জানুয়ারি, ১৯২৪। সকাল সোয়া সাতটা, বড়জোর সাড়ে সাত। সাদা ধুতি আর ঝোলা খাকি শার্ট পরিহিত গোপীনাথ দাঁড়িয়ে রয়েছেন পার্ক স্ট্রিট আর চৌরঙ্গী রোডের সংযোগস্থলে, ঘোরাঘুরি করছেন ইতস্তত। যেমন রোজই করেন টেগার্টকে অসতর্ক মুহূর্তে পেয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে। সাহেব অতি ধূর্ত, রোজ মর্নিং ওয়াকে বেরোন না।

স্নায়ু হঠাৎই সজাগ হয়ে ওঠে গোপীর। আরে, মোড়ের বড় দোকান Hall and Anderson এর সামনে কে দাঁড়িয়ে উনি? দোকান খোলেনি এখনো, বাইরে থেকেই কাচের শো-কেসে সাজিয়ে রাখা জিনিসপত্রে চোখ বোলাচ্ছেন দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক। পিছন থেকে এক ঝলক দেখেই নিশ্চিত হয়ে যান গোপী। আরে, এ তো স্বয়ং টেগার্ট ! এক মুহূর্তও দেরি করলেন না গোপীমোহন। সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন পিছনে, তড়িঘড়ি চাপলেন ট্রিগার। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। আওয়াজে সচকিত সাহেব ঘুরে তাকানোর আগেই ফের ছুটল বুলেট, এবার লক্ষ্যভেদ। ফুটপাথে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা দেহে বুলেটবৃষ্টি করলেন গোপী। ঝুঁকি নেওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। মৃত্যু নিশ্চিত করতেই হবে। ততক্ষণে লোক জমে গেছে আশেপাশে। পার্ক স্ট্রিট ধরে ছুটলেন গোপী। ধাওয়া করলেন কিছু পথচারী, পিছু নিল একটি ট্যাক্সিও। যা লক্ষ্য করে গোপী গুলি ছুঁড়লেন, পথচলতি একটি মোটরগাড়ি থামিয়ে চেষ্টা করলেন উঠতে। চালক অসম্মত হতে গুলি চালালেন ফের। লক্ষ্যভ্রষ্ট হল বুলেট। একটি ঘোড়ার গাড়ির পাদানিতে উঠে পালানোর শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হল। ধরে ফেলল পুলিশ। গোপীর কাছ থেকে উদ্ধার হল একটি বড় পিস্তল, একটি রিভলভার এবং চল্লিশটি তাজা কার্তুজ।

লালবাজার নিয়ে যাওয়ার পথে এক প্রস্থ এলোপাথাড়ি মারধর প্রথমে। তার পর আসামীকে সোজা নিয়ে যাওয়া হল নগরপালের ঘরে। এবং ঢুকেই পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল গোপীনাথের। এ কী! কমিশনারের চেয়ারে স্বমহিমায় বসে টেগার্ট! যাঁকে একটু আগেই বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা করে দিয়ে এসেছেন প্রকাশ্য রাজপথে! অচিরেই বুঝলেন, মারাত্মক ভুল করে ফেলেছেন। টেগার্ট ভেবে খুন করে ফেলেছেন অনেকটা তাঁরই মতো দেখতে এক নিরপরাধ ইংরেজ নাগরিককে। নাম Ernest Day, এক বেসরকারি সংস্থার আধিকারিক। মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই। টেগার্ট জীবিত এবং বহাল তবিয়তেই। পরের দিনের খবরের কাগজে হেডিং হল প্রত্যাশিত, Mistaken identity saves Tegart. গোপী মোহনের বাঁচার রাস্তা ছিল না কোন। ভবিতব্য ছিল মৃত্যুদণ্ডই।

১ মার্চ। ১৯২৪ সালে এই দিনেই তাঁর ফাঁসি হয়েছিল শ্রীরামপুরের যুবক গোপীনাথের। গোপীনাথের মৃতদেহ নিয়ে শোক যাত্রার জন্য সুভাষচন্দ্র ভোররাত থেকে প্রেসিডেন্সির দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। না, সেদিন সরকারের অনমনীয় মনোভাবের জন্য খালি হাতে ফিরে যেতে হয়েছিল অপমানিত সুভাষচন্দ্রকে। সুভাষচন্দ্র বসু তখন কলকাতা পুরসভার সি ই ও।

বাকিটা পড়ুন নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বন্ধু সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের কলমে-বেলা ১০টা ১১টা নাগাত আমি ফরোয়ার্ড অফিসে যেতাম - সুভাষ বাবুও ঐ সময় আসতেন। বেলা ৮ টার সময় ফরোয়ার্ড-এর সাইকেল পিয়ন এসে খবর দিলে - সুভাষবাবু অফিসে এসেছেন - আমাকে ডাকছেন। দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে ধর্মতলার অফিসে এসে দেখি - তাঁর অফিস ঘরে দেওয়ালে টাঙানো একখানা ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে চেয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আর গুন-গুন করে গান গাইছেন -তোমার পতাকা যারে দাও - তারে বহিবারে দাও শক্তি। সুভাষবাবুকে গান গাইতে আমি ইতিপূর্বে কখনোও শুনিনি, ভারি মজা লাগলো। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম - এসেছি তা জানতে দিলাম না। তিনি এত তন্ময় হয়েছিলেন যে আমার আসাটা সত্যিই জানতে পারেননি।

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ
অনুগল্প ঃ মাষ্টারের স্কুটি

বিশেষ প্রতিবেদক

সনৎ বাবু প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব সাত কিলোমিটার। একদম নির্জন রাস্তার উপর দিয়ে যেতে হয়,, তার স্কুলে। বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার রাস্তায়,, কোনোরকম যানবাহন ছিলো না।। সনৎ বাবু সজ্জন মানুষ,, প্রায় প্রতিদিন ওনাকে কেউ না কেউ,, বাইক অথবা সাইকেলে লিফট দিয়ে দিতেন।। ভাগ্য খারাপ হলে,, সেদিন দুই-পায়ের উপর ভরসা ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না। এত নির্জন জায়গায় কেনো যে সরকার স্কুল খোলে ? রোজ সকালে স্কুলে বের হওয়ার আগে,, সনৎ বাবু এটাই মনে করেন। একটু একটু করে পরিশ্রমের টাকা জমিয়ে, সনৎ বাবু একটা স্কুটার কেনেন। হিরো হোন্ডা কম্পানির পেপ্ট স্কুটি। স্কুটি কেনার পরেই তিনি শপথ নিলেন,, প্রতিদিন কাউকে না কাউকে লিফট দেবেন। কাউকে মানা করবেন না। কারণ তিনি জানতেন, যখন কেউ লিফট দিতে মানা করে, তখন ভীষণ লজ্জায় পড়ে যেতে হয়।

সনৎ বাবু যখনই স্কুলে যেতেন, কাউকে না কাউকে পিছনে বসিয়ে নিতেন। ফেরার সময় ও যে কোনো মানুষকে লিফট দিতেন। একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে, একজন অচেনা ব্যাক্তি হাত দেখান। সনৎ বাবু স্কুটি থামিয়ে,, তাকে পিছনে বসিয়ে নেন। কিছুদুর যাওয়ার পর, অজ্ঞাত পরিচয় মানুষটি সনৎ বাবুর পিঠে ছুরি ঠেকিয়ে বলে, কাছে যতো টাকা আছে, আর এই স্কুটার আমাকে দিয়ে দাও। নাহলে তোমাকে মেরে ফেলবো।সনৎ বাবু ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। টাকা পয়সা তেমন কিছু ছিলো না। কিন্তু, কষ্টার্জিত উপার্জন জমা করে, অনেক আশা নিয়ে এই স্কুটি কিনেছেন। যাইহোক, নিরুপায় সনৎ বাবু, অজ্ঞাত পরিচয় মানুষটিকে স্কুটি দিয়ে বললেন,স্কুটি নিয়ে যান, কিন্তু আমার একটা অনুরোধ রইলো। চোর বলে,বলুন।সনৎ বাবু বললেন -তুমি কোনদিন কাউকে বলবে না, এই স্কুটি কোথা থেকে, এবং কিভাবে তুমি পেয়েছো। আমিও থানায় রিপোর্ট করবো না। চোর আশ্চর্য হয়ে বললো, কিন্তু কেনো ? সনৎ বাবু বললেন, দেখো,, এই রাস্তা নির্জন। এমনিতেই সবাই ভয়ে ভয়ে চলাফেরা করে। তারপর সবাই যদি জানতে পারে,এই রাস্তায় স্কুটি ছিনতাই হয়েছে, তাহলে কেউ আর কাউকে লিফট দেবে না। চোরের মায়া হলো।। ভাবলো সনৎ বাবু সৎ এবং সজ্জন মানুষ। কিন্তু পেট তো আর শুনবে না। স্কুটি স্টার্ট করে চোর চম্পট দিলো। পরেরদিন সকালে, সনৎ বাবু দরজা খুলে দেখেন, দরজার সামনে তার স্কুটি রয়েছে। সনৎ বাবু খুশী হয়ে গেলেন। কিছুটা আশ্চর্য হয়ে স্কুটির কাছে গিয়ে দেখেন, স্কুটির হ্যান্ডেলে একটা কাগজ রয়েছে। কাগজে লেখা, মাষ্টারমশাই,, এটা ভাববেন না যে, , আপনার জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে,, আমার মন বিগলিত হয়ে পড়েছে। আপনার স্কুটি নিয়ে প্রথমে চোরাই মাল খরিদকারীর কাছে গেলাম।। উনি দেখেই বললেন,আরে,, এটা তো মাষ্টার মশাইয়ের স্কুটি? বললাম, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, মাষ্টার মশাই আমাকে বিশেষ কাজে বাজারে পাঠিয়েছেন। বলে, ততক্ষণাৎ সেখান থেকে চম্পট দিলাম। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি,, মিষ্টির দোকানে কিছু খেতে গেলাম।। দোকানদার বললো, আরে মাষ্টার মশাইয়ের স্কুটি নিয়ে কোথায় ঘুরছো? বললাম, মাষ্টার মশাইয়ের বাড়িতে অতিথি এসেছে।

'সব নেতা-নেত্রীও ভাল নয়' মন্ত্রী সাবিনা পুলিশকে তোপ দাগতেই সরব নিহত দুলাল সরকারের স্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ২ মার্চঃ ভুয়ো ভোটার নিয়ে তৃণমূলের কর্মী বৈঠকে পুলিশকে আক্রমণ রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের। পুলিশের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আসছে বলে তাঁর দাবি। একইসঙ্গে তৃণমূলের বুথ স্তরের সভাপতি থেকে শুরু করে তৃণমূল কর্মীদের তাঁর নির্দেশ, পুলিশ বা প্রশাসন নয়, নিজের এলাকা নিজেরাই দেখে নেবেন, কী করতে হবে ঠিক করবেন। প্রয়োজনে থানা ঘেরাও করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী। আবার ওই একই বৈঠকে সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গে সহমত পোষণ করলেন না মালদহের তৃণমূল নেত্রী চৈতালি সরকার। শনিবার ভুয়ো ভোটার চিহ্নিতকরণ নিয়ে মালদহ কলেজ অডিটোরিয়ামে তৃণমূলের সভা হয়। সেই সভা থেকে পুলিশকে বেনজির আক্রমণ করেন রাজ্যের সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।

তিনি একথাও বলেন, জানেন যে তিনি বিতর্কিত কথা বলছেন। কিন্তু, শাসকদল বলে পুলিশকে কিছু বলব না, এটা হতে পারে না। তাঁর কথায়, পুলিশের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আসছে। আমার কাছে আমার কর্মীরা আসে। ওই কর্মী বৈঠকেই সাবিনার উল্টো সুর শোনা গেল নিহত তৃণমূল নেতা দুলাল সরকারের স্ত্রী তৃণমূল নেত্রী চৈতালি সরকারের কণ্ঠে। সাবিনার নাম না করে, পুলিশের পক্ষ নিয়ে পালটা তোপ দাগলেন তৃণমূলের একাংশের বিরুদ্ধেই। তাঁর কথায়, শুধু পুলিশ খারাপ নয়, অনেক নেতা নেত্রীরাও খারাপ। তিনি বলেন, "কেউ যদি বলেন, সব নেতা-নেত্রী ভাল। সেটাও ভুল। সব পুলিশ ভাল, সেটাও ভুল।" রাজ্যের মন্ত্রীর মুখে পুলিশের সমালোচনা নিয়ে বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, "এতদিন ধরে পঞ্চায়েতে ভোট, পৌরভোটে পুলিশকে দিয়ে ভোট লুট করিয়ে জিতেছেন। আর এখন পুলিশকে ভিলেন সাজিয়ে বলছেন, পুলিশ মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে না। তৃণমূল নেতাদের কথা শুনছে না। কোনও কাজ করছে না। এই নীতি আর চলবে না। পুলিশকে ভিলেন বানিয়ে পার্টির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার চেষ্টা মানুষ বুঝে গিয়েছে। এগুলো বলে আরও কোনও কাজ হবে না।"

চোপড়ার পলাতক তৃণমূল নেতার বাড়িতে পুলিশি তল্লাশি, উদ্ধার বন্দুক, তির-ধনুক

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া, ২ মার্চঃ শনিবার অস্ত্র আইনে অভিযুক্ত তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য মুজিবুরকে ধরতে চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতে যায় চোপড়া থানার পুলিশ। সেখানে মুজিবুরের বাড়ি ঘিরে ফেলে তারা। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে বাড়ির পিছন দিক থেকে পালিয়ে একটা পুকুরে ঝাঁপ দেয় মুজিবুর। পুলিশ পিটিয়ে ফেরার পর অস্ত্র উদ্ধার হল উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে। শনিবার মুজিবুর রহমান নামে ওই কুখ্যাত দুষ্কৃতী তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশ। পুলিশ কর্মীদের ঘিরে ধরে অভিযুক্তকে ছাড়িয়ে নেয় গ্রামবাসীরা। রবিবার দুপুরে সেই মুজিবুরের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি একনলা বন্দুক ও তীর ধনুক পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি পুলিশ সূত্রে। তবে পলাতক তৃণমূল নেতার টিকির পাত্তা এখনও পায়নি পুলিশ। শনিবার অস্ত্র আইনে অভিযুক্ত তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য মুজিবুরকে ধরতে চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতে যায় চোপড়া থানার পুলিশ। সেখানে মুজিবুরের বাড়ি ঘিরে ফেলে তারা। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে বাড়ির পিছন দিক থেকে পালিয়ে একটা পুকুরে ঝাঁপ দেয় মুজিবুর। এর পর পুকুরটি ঘিরে ফেলে পুলিশ। পুকুর থেকে তাকে তুলে আনে। এর পর পুলিশের গাড়িতে অভিযুক্তকে তোলার সময় পুলিশকর্মীদের ঘিরে ফেলেন গ্রামের মহিলারা। রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গ্রাম। এরই মধ্যে মুজিবুর ফের পুলিশের গাড়ি থেকে পালায়। অভিযোগ পালানোর সময় পাশের গ্রামে গুলি চালায় সে। মুজিবুরের বিরুদ্ধে সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদক ও অস্ত্র পাচারের ভুরি ভুরি অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার অভিযুক্তের বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। তল্লাশিতে একটি একনলা বন্দুক ও বেশ কিছু তীর ধনুক উদ্ধার হয়েছে। ওদিকে ঘটনার পর থেকে বেপাত্তা মুজিবুর। তাকে খুঁজে বার করতে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। শনিবারের ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে পুরুষশূন্য গোটা গ্রাম। টহল দিচ্ছে পুলিশ। এমনকী রবিবার গ্রামের হাটও বসেনি।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ঠিক আগের দিনই মেধাবী ছাত্র মোবাইল নিয়ে নিখোঁজ, অস্বস্তিতে পড়ে গেল পরিবার

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২ মার্চঃ রাত পোহালেই শুরু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। তার আগেই হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পুলিশের তৎপরতায় বাড়ি ফিরল সে। হুগলির চুঁচুড়ার ঘটনা। পরীক্ষার দুদিন আগে গত শুক্রবার থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সুমন পাল। সুমনের বাড়ি চুঁচুড়ার ২নম্বর কাপাসডাঙ্গা এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার বিকাল ৫টা নাগাদ বাড়ি থেকে বের হয় সে। বহু খোঁজাখুঁজির পরেও তার খোঁজ না মেলায় শনিবার চুঁচুড়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে পরিবার। চুঁচুড়া দেশবন্ধু স্কুলের ছাত্র সুমন। মেধাবী ছাত্র টেস্ট পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে। তার পরেও কেন এরকম করল বুঝে উঠতে পারছেন না ছাত্রের বাবা সঞ্জীব

পাল। তিনি বলেন, "বড় ছেলেকে কোনও চাপ দেওয়া হয় না। কিন্তু পরীক্ষা নিয়ে মনে হয় মানসিক চাপে ছিল। ওই দিন ছোট ভাই শুভদীপের সঙ্গে সুমনের সামান্য কথাকাটি হয়। তারপর সুমন স্কুল ব্যাগ ও মোবাইল নিয়ে বের হয়ে যায়।" ছাত্রের বাবা জানিয়েছেন, "প্রথমে ফোনে রিং হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। ছেলে পড়াশোনায় ভাল। কী কারণে বেরিয়েছিল বুঝতে পারছি না।" সুমনের বাবা বলেন, "ওকে সব সময় বলে এসেছি, যেটা ভালো লাগবে সেটা নিয়ে পড়তো।" পরীক্ষার আগে ছেলে নিখোঁজ হওয়ায় দুশ্চিন্তায় ছিল পাল পরিবার। থানায় অভিযোগের পরেই তৎপর হয়ে ওঠে চুঁচুড়া থানার পুলিশ। সুমনের ফোনের লোকেশান ট্র্যাক করতে থাকেন তাঁরা। সকালে চুঁচুড়া থানার পুলিশ ফোন ট্র্যাক করে জানতে পারে চুঁচুড়ার গঙ্গা লাগোয়া ঘুটিয়াবাজার এলাকায় রয়েছে সে। সেই মতো ওই এলাকায় খোঁজাখুঁজি করতে করতে গঙ্গার পাড়ে একটি মন্দিরের কাছে ঘাটে বসে থাকতে দেখা যায় তাকে। সেখান থেকেই তাকে উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চার মাসে আগেও একই ভাবে বেরিয়ে যায় সুমন। সেই বার লেকটাউনের কাছে মামার বাড়ি চলে গিয়েছিল। চুঁচুড়া থানার পুলিশের এই তৎপরতায় ছেলেকে ফিরে পেয়ে খুশি ছাত্রের পরিবার।

তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে গুলি, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুই নেতা!

দুরন্ত বার্তা, সোনামুখী, ২ মার্চঃ সোনামুখী থানার চকাই গ্রামে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে গুলি চালানোর ঘটনায় এক জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের নাম বকুল খান। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সেকেন্দার খানের সহযোগী হিসাবে কাজ

করেছিল বকুল খান। ধৃতকে এদিন বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করছে পুলিশ। এদিকে এই ঘটনায় চূড়ান্ত অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। পঞ্চায়েতের নিকাশি নালা তৈরি করা নিয়ে গোষ্ঠী সংঘর্ষে শনিবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সোনামুখী থানার চকাই গ্রাম। গুলিবিদ্ধ হন তৃণমূলের স্থানীয় বুথ সভাপতি নাসিম শেখ। গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কর্মী সেকেন্দার খানের বিরুদ্ধে। রাতেই সেকেন্দার ও তাঁর ৩ সহযোগীর বিরুদ্ধে সোনামুখী থানায় হামলার অভিযোগ দায়ের করেন গুলিবিদ্ধ বুথ সভাপতি নাসিম শেখের ভাই। সংঘর্ষে গুরুতর জখম হয়ে আপাতত বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন মূল অভিযুক্ত সেকেন্দার। পুলিশ গ্রেফতার করেছে সেকেন্দারের সহযোগী বকুল খানকে। ঘটনাস্থল থেকে ইতিমধ্যেই একটি ওয়ান শটার বন্দুক ও এক রাউন্ড কার্তুজের খোল উদ্ধার করেছে পুলিশ। গুলি চালানোর ক্ষেত্রে যে বন্দুক ব্যবহার করা হয়েছিল তা কোথা থেকে এসেছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অন্য দুই অভিযুক্তর খোঁজেও তল্লাশি শুরু হয়েছে। এদিকে এই ঘটনার পরই চূড়ান্ত অস্বস্তিতে পড়েছে এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব। নেতাদের সাফাই, আইন আইনের পথেই চলবে। সেকেন্দারের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার মানুষ। স্থানীয়দের দাবি, তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থেকেই এলাকায় দাদাগিরি চালাতো অভিযুক্ত সেকেন্দার ওরফে সাইন। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলতো সেকেন্দার। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের ক্ষেত্রেও দাদাগিরি করতো বলে অভিযোগ।

বিহারের দিক থেকে আসছিল, তাতেই সন্দেহ, ব্যাগ খুলতেই সত্যি হল আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ২ মার্চঃ বাইকে ব্যাগ ঝুলিয়ে বিহারের দিক থেকে আসছিল। পথে চলছিল নাকাচেকিং। ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার অস্ত্র। উদ্ধার চারটি সেভেন এম এম পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন ও চারটি বুলেট। মালদহ সীমান্তে ফের অস্ত্র উদ্ধার। ধৃত এক পাচারকারি। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম রাজ্জাক শেখ ওরফে টোটা (৩৫)। বাড়ি মালদার বৈষ্ণবনগর থানার দৌলতপুর গ্রামে। চাঁচল এস ডি পি ও সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, রতুয়ার মহানন্দটোলা ফাঁড়ির পুলিশ নাকাট্টি ব্রিজে নাকা চেকিং চলাচ্ছিল, সেই সময় রাজ্জাক শেখ এবং তাঁর একজন সঙ্গী বিহারের দিক থেকে রতুয়ার অভিমুখে আসছিলেন। তার মধ্যে একজন পুলিশের নাকা চেকিং দেখে মোটরবাইক থেকে নেমে পালিয়ে যান। তাতেই পুলিশের সন্দেহ হয়। এবং রাজ্জাককে মোটরবাইক সহ ধরে ফেলে পুলিশ। তাঁর কাছে তল্লাশি চালিয়ে চারটি সেভেন এমএম পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন এবং চারটি কার্তুজ উদ্ধার করে। পলাতক অভিযুক্তের খোঁজ চলছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, তাঁরা বিহার থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ এনে এপারে বিক্রি চক্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই পাচার চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে এবং এই অবৈধ অস্ত্র কোথায় পাচার করার উদ্দেশ্য ছিল তার তদন্ত চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি পলাতক ব্যক্তির নাম পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, বেআইনি অস্ত্র কারবার রুখতে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের নাকা চেকিং চলছে। যেহেতু বিহার থেকে বাংলায় অবৈধ অস্ত্র ঢুকছে, তার জন্য বিহার পুলিশের সাথে যোগাযোগ রাখা হয়েছে। সূত্রের খবর, বিহারের মুঙ্গের থেকে কম দামে অস্ত্র এনে মালদাকে করিডর করে সেই অস্ত্র বহু হাত বদলের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে। বাংলাদেশে অস্থির অবস্থার জন্যে বাংলাদেশে জঙ্গি, উগ্র মৌলবাদী সংগঠন সহ বিভিন্ন দুষ্কৃতীদের কাছে অস্ত্রের চাহিদা বেড়েছে। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অস্ত্র পাচারকারীরা মুঙ্গের থেকে নতুন অস্ত্র নিয়ে আসছে যেখানে স্টার মার্ক দেওয়া। যা চিনা অস্ত্র বলে চালিয়ে দেওয়া সহজ হচ্ছে। সেই একই অস্ত্র মোটা দামে কিনছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা।

অ্যাম্বুল্যান্স-লরির ধাক্কা, ৩ জনের মৃত্যু, ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা হরিণঘাটায়

দুরন্ত বার্তা, হরিণঘাটা, ২ মার্চঃ ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা নদিয়ায়। লরির সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হলো তিন জনের। মৃতদের মধ্যে দু'জন মহিলা, একজন পুরুষ। মৃত তিন জনই অ্যাম্বুল্যান্সের যাত্রী। গুরুতর আহত আরও চার জন। তাঁদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় কল্যাণী জওহরলাল নেহরু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্সে করে সাত জন ঝাড়খণ্ডের পাকুড় থেকে কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছিলেন। শনিবার গভীর রাতে

নদিয়ায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন বড় জাগুলিয়া সিমহাট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে খবর, হরিণঘাটা-জাগুলিয়া উড়ালপুলের বাঁ দিক ধরে একটি ১২ চাকার লরি বারাসত থেকে কৃষ্ণনগরের দিকে যাচ্ছিল। অন্য দিকে অ্যাম্বুল্যান্সটি ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে কৃষ্ণনগরের দিক থেকে বারাসতের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় লরি ও অ্যাম্বুল্যান্সের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। একেবারে দুমড়ে মুচড়ে যায় অ্যাম্বুল্যান্সটি। ঘটনাস্থলেই তিন জন মারা যান বলে খবর। এ দিকে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন এলাকার লোকজন। অ্যাম্বুল্যান্সে রক্তাক্ত অবস্থায় আটকে থাকা আহত যাত্রীদের কোনও মতে উদ্ধার করে জওহরলাল নেহরু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার পরই লরির চালক ও খালাসি পলাতক।

চুরি করতে গিয়ে গোটা শরীর ঝলসে খাক চোরের!

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২ মার্চঃ রাতে বিদ্যুৎ সাব স্টেশন বন্ধ ছিল। সকালে যখন কর্মীরা দফতরে ঢোকেন, তখনই প্রথম দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। বিদ্যুৎ সাব স্টেশনে চুরি করতে ঢুকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল চোরের। বিদ্যুতের সংস্পর্শে ঝলসে গিয়েছে পুরো শরীর। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাটের সানঘাটাপাড়া সাব স্টেশনে। মৃতের এখনও পর্যন্ত কোনও পরিচয় জানা যায়নি। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা জানাচ্ছেন, শনিবার রাত দুটো নাগাদ বেশ কয়েকজন বিদ্যুৎ সাব স্টেশনের আইসোলেটর চুরি করার জন্য ভিতরে ঢোকে। সেই সময় তাদের মধ্যে একজন বিদ্যুতের সংস্পর্শে চলে যান। তৎক্ষণাৎ ঝলসে যায় গোটা শরীর। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। আওয়াজ শুনে সেখানে কর্মরত কর্মীরা ছুটে গেলে বাকিরা পালিয়ে যায়। পুলিশে খবর দিলে রামপুরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। রামপুরহাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই ধরনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

'ভোটার কার্ডের উপরে বিজেপির ঘৃণ্য চক্রান্ত আমরা বানচাল করব। জগদীশ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২ মার্চঃ "বিজেপি চক্রান্ত করে বাংলার ভোটার তালিকায় ইউপি বিহার গুজরাট ইত্যাদি রাজ্যের বাসিন্দাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে বাংলার মানুষদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করছে। আমরা মানুষের দুয়ারে পৌঁছে তাদের ভোটার কার্ডের উপরে বিজেপির সেই ঘৃণ্য চক্রান্ত বানচাল করব।" মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ভুয়ো ভোটার ধরতে ও ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনি করতে বেরিয়ে এমনটাই মন্তব্য করলেন কোচবিহার জেলার সাংসদ জগদীশ বসুনিয়া। এদিন সাংসদ নিজ বাড়ির এলাকা সিতাই বাজার চত্বরে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের ভোটার কার্ডের নম্বরের সাথে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য মিলিয়ে দেখেন। সাংসদ জানান দলনেত্রীর নির্দেশে আগামী ১০ তারিখের মধ্যে বুথ স্তর পর্যন্ত প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়ে ভোটারদের ভোটার তালিকায় স্ক্রুটিনি করে তাদের নাম মিলিয়ে দেখা হবে।

৬২ জন যাত্রী নিয়ে ধনেখালিতে উল্টে গেল কুম্ভ ফেরত বাস, আশঙ্কাজনক ৮

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২ মার্চঃ ফের জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে কুম্ভ ফেরত বাস। ঘটনা হুগলির দাদপুর থানার সোমসারা এলাকায়। সূত্রের

খবর, ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে আসছিল বাসটা। বাসে ছিলেন ৬২ জন পুণ্যার্থী। তাঁদের উদ্ধার করে হুগলি গ্রামীন পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে ধনিয়াখালি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার, সঙ্গে যান ডিএসপি প্রিয়ব্রত বক্সী। সূত্রের খবর, বর্ধামানের দিক থেকে কলকাতামুখী রাস্তা ধরে যাওয়ার সময় দাদপুরের সোমসারার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বাসটি। দুটি রাস্তার মাঝে উল্টে যায়। বাস চালাতে চালাতে চালক ঘুমিয়ে পড়ার ফলেই এ ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান পুলিশের। সূত্রের খবর, উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা পুন্যার্থীদের নিয়ে কুম্ভে গিয়েছিল বাসটি। সূত্রের খবর, ৬২ জন যাত্রীর মধ্যে ২৪ জন আহত হয়েছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ৮ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ধনিয়াখালি হাসপাতাল থেকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে। তাঁদের দেখতে হাসপাতালে আসেন বন উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান তথা সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত। আহতদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথাও বলেন।

৮ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা! ৫ হাজার টাকা দিয়ে মিটমাটের 'আবদার' করতেই জেলে অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, বড়ঞা, ২ মার্চঃ মেলায় নিয়ে যাওয়ার নাম করে আট বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ। ঘটনা সামনে আসতেই শোরগোল শুরু হয়ে যায় এলাকায়। চাপের মুখে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ। অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে থানার দ্বারস্থ নির্যাতিতার বাবা। চাঞ্চল্যকর ঘটনা মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানা এলাকায়। সূত্রের খবর, নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল অভিযুক্তের। শনিবার ৮ বছরের ওই শিশু কন্যাকে নিয়ে সে মেলায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। পরিবারের সদস্যদেরও সে কথা জানায়। নিয়েও যায়। কিন্তু, তারপর প্রায় চার ঘণ্টা আর ফেরেনি। তাতেই সন্দেহ হয় পরিবারের। বাড়তে থাকে উদ্বেগ। অবশেষে সাড়ে ৯টা নাগাদ বাড়ি ফেরে মেয়ে। কিন্তু, তার অবস্থা দেখে সন্দেহ পরিবারের সদস্যদের। বাড়ির লোকজনের কাছে সবটা খুলেও বলে ওই নাবালিকা। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, মেলায় নিয়ে যাওয়া হয়নি। উল্টে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে যৌন নির্যাতন চালানো হয়। ধর্ষণের চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ। খবর চাউর হতেই শুরু হয়ে শোরগোল শুরু হয়ে যায় এলাকায়। অভিযোগ এরইমধ্যে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে ঘটনা মিটমাট করে দেওয়ার কথা বলে অভিযুক্ত যুবক ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। উঠেছে এমনও অভিযোগ। তারপরই নাবালিকাকে সঙ্গে নিয়ে সোজা পুলিশের বড়ঞা থানার দ্বারস্থ হন নির্যাতিতার বাবা। অভিযোগ দায়ের হতেই অ্যাকশন নেয় পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে।

ABRIDGED NOTICE INVITING TENDERS

E-NIT NO: WB/HOW/BAG-II/ NIET-02/2024-25, Date-25/2/2025.

Sealed tenders are hereby invited by the undersigned from bonafied resourceful contractors for implementation of 11 Nos under Bagnan-II Panchayat Samity, For other Details contact office of the undersigned within office hours.

Sd/- **EO**
Bagnan-II Panchayat Samity, Howrah

হাসনাবাদে নদী বাঁধে ভাঙন, আতঙ্কে নদী তীরবর্তী এলাকার ব্যাবসায়ী থেকে বাসিন্দারা

সৌরভ দাশ, হাসনাবাদ, ২ মার্চঃ টাকী পৌরসভা এলাকার ষোলো নম্বর ওয়ার্ডে হাসনাবাদ থানা সংলগ্ন এলাকায় হাসনাবাদ থানা থেকে বনবিবি সেতু গামী রাস্তার পাশে নদী বাঁধে ফাটল। রবিবার সকালে হাসনাবাদে ইছামতী নদী বাঁধে ফাটল লক্ষ করেন স্থানীয়রা। নদীর বাঁধ বসে নদী গর্ভে যায় নদী তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা। নদী বাঁধে ভাঙনের ফলে ভাঙন দেখা যায় নদী তীরবর্তী একাধিক বাড়িতে, ক্ষতিগ্রস্থ হয় বেশ কিছু দোকানও। দ্রুত দোকান খালি করার কাজ শুরু করেন স্থানীয় ব্যাবসায়ীরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হাসনাবাদ থানার পুলিশ। যানবাহন নিয়ন্ত্রন করে নো এন্ট্রি করা হয় নদী তীরবর্তী রাস্তায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছান টাকী পৌরসভার প্রতিনিধি সহ সেচ দপ্তরের প্রতিনিধিরা। স্থানীয়রা

জানান, প্রতি বছর ই বিভিন্ন গোনে নদীর জল বেড়ে প্লাবিত হয় হাসনাবাদের এই এলাকার একটা বিস্তীর্ন অংশ। তবে এই সময়ে নদীর জলের যে চাপ, তা অন্যবার এই সময়ে থাকেনা। গত কয়েকদিনে নদীর জল বেড়ে প্লাবিত হয় হাসনাবাদের এই এলাকা। তাদের কথায়, বেশ কিছু বছর আগেও বড়ো ভাঙনের মুখে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলো একাধিক বাড়ি, তারই পুনরাবৃত্তি হলো রবিবার। তাদের কথায় হাসনাবাদের এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান দরকার। স্থানীয় পৌর কাউন্সিলরের তরফে নদী তীরবর্তী এলাকা থেকে কয়েকজনকে স্থানীয় একটি সরকারী ভবনে রেখে থাকা খাওয়ার ব্যাবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয়দের কথায় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সরকারের তরফে এই সমস্ত এলাকায় কংক্রিটের বাঁধের জন্য যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ হয়, তবে ভালো করে কাজ হয়না তারই ফল ভুগতে হচ্ছে তাদের। সোমবার থেকে নদী বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু হবে বলে খবর প্রশাসন সূত্রে। ভাঙনের আশঙ্কায় আতঙ্কের প্রহর গুনছেন এলাকার মানুষ থেকে ব্যাবসায়ীরা।

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ('ব্যাঙ্ক') নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে ঋণ / ওভারড্রাফ্টের প্রকৃতিতে ক্রেডিট সুবিধা নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হল।

ঋণগ্রহীতাদের সম্মত ঋণ / সুবিধার শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলিকে এনপিএ (নন-পারফর্মিং অ্যাসেট) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নিম্নোক্ত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ যার মাধ্যমে, ব্যাঙ্ক অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলিতে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছে, অন্যথায়, ব্যাঙ্ক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করেই অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতা পাবে।

ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই ঋণ চুক্তির অধীনে ব্যাঙ্ক তার অধিকার প্রয়োগ করে, ঋণগ্রহীতা হিসেবে, ঋণগ্রহীতাদের ব্যাঙ্কের কাছে পাওনা পরিশোধের জন্য **১০ মার্চ ২০২৫** তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি / বিলি-বিলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২ এর ধারা ১৭৬ অনুসারে ঋণগ্রহীতাদের এটিকে বিক্রয়ের নোটিশ হিসাবে বিবেচনা করার জন্য অবহিত করা হচ্ছে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো হচ্ছে যে, যদি কোনও সময়, স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে বন্ধকী সিকিউরিটির মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তায় আরও ঘাটতি তৈরি হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধকী সিকিউরিটি বিক্রি করবে, এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ ছাড়াই। বন্ধকী সিকিউরিটিজ বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়ের পরে, ঋণগ্রহীতা (গণ) অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য ব্যাঙ্কের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXX০০১৯	সুরেশ আরভিন্দ প্রকাশ	১১,৯৯৯.০০	০১-০৩-২০২৫
২	XXXX৬১৬২	সুপর্ণা ব্যানার্জী	২৬,০০,৮০৫.৩১	০১-০৩-২০২৫
৩	XXXX৬৯০০	সুপর্ণা ব্যানার্জী	৯,৯৯,৯৫২.৩১	০১-০৩-২০২৫

তারিখঃ ০৩.০৩.২০২৫
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/BR.-VI invites e-tender online item rate two bid system for the following works :

1. NIT No.: VI/051/036/2024-2025/D
Name of Work : **Relaying of disturbed kerb and channel at 58,8B Dhiren Dhar Sarani, 9,14/1 Akrur Dutta Lane etc. in ward 51.**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,95,539.00**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 Days.**

2. NIT No.: VI/055/028/2024-2025/D
Name of Work : **Improvement of passage and footpath at P-101, CIT Road, P-119, CIT Road, P-130 CIT Road, 70 Ananda Palit Road, in ward-55, BR-VI**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,98,859.00**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **45 Days.**

3. NIT No.: VI/055/030/2024-2025/D
Name of Work : **Restoration of I.P passage distrubed by C.E.S.C. Ltd. at B/3B/H/10 Chatu Babu Lane, 44 Anand Palit Road etc. in ward no. 55.**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,99,985.00**; Earnest Money : **Rs. 6,100.00**; Period of Completion : **30 Days.**

4. NIT No.: VI/062/031/2024-2025/D
Name of Work : **Restoration of distrubed (CESC Ltd) concrete & IPS passage at 12/2 Shariff Lane, 32/A/1/B, 33/1 Taltala Lane, 13A Komedan Bagan Lane etc. in ward 62.**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,97,672.00**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **10.03.2025 - 3 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4); Tender opened on : **12.03.2025 - 3 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4); The bid forms and other details are available on and from **28.02.2025 - 6 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4)

The Executive Engineer (Civil)/BR-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EEC/VII/57/43/24-25/R
Name of Work : **Repairing of footpath by laying PA VER block at Metropolitan (Opposite of 1st Conective road to canal south) and its surroundings in W/57.**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,04,681.95**; Earnest Money : **Rs. 8,100.00**; Period of Completion : **60 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EEC/VII/57/51/24-25/B
Name of Work : **Repairing of latrines at Majherpara and its surrounding Bustee area in W/57**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,89,133.84**; Earnest Money : **Rs. 5,800.00**; Period of Completion : **60 Days.**

(3) NIT No.: KMC/EEC/VII/64/46/24-25
Name of Work : **Improvement of footpath on both sides from 11 Circus Avenue to 14 lower range under ward 64.** ; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,99,713.17**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **45 Days.**

(4) NIT No.: KMC/EEC/VII/58/90/24-25/B
Name of Work : **Maintenance of Drainage system at Dhapa Jalpara Bustee, Dhapa Utkal Para Bustee, Dhapa Bazar Para Bustee and its surrounding area in W/58.**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,99,953.50**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **75 Days.**

(5) NIT No.: KMC/EEC/VII/56/54/24-25/R
Name of Work : **Maintenance of Drainage system at 48, RNC Road (Disturbed due to construction of underground water reservoir) in ward-56.**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,73,636.63**; Earnest Money : **Rs. 9,500.00**; Period of Completion : **30 Days.**

(6) NIT No.: KMC/EEC/VII/59/42/24-25/R
Name of Work : **Construction of Pathway Over 8 number nikashi in ward 59.**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,40,974.67**; Earnest Money : **Rs. 6,900.00**; Period of Completion : **60 Days.**

(7) NIT No.: KMC/EEC/VII/64/47/24-25
Name of Work : **Improvement of footpath at 1 Acra Road its Adjacent areas under ward 64**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,99,613.19**; Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **13.03.2025 up to 2 p.m.** (for Sl. no. 1 to 7); Tender will be opened on : **17.03.2025 at 2 p.m.** (for Sl. no. 1 to 7). The bid forms and other details are available on and from **01.03.2025 at 6.55 p.m.** (for Sl. no. 1 to 7); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 7).

1433/24-25

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

এই গরমে ত্বক ও চুলের যত্ন নেবেন যেভাবে

বাতাসে গরমের হালকা আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। আবার রাতের বুকে খানিকটা হিম বুঝি আজও জমা আছে। আবহাওয়ার এই বৈপরীত্যের মধ্যে সুস্থ থাকতে নিজের যত্ন নিতে হবে। ব্যস্ততার মধ্যেও নিজেকে একটু সময় দিন। পর্যাপ্ত ঘুম, আরামদায়ক পোশাক, ত্বক ও চুল পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এ সময়। ত্বকের ধরন বুঝে বেছে নিতে হবে ময়েশ্চারাইজার। দিনে ও রাতে দুই ভাগে মোট ছয়টি ধাপে ত্বকের যত্ন নিতে পারেন এ সময়। সকালের প্রথম ধাপ ত্বক পরিস্কার করা। এরপর ময়েশ্চারাইজার লাগানোর পালা। বসন্তের রোদের পরশ ভালো লাগলেও কিন্তু নিয়ম মাফিক সানস্ক্রিনসামগ্রী ব্যবহার করতেই হবে। এটি ত্বকের যত্নের তৃতীয় ধাপ। রাতের যত্নের প্রথম ধাপও ত্বক পরিস্কার করা। দ্বিতীয় ধাপে আছে টোনার। বাড়ির সাধারণ উপকরণই টোনার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। শুষ্ক ত্বকের টোনার হতে পারে তরল দুধ। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য আবার শসার রস দারুণ টোনার। তৃতীয় ধাপ অবশ্য প্রয়োজনমাফিক। এটি হলো সিরাম ব্যবহার। সিরাম প্রয়োগের পর জেড রোলার বা গুয়াশা ব্যবহার করা ভালো। চতুর্থ ধাপে আছে ময়েশ্চারাইজার। পঞ্চম ধাপে লিপবাম।

বাড়িতেই তৈরি করতে পারেন ক্লিনজার ও সিরাম

ত্বকের অবস্থা বুঝে ক্লিনজার ও সিরাম বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন বিশেষজ্ঞরা। চাইলে কিন্তু বাড়িতেও এমন ক্লিনজার ও সিরাম তৈরি করতে পারেন, যেগুলো সব ধরনের ত্বকেই প্রয়োগ করা যায়। ক্লিনজার তৈরির জন্য চালনিতে চেলে নিন মসুর ডালের বেসন। যতটা বেসন নেবেন, ততটাই নিন শসার রস। একই পরিমাণ ডাবের জল নিন। সব উপকরণ মিশিয়ে কিউব আকারে ডিপফ্রিজে রেখে দিন। এক সপ্তাহ ব্যবহার করতে পারবেন। একটি কিউব বের করে মুখ ঘষলেই পরিস্কার হয়ে যাবে। হাতে সময় থাকলে জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলার আগে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। সিরামের জন্য সিকি কাপ তিসি আর সিকি কাপ চাল একসঙ্গে নিয়ে অন্তত দুই কাপ জলেতে সেদ্ধ করতে হবে। পুরু পেস্টের মতো হয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে মার্কিন কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিন। পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে এলে দুটি ভিটামিন ই ক্যাপসুলের নির্যাস যোগ করুন। এই সিরাম কাচের কৌটায় ফ্রিজে রেখে সাত দিন দিতে পারেন।

ত্বক বুঝে ফেসপ্যাক

তৈলাক্ত ত্বকের জন্য দেড় চা-চামচ বেসন এবং আধা চা-চামচ মধু নিন। সঙ্গে কাঁচা হলুদের রসও নিন আধা চা-চামচের একটু কম। সব উপকরণ মিশিয়ে নিলেই হয়ে যাবে দারুণ প্যাক। ত্বকে দৃশ্যমান ছিদ্র (পোর) না থাকলে এই প্যাকে যোগ করতে পারেন কয়েক ফোঁটা লেবুর রস।

শুষ্ক ত্বকের জন্য একমুঠ চাল সেদ্ধ করে ব্লেন্ড করে নিন। তাতে যোগ করুন ২ চা-চামচ দুধ। সঙ্গে কাঁচা হলুদের রসও নিন আধা চা-চামচের একটু কম। মিশ্র ত্বকের জন্যও একমুঠ চাল সেদ্ধ করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। তবে এতে যোগ করতে হবে কেবল আধা চা-চামচ মধু। যাঁদের ব্রণ আছে, তাঁরা দুই চা-চামচ দুধের সঙ্গে এক চা-চামচ মধু মিশিয়ে নিন। কাঁচা হলুদের রসও নিন আধা চা-চামচের একটু কম।

স্ক্রাবিং করতে

তৈলাক্ত ত্বকের জন্য এক চা-চামচ চালের গুঁড়া আর দুই চা-চামচ বেসন মিশিয়ে নিয়ে প্রয়োজনমতো জল যোগ করুন। শুষ্ক ত্বকের জন্য চালের গুঁড়ার সঙ্গে পরিমাণমতো দুধ মিশিয়ে নিয়েই স্ক্রাব তৈরি করা যায়। মিশ্র ত্বকের জন্য এক চাচামচ গুঁড়া কফি আর আধা চাচামচ চালের গুঁড়ার সঙ্গে প্রয়োজনমতো জল মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করতে হবে।

চুলের যত্নে

চুলের পুষ্টির জন্য সপ্তাহে দু-তিন দিন নারকেল তেল মালিশ করুন। ২০-৩০ মিনিট পর শ্যাম্পু করে ফেলুন। খুশকি থাকলে চুলের গোড়ায় লেবুর রস ঘষে এরপর নারকেল তেল মালিশ করুন।

এ ছাড়া চুলের ধরন অনুযায়ী কিছু হেয়ারপ্যাক তৈরির পদ্ধতি জেনে নিন

রুক্ষ-শুষ্ক চুলের জন্য একটা মাঝারি আকারের কলার সঙ্গে তিন-চার চা-চামচ কাঠবাদামের তেল মিশিয়ে নিন।

নিষ্প্রাণ, জমাটবাঁধা ভাব চলে এলে একটা মাঝারি আকারের কলা, তিন চা-চামচ টক দই আর একটা ডিম মিশিয়ে নিন।

চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যা এড়াতে প্যাক তৈরির জন্য মেথিগুঁড়ার সঙ্গে প্রয়োজনমতো জলপাই তেল মিশিয়ে নিন।

চুলের আগা ফেটে গেলে টক দইয়ের সঙ্গে প্রয়োজনমতো জলপাই তেল মিশিয়ে নিন।

রেশমি চুল পেতে একমুঠ চাল সেদ্ধ করে নিন। এর সঙ্গে যোগ করুন একটি অ্যালোভেরার নির্যাস এবং দুই চা-চামচ জলপাই তেল।

মাথার ত্বক যদি তৈলাক্ত হয়, তাহলে এক চা-চামচ মধুর সঙ্গে আধা চা-চামচের একটু কম পরিমাণ লেবুর রস যোগ করে নিন।

কোঁকড়া চুলের কোমলতা এবং উজ্জলতার জন্য অন্য একটি প্যাকও লাগানো যেতে পারে। এ জন্য সমপরিমাণ তিসি এবং চাল নিন। চালের চার গুণ পরিমাণ জল নিয়ে আলাদাভাবে সেদ্ধ করে গুঁড়া করে নিন। তিসির চার গুণ পরিমাণ জল নিয়ে আলাদাভাবে জ্বাল দিয়ে জেল তৈরি করুন। এরপর একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ঠান্ডা অবস্থায় এতে একটি ভিটামিন ই ক্যাপসুলের নির্যাস যোগ করুন।

চাঁদপুর জিএসএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠান

প্রসেনজিৎ দেবনাথ,পূর্বস্থলী, ২ মার্চঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চাঁদপুর জিএসএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা। সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজকের এই দিনটিকে রবিবার উদযাপন করল স্কুল কর্তৃপক্ষ।

এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, শিক্ষার কর্মাধ্যক্ষ গদাধর বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাপস কুমার মন্ডল সহ বিশিষ্ট জনেরা। এদিন স্থানীয় এলাকায় রবিবার সকালে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

তারপরই স্কুল চত্বরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় আজ রবিবার।

Name Change
I, Md Hayat Ali Mondal S/o Hazer Mondal Residing at Vill - Kankra P.o - Kachua, P.s - Matia, District - 24 Pgs (N), Pin- 743424 West Bengal India shall henceforth be known as Hayat Ali Mondal. I declare that Md Hayat Ali Mondal and Hayat Ali Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-02-2025.

Name Change
I, Sambhu Roy & Sambhu Ray (old names) son of Nitai Pada Roy, residing at Vill.- Gobinda Pur, P.O.- Mahananda Para, P.S.- Bagdah, Dist.- North 24 Parganas, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sambhu Charan Roy (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/02/2025. Sambhu Charan Roy (New Name) and Sambhu Roy& Sambhu Ray (old names) all are same and identical person.

Name Change
I, Md Sajjat Ali Mondal S/o Hayat Ali Mondal Residing at Vill - Kankra P.o - Kachua, P.s - Matia, District - 24 Pgs(N), Pin- 743424 West Bengal India shall henceforth be known as Sajjat Ali Mondal. I declare that Md Sajjat Ali Mondal and Sajjat Ali Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-02-2025.

Name Change
I Sujeet Kr Mondal S/O Kamal Kishor Mondal residing 25 Banerjee para Road,Paschim putiary, Kolkata - 700041 at have changed myname and shall henceforth be known as Sujit Mondal as declared before the 1st class Judicial Magistrate , Alipore Court vide affidavit no 11151 dated 10-02-2025 Sujeet Kr Mondal and Sujit Mondal both are Same and Identical person.

NAME CORRECTION
I DIPANJAN SAMANTA , S/O-ADWAITA SAMANTA, RESIDING AT VILL+POST-MOLOYPUR, P.S- ARAMBAG, DIST-HOOGHLY, PIN 712615, W.B DECLARE THAT MYFATHER NAME WRONGLY RECORDED IN MY DRIVING LICENCE AS A.SAMANTA INSTED OF ADWAITA SAMANTA. THAT ADWAITA SAMANTA AND A.SAMANTA IS SAME AND ONE IDENTICAL PERSON BY AFFIDAVIT NO.-3071 DT-27/2/2025 BEFORE 1ST CLASS EXCCUTIVE MAGISTRATE OF ARAMBAGH COURT

Name Change
I HAMMAAD BIN FAIYAZ,S/O FAIYAZ AHMED KUBHAI,R/O 80A/6, TOPSIA ROAD 1ST FLOOR, P.O & P.S-TILJALA, KOLKATA-700039,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAMMAAD AHMED KUBHAI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/02/2025,THAT HAMMAAD BIN FAIYAZ AND HAMMAAD AHMED KUBHAI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Neelam Devi Jaiswal (Old Name) daughter of of Jaigobind Jaiswal, residing at 2, Raghunath Chatterjee Street, Beadon Street S.O, Kolkata- 700006, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Neelam Jaiswal (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, dated 25/02/2025. Neelam Jaiswal (New Name) and Neelam Devi Jaiswal (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Halima Bibi (old name) wife of Sk Abu Siddik, residing at Z-4/26, Badartala Molla Para, P.S.- Nadial, Kolkata- 700044, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Halima Khatoon (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/02/2025. Halima Khatoon (New Name) and Halima Bibi (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Rajib Sheikh (old name) son of Akbar Ali Sekh, residing at Vill.- Tripurapur, P.O.- Jamira, P.S.- Falta, Dist.- South 24 Parganas, Pin- 743504, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rajib Sekh (New Name) as declared before the Notary Public at Alipore, South 24 Parganas, dated 19/02/2025. Rajib Sekh(New Name) and Rajib Sheikh (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Tulshi Acharjee (old name) son of Manindra Mohan Acharjee, residing at Flat-11A, Green Field, Elegance, Tower Glory, Gouranga Nagar Road, New-town, North 24 Parganas, Pin- 700162, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Tulsi Acharya (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/02/2025. Tulsi Acharya (New Name) and Tulshi Acharjee (old name) both are same and identical person.

প্রথম প্রেমের স্মৃতি মনে জাগিয়ে রেখেই জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারেন আপনি

পূর্ণতা না পেলেও প্রথম প্রেমের মিষ্টিমধুর সময়টা অধিকাংশ মানুষের স্মৃতিতেই রয়ে যায় অম্লান। প্রথমবারের মতো পৃথিবীতে সব প্রিয় মানুষের চেয়েও 'আলাদা' মনে হয়েছিল যে মানুষটিকে, তাঁকে কি আর ভোলা যায়, বলুন? জীবনে প্রথমবারের মতো বিশেষ এক অনুভূতির অভিজ্ঞতা। প্রথম ভালোবাসার শিহরণ তো অনন্য। পছন্দের মানুষটিকে একপলক দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা, ভালো লাগার কথা প্রকাশ করার সাহস সঞ্চয়, তাঁর মিষ্টি হাসি কিংবা রাগত দৃষ্টিপ্রত্যেকের প্রথম প্রেমই আলাদা একেকটা গল্প। জীবনের বহু বাঁক পেরিয়ে গেলেও সেই গল্প আর গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই চরিত্রকে ভোলা কঠিন। প্রায় অসম্ভবই বলা যেতে পারে কিন্তু কেন? সুখের হরমোন অধিকাংশ মানুষ প্রথম প্রেমে পড়েন কৈশোর কিংবা প্রথম তারুণ্যে। এ সময় দেহে হরমোনের প্রভাব থাকে প্রবল। একজন মানুষের প্রতি ভিন্ন রকম আকর্ষণের প্রথম অনুভূতিটা তাই হয় তীব্র। ভালো লাগার মুহূর্তগুলোতে সুখের হরমোন নিঃসৃত হয়। পছন্দের মানুষের সান্নিধ্যে এসব হরমোনের নিঃসরণ হয় আর তাতে একজন মানুষ দারুণ সুখ অনুভব করেন। ভালো লাগার অনুভূতির সঙ্গে সেই মানুষটি যে জড়িয়ে আছেন, এ বিষয়টা তাঁর মস্তিষ্কে গেঁথে যায়। প্রথম প্রেমকে তাই ভোলা মুশকিলই বটে! প্রথমবার 'বড়' হয়ে ওঠাশৈশব থেকে জীবনের একটি নির্দিষ্ট ধারায় থাকে মানুষ। সেই ধারাতে নিজের অবস্থান থাকে 'ছোটমানুষ'। বড়দের দেখে 'বড়' হওয়ার বাসনাও থাকে মনে। প্রথম প্রেম এমন এক বিশেষ ঘটনা, যার কারণে প্রথমবারের মতো নিজেকে আলাদা একটি অবস্থানে আবিষ্কার করা যায়। এই অবস্থান কিন্তু 'বড়' হয়ে ওঠার একটি অবস্থান। প্রেমের পাঠআক্ষরিক অর্থে কাউকে প্রেম শিখিয়ে দিতে হয় না ঠিকই, কিন্তু জীবনে প্রথমবার বিশেষ কাউকে পেয়ে যাওয়ার পর মানুষ সেই ভালোবাসা থেকেই অনেক কিছু শেখে। একটি কথা বলার পর হয়তো উপলব্ধি হয়, কথাটা বলা ঠিক হয়নি! কিংবা কোনো একটি কথা না বলার কারণে পরে আফসোস হয়, কেন যে বলা হলো না! প্রথম প্রেম থেকে এভাবেই মানুষ প্রেম সম্পর্কে নানান কিছু শিখে ফেলে। প্রথম প্রেম ব্যর্থ হলেও কিন্তু সেই 'শিক্ষা' আজীবন কাজে আসে। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনানতুন অনুভূতি, ভালো লাগা, বড় হয়ে ওঠাএসব বিবেচনার বাইরেও কিন্তু প্রথম প্রেম জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথমবারের মতো বিশেষ কাউকে উপহার দেওয়া কিংবা কারও থেকে উপহার পাওয়া, প্রথমবার কাউকে প্রেম নিবেদন করা কিংবা প্রেমের প্রস্তাব পাওয়া, প্রথমবার কারও সঙ্গে প্রেমময় সময় কাটানোসবই আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে জমা হতে পারে স্মৃতিতে। পরবর্তীকালে একই ধরনের ঘটনা ঘটলেও প্রথমটির অনুভূতি ফিরে ফিরে আসতেই পারে মনে। তবু জীবন এগিয়ে যায়নানাবিধ বাস্তব কারণেই প্রথম প্রেমে ব্যর্থতার হার বেশি। সেই ব্যর্থতা আপনার কষ্ট হতে পারে কিন্তু গ্লানি নয়। প্রথম প্রেমের স্মৃতি মনে জাগিয়ে রেখেই জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারেন আপনি। সহজভাবে শুরু করতে পারেন নতুন একটি সম্পর্ক। পুরোনো অভিজ্ঞতা কাজেও দেবে নিঃসন্দেহেই। কম বয়সের সেই অনুভবকে বুকের গহিনে রেখেই আপনার বর্তমানকে রঙিন করে তুলতে পারেন। রঙের আঁচড় দেওয়ার তুলিটা তো আপনারই হাতে।

চাঁদে অবতরণ করার পথে বেসরকারি মার্কিন মহাকাশযান 'ব্লু ঘোস্ট'

চাঁদে অবতরণ করার পথে রয়েছে বেসরকারি মার্কিন মহাকাশযান 'ব্লু ঘোস্ট'। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চন্দ্রপৃষ্ঠে নামতে পারে এটি। এই অভিযান সফল হলে তা হবে চাঁদে বেসরকারি কোনো মহাকাশযান যাওয়ার দ্বিতীয় ঘটনা।ব্লু ঘোস্টকে চাঁদের উত্তরপূর্বের কাছাকাছি মেয়ার ক্রিসিয়াম এলাকার মনস ল্যাটরেইল নামক স্থানের কাছে অবতরণ করানোর প্রচেষ্টা চালানো হবে।

মহাকাশ প্রতিষ্ঠানটি গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বলেছে, 'ব্লু ঘোস্ট চাঁদে নামার পথে!'এ মিশনের ডাকনাম দেওয়া হয়েছে, 'ঘোস্ট রাইডার্স ইন দ্য স্কাই'। এক বছরের কিছু বেশি সময় আগে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথমবারের মতো চাঁদে নভোযান পাঠানো হয়। বর্তমান মিশনটি হচ্ছে এ ধরনের দ্বিতীয় অভিযান। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার অংশীদারত্বের একটি অংশ হিসেবে এ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

সোনালি রঙের মহাকাশযান ব্লু ঘোস্ট আকারে একটা জলহস্তীর সমান। স্পেসএক্স ফ্যালকন ৯ রকেটের সহায়তায় গত ১৫ জানুয়ারি এটি উৎক্ষেপণ করা হয়। চলার পথে পৃথিবী ও চাঁদের চমকে দেওয়ার মতো সব দৃশ্য ধারণ করেছে মহাকাশযানটি।ব্লু ঘোস্ট ১০টি যন্ত্র বহন করছে। এর মধ্যে দুটি হলো, চাঁদের মাটি পরীক্ষানিরীক্ষা করার যন্ত্র ও তেজস্ক্রিয়তা সহনীয় একটি কম্পিউটার। চাঁদের পূর্ণ এক দিন (পৃথিবীর ১৪ দিন) কাজ চালানোর উপযোগী করে ব্লু ঘোস্ট মিশনকে সাজানো হয়েছে। আগামী ১৬ মার্চ ব্লু ঘোস্ট চাঁদ থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্য ধারণ করবে। এর আগে গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে চাঁদে মহাকাশযান পাঠায় যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি 'ইনটুইটিভ মেশিনস'। ১৯৭২ সালে অ্যাপোলো ১৭ মিশনের পর চাঁদে মহাকাশযান পাঠানোর প্রথম ঘটনাও ছিল এটি।

একটু সময় নিয়েই বরকনের নিজেদের প্রস্তুত করে তোলা উচিত

বড়সড় অনুষ্ঠান হোক কিংবা না হোক, বিয়ে পড়ানোর আয়োজন বরকনের জীবনের এক অনন্য দিন নিঃসন্দেহে। তবে চটকদার বিজ্ঞাপনে প্রলোভিত হয়ে অল্প সময়ে নিজেকে সুন্দর করে তুলতে চাইলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই একটু সময় নিয়েই বরকনের নিজেদের প্রস্তুত করে তোলা উচিত। জীবনের যেকোনো পর্যায়েই স্বাস্থ্যকর খাবার ও পর্যাপ্ত জল খাওয়া, ঠিকঠাক ঘুম আর চাপমুক্ত জীবনযাপন প্রয়োজন সুস্থতার জন্য। জীবনের নতুন ইনিংস শুরুর আগেও এ চর্চা আবশ্যক। চাইলে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সৌন্দর্যসেবাও নেওয়া যেতে পারে।

কনের প্রাণবন্ত ত্বক

অন্তত ছয় সপ্তাহ সময় নিয়ে বিয়ের দিনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা ভালো। অন্যান্য যত্নের পাশাপাশি ভিটামিন সি সিরাম দারুণ কাজে দেয়। কুড়িটা ভিটামিন সি ট্যাবলেট গুঁড়া করে এর সঙ্গে পরিমাণমতো অ্যালোভেরা জেল, কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন আর কয়েক ফোঁটা গোলাপজল মিশিয়ে স্প্রে বোতলে রেখে দিলে সিরাম হিসেবে ব্যবহার করা যায় কুড়ি-পঁচিশ দিন অবধি।

তাঁর কাছ থেকেই জেনে নিন কিছু ফেসপ্যাক তৈরির উপায়। সপ্তাহে দুই দিন ব্যবহার করতে পারেন এসব ফেসপ্যাক।

শুষ্ক ত্বকের জন্য ভাজা চিনাবাদামের খোসা ও বাদামের পাতলা বাদামি স্তর ফেলে বাদাম গুঁড়া করে নিন। ভাজা গমও গুঁড়া করে নিতে হবে। এই দুই উপকরণ সমপরিমাণে নিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে রাখুন একটি কাচের বয়ামে। ফেসপ্যাকের জন্য বয়াম থেকে নিয়ে নিন প্রয়োজনমতো। এরপর ফুটন্ত দুধে মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। আগে থেকে বীজ ফেলে ব্লেন্ড করে রাখা একটা মাঝারি আকারের খেজুরও যোগ করুন এ সময়। ঠান্ডা করে মুখে প্রয়োগের ১৫ মিনিট পর মালিশ করে করে তুলে ফেলুন।

সংবেদনশীল ত্বকের জন্য হালকা ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে শুকিয়ে নিন কিছু মটর কিংবা মুগডাল। মিহি গুঁড়া করে কাচের বয়ামে রেখে দিন। প্যাক তৈরির জন্য ডালের গুঁড়ার সঙ্গে পরিমাণমতো টকদই, কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন আর একচিমটি কর্পূর মিশিয়ে নিন খুব ভালোভাবে। প্যাক লাগানোর ১৫ মিনিট পর মালিশ করে করে তুলে ফেলুন। তৈলাক্ত ত্বক কিংবা যাঁদের ত্বকে ব্রণ আছে, তাঁরা ২ টেবিল চামচ লবঙ্গ, ২৫টি তেজপাতা আর ৮-১০টি দারুচিনি নিয়ে হালকা ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে শুকিয়ে নিন। এরপর গুঁড়া করে মিশিয়ে কাচের বয়ামে রাখুন। প্যাক তৈরির সময় বয়াম থেকে দেড় চাচামচ পরিমাণ বের করে নিন। এর সঙ্গে এক চাচামচ ময়দা আর এক চাচামচ চালের গুঁড়া নিন। জল মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। প্যাকটি প্রয়োগের পর জ্বালা ভাব হবে। তাতে ভয় নেই। জ্বালা বন্ধ হলে এরপর ধুয়ে ফেলুন। ব্রণ থাকলে রোজ ব্যবহার করতে হবে, তবে শুধু ব্রণের জায়গায়।

কনের চুলের যত্নে

আমলকী, শিকাকাই, মেথি আর ব্রাহ্মীর গুঁড়া নিন সমপরিমাণে। ভালোভাবে মিশিয়ে রেখে দিন কাচের বয়ামে। গরম জলেতে গুলিয়ে ঠান্ডা করে মাথার ত্বকে লাগাতে হবে সপ্তাহে দু-তিন দিন। মাথার ত্বকে প্যাক লাগিয়েই চুলে নারকেল তেল বা তিলের তেল লাগিয়ে ফেলুন। এরপর কালো তোয়ালে গরম জলেতে ভিজিয়ে নিংড়ে মাথায় জড়িয়ে রাখুন কিংবা যন্ত্রের সাহায্যে স্টিম নিন। এক ঘণ্টা পর ধুয়ে ফেলুন। চুল প্রাণবন্ত ও ঘন দেখাবে।

বরেরও চাই যত্ন

বরের যত্নআত্তি প্রসঙ্গে। মাস তিনেক হাতে নিয়ে

নিজের যত্ন শুরু করা ভালো। শীত মৌসুমে মুখে শিট মাস্ক ব্যবহার করুন, প্রয়োজন বুঝে সপ্তাহে এক থেকে চার দিন। নিয়মমাফিক স্ক্রাবিংও করা চাই। ত্বকে ময়েশ্চারাইজার দিন প্রতিদিন দুতিনবার। সানস্ক্রিন সামগ্রীও প্রয়োজন। দাগছোপ কমাতে বা ত্বক উজ্জ্বল করতে আপনার জন্য কোন ধরনের ঘরোয়া যত্নের প্রয়োজন, একজন বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে সে বিষয়ে পরামর্শ নিন। দুই সপ্তাহ অন্তর মেনিকিওর ও পেডিকিওর করান। আর বিয়ের তিন-চার দিন আগে একবার।

চুল আর দাড়ি যদি থাকে, নতুন স্টাইল আনতে চাইলে আক্‌দের দু-তিন মাস আগেই তা করা উচিত। যাঁকে দিয়ে আপনি সব সময় চুল-দাড়ি কাটানোর কাজ করিয়ে থাকেন, তাঁর কাছেই যাওয়া উচিত এ সময়টাতেও। পরীক্ষামূলকভাবে অন্য কারও হাতে এসব কাজ করাতে যাবেন না। নইলে আপনার সব সময়কার স্টাইলটাই রাখুন, কেবল মাপমতো ছোট করে নিন। চুল-দাড়ি ছাঁটার কাজটি আক্‌দের কত দিন আগে করাবেন, তা অবশ্য নির্ভর করছে আপনার চুল-দাঁড়ির বৃদ্ধির হারের ওপর। প্রতিবার দাড়ি কামানোর পর তিন-চার দিন পর্যন্ত আফটার শেভ প্রসাধন ব্যবহার করুন।

Name Change
I, Yasmina & Jasmin (old name) wife of Antony Thomas, residing at 1/1/31/1, Uttar Chakmir Purti Flower Pilar No-140, Naskar Para, P.O.- Maheshtola, Dist.- South 24 Parganas, Pin-700141, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Yasmina Bibi (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, dated 31/01/2025. That Yasmina Bibi (New Name) and Yasmina & Jasmin (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Rehena Bibi (old name) wife of Harun Ali Mallik, residing at Vill.& P.O.- Chak Enayetnagar, P.S.- Bishnupur, Dist.- South 24 Parganas, Pin- 743503, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Bebi Bibi (New Name) as declared before the Notary Public at Alipore, South 24 Parganas, dated 19/02/2025. Bebi Bibi (New Name) and Rehena Bibi (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sk Abdul High (old name) son of Iyakub Shaikh, residing at Vill.- Khastika, P.O.- Bakhrahat, P.S.- Bishnupur, Dist.- South 24 Parganas, Pin- 743377, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Hai Shaikh (New Name) as declared before the Notary Public at Alipore, South 24 Parganas, dated 19/02/2025. Abdul Hai Shaikh (New Name) and Sk Abdul High (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Golam Mohim Khan (old name) son of Rabiyal Khan, residing at Vill.& P.O.- Chak Enayetnagar, P.S.- Bishnupur, Dist.- South 24 Parganas, Pin- 743503, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Golam Mahim Khan (New Name) as declared before the Notary Public at Alipore, South 24 Parganas, dated 19/02/2025. Golam Mahim Khan (New Name) and Golam Mohim Khan (old name) both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল শ্রীমতি অঞ্জলি সরদার স্বামী মনিন্দ্র সরদার সাং ১৭০/১৩/১৪ জেমস লং সরণি, পোস্ট ঠাকুরপুকুর,থানা হরিদেবপুর কলকাতা ৭০০০৬৩ মৌজা কলুয়া,এল আর দাগ ৮৮৫ ,এল আর খতিয়ান ১৬৮৬,২৫৩৩ কমবেশি ১ কাঠা জমি এ ডি এস আর বেহালা আই ৮৭৯৪/২০১৮ এই দলিল মূলে শ্রীমতি মঞ্জু হালদার শ্রীমতি স্মৃতি রায় থেকে ক্রয় করেন এ ডি এস আর বেহালা রেজিস্ট্রিকৃত দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়ে এর সকলের আমমোক্তার হলেন,রায় তুষার মজুমদার শম্ভু হালদার এ ডি এস আর বেহালা বুক নাম্বার ১ ভলিউম ৪ পেজ ১৭৯৫ থেকে ১৮০৭ বিং ০০১৪৬/২০১৩ নিযুক্ত হন বর্তমানে আমার মক্কেল ওই জমি দখলে আছেন ওই জমির মিউটেশনের জন্য বি এল এন্ড আর ও কাছে ব্লক কেএমসি বিল্ডিং ৫ এস এন ব্যানার্জি রোড , কলকাতা ৭০০০১৩ অফিসে আবেদন করেছেন কেস নাম্বার MN/2025/1630/3183 তা সকলকে অবগত করা হলো এই জমির বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে আগামী এক সপ্তাহের এর মধ্যে এই অফিসে জানাবেন। অনুমত্যা অনুসারে সেলিম শেখ Regd. No.- F1157 OF 2007

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল শ্রী বাপি ঘোষ পিতা স্বর্গীয় হরিপদ ঘোষ সাং ৭১/১ নিউ টালিগঞ্জ পোস্ট পূর্বপুটিয়ারি থানা রিজেন্ট পার্ক কলকাতা ৭০০০৯৩ মৌজা কৃষ্ণনগর,এল আর দাগ ২৬৮, এল আর খতিয়ান ২৯৭ কমবেশি ২ ছটাক জমি এ ডি এস আর ২ আলিপুর আই ১০৯৭৫ /২০২৪ এই দানপত্র দলিল মূলে আমার মক্কেল এর স্ত্রী শ্রীমতি কাকুলি ঘোষ ওনাকে জমিটি দান করেন শ্রীমতি কাকুলি ঘোষ জমি এ ডি এস আর ২ আলিপুর আই ৮৫০ /২০২৪ এই দলিল মূলে শ্রীমতি আরতী রায় এর থেকে খরিদ করেন এস আর আলিপুর রেজিস্ট্রিকৃত দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়ে এর আমমোক্তার হলেন, দীপু ভোজ এস আর আলিপুর বুক নাম্বার ৪ ভলিউম ১৬ পেজ ১৮ থেকে ২১ বিং ৩০৩ ইয়ার ২০০১ নিযুক্ত হন বর্তমানে আমার মক্কেল ওই জমি দখলে আছেন ওই জমির মিউটেশনের জন্য বি এল এন্ড আর ও কাছে ব্লক কেএমসি বিল্ডিং ৫ এস এন ব্যানার্জি রোড , কলকাতা ৭০০০১৩ অফিসে আবেদন করেছেন কেস নাম্বার MN/2025/1630/2672 তা সকলকে অবগত করা হলো এই জমির বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে আগামী এক সপ্তাহের এর মধ্যে এই অফিসে জানাবেন। অনুমত্যা অনুসারেসেলিম শেখ Regd. No.- F1157 OF 2007

Name Change
I, Rabial Khan (old name) son of Mobarak Khan, residing at Vill. & P.O.- Chak Enayetnagar, P.S.- Bishnupur, Dist.- South 24 Parganas, Pin- 743503, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rabiyal Khan (New Name) as declared before the Notary Public at Alipore, South 24 Parganas, dated 19/02/2025. Rabiyal Khan (New Name) and Rabial Khan (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Ebrahim Akhan (old name) son of Subid Ali Akhan, residing at Vill.- Chak Bagi, P.O.- & P.S.- Bishnupur, Dist.- South 24 Parganas, Pin- 743503, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ibrahim Akhan (New Name) as declared before the Notary Public at Alipore, South 24 Parganas, dated 19/02/2025. Ibrahim Akhan (New Name) and Ebrahim Akhan (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Kalu Sk (Old Name) S/O–Artuj Ali resident of Vill-Laxminarayanpur, Po-Jibanti, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby decrale that I have changed my name from Kalu Sk to Sajibul Sk and hencefort I shall be known as Sajibul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/02/2025 . My name Sajibul Sk & Kalu Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Shrinibas Mandal (Old Name) S/O–Narayan Mandal resident of Katlamari, Sarandajpur, Mohanganj, Raninagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742308 do hereby decrale that I have changed my name from Shrinibas Mandal to Chinibas Mandal and hencefort I shall be known as Chinibas Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/02/2025 . My name Chinibas Mandal & Shrinibas Mandal both are same and one identical person.

Name Change
I, Ashis Sikdar (Old Name) S/O–Akul Sikdar resident of Vill-Ghugharagachhi, Po-Swarnakhali, Ps-Krishnaganj, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741506 do hereby decrale that I have changed my name from Ashis Sikdar to Asish Sikdar and hencefort I shall be known as Asish Sikdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/02/2025 . My name Asish Sikdar & Ashis Sikdar both are same and one identical person.

Name Change
I,Mosibat Sk (Old Name) S/O–Mawla Boks Sk resident of Vill-Hatpara, Po-Hazarpur Nabagram, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby decrale that I have changed my name from Mosibat Sk to Masibat Sk and hencefort I shall be known as Masibat Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/02/2025 . My name Masibat Sk & Mosibat Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Bhagwati Saraogi (old name) son of Ram Ratan Saraogi, residing at 618, Dakshin Dari Road, Sreebhumi, South Dum Dum (m), North 24 Parganas, Kolkata-700048, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Bhagwati Prasad Saraogi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 28/02/2025. Bhagwati Saraogi (old name) and Bhagwati Prasad Saraogi (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sumitra Devi Saraogi (old name) D/o Brij Lal Sureka and W/o Bhagwati Prasad Saraogi, residing at 618, Dakshin Dari Road, Sreebhumi, South Dum Dum (m), North 24 Parganas, Kolkata-700048, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sumitra Saraogi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 28/02/2025. Sumitra Devi Saraogi (old name) and Sumitra Saraogi (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Krishna Cheetri S/o Late Purna Bahadur Chhetri Residing at 28/1/2, Arya Samiti Road, P.o - Behala, P.s - Parnasree, District - Kolkata, Pin-700034 West Bengal India shall henceforth be known as Krishna Chhetri. I declare that Krishna Cheetri and Krishna Chhetri is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-02-2025.

Name Change
I, Santosh Kumar Gokulka S/o Late Matadin Gokulka Residing at Rare Earth Block 1, Flat-13C, 93, Narkeldanga Main Road, Swabhumi Kadapara, P.o - Kankurgachi, P.s - Phoolbagan, District - Kolkata, Pin-700054 West Bengal India shall henceforth be known as Santosh Gokulka. I declare that Santosh Kumar Gokulka and Santosh Gokulka is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-02-2025.

Name Change
I, K. Antony Thomas (old name) son of Kulanthaiesu, residing at 1/1/31/1, Uttar Chakmir Purti Flower Pilar No-140, Naskar Para, P.O.- Maheshtola, Dist.- South 24 Parganas, Pin- 700141, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Antony Thomas (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, dated 31/01/2025. That Antony Thomas (New Name) and K. Antony Thomas (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Nazrul Deoyan S/o Saheb Dewan Residing at Vill - Mutan Gram Paschim Para, P.o - Bara Andulia, P.s - Chapra, District - Nadia, Pin - 741124 West Bengal India shall henceforth be known as Nazrul Dewan. I declare that Nazrul Deoyan and Nazrul Dewan is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 28-02-2025

Name Change
I, Md Idel Dhabak S/o Kader Box Dhabak Residing at Vill - Daulia, P.o - Talukhuda, P.s - Chapra, District - Nadia, Pin - 741123 West Bengal India shall henceforth be known as Aidel Dhabak. I declare that Md Idel Dhabak and Aidel Dhabak is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 28-02-2025

দেশ-বিদেশ

দিল্লিতে ১৫ বছরের গাড়িকে পেট্রোল নয়, দূষণ নিয়ন্ত্রণে কড়া নিয়ম বিজেপি সরকারের

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ ঃ ১৫ বছরের পুরনো গাড়িকে পেট্রোল বা ডিজেল দেওয়া হবে না। রাজধানীর দূষণ যন্ত্রণা লাঘব করতে এমনই কড়া পদক্ষেপ দিল্লির বিজেপি সরকারের। দূষণ রুখতে ম্যারাথন বৈঠকের পর দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী মনজিন্দর সিং শেরশাহ জানিয়ে দিলেন, শুধু জ্বালানি তেল দেওয়া বন্ধ নয়, বাইরে থেকে আসা ১৫ বছরের পুরনো কোনও গাড়িকে ঢুকতে দেওয়া হবে না দিল্লিতে। দূষণ যন্ত্রণায় দীর্ঘ বছর ধরে নাজেহাল রাজধানী দিল্লি। প্রতি বছর এই ইস্যুতে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চরম আকার নিলেও দূষণের বাস্তব সুরাহা অধরাই ছিল। এই সমস্যা সুর করতে শনিবার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী মনজিন্দর সিং শেরশাহ। এর পরই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন আপ সরকারকে নিশানা করে তিনি বলেন, দূষণ হোক বা জল, বিগত সরকার কোনও সমস্যার কোনও সুরাহা করেনি। আমরা দেখেছি দূষণের রুখতে হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যা ব্যবহারই করা হয়নি। এরপরই মন্ত্রী বলেন, আমরা একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছি দূষণ কমানোর জন্য। যা ভবিষ্যতে লাগু হবে। বায়ুদূষণ রুখতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ১৫ বছরের পুরনো যেসব গাড়ি রয়েছে সেগুলি আর পাম্পে গিয়ে জ্বালানি তেল পাবেন না। আগামী ৩১ মার্চ থেকে লাগু হবে এই নিয়ম। আমরা বিশেষ ধরনের যন্ত্র পেট্রোল পাম্পে বসাচ্ছি। যে যন্ত্র ১৫ বছরের পুরনো গাড়িকে চিহ্নিত করবে এবং তাতে তেল যাবে না। ইতিমধ্যেই আমরা ৮০ শতাংশ পেট্রোল পাম্পে এই যন্ত্র বসিয়েছি। শীঘ্রই ১০০ শতাংশ পাম্পে এটা বসে যাবে। শুধু তাই নয়, এই ধরনের গাড়িকে চিহ্নিত করতে বিশেষ দল গঠন করা হবে। বাইরে থেকে আসা পুরনো গাড়িকে ঢুকতে দেওয়া হবে না দিল্লিতে। এছাড়া মন্ত্রী বলেন, দূষণ রুখতে দিল্লির সমস্ত বড় নির্মাণক্ষেত্র, বিমানবন্দর, বড় অফিস, হোটেলে অ্যান্টি স্মোকগান লাগানো বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। ক্লাউড সিডিং করাতে যা যা অনুমতির প্রয়োজন হয় তা আমরা নেব। এবং নিশ্চিত করব দিল্লিতে দূষণের মাত্রা বেড়ে গেলে যাতে কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এখানেই শেষ নয়, দিল্লিতে বেশি বেশি করে গাছ লাগাতে পড়ুয়াদের উৎসাহী করা হবে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের দিয়ে এই কাজটি করা হবে গাছ লাগালে সরকারের তরফে পড়ুয়াদের সার্টিফিকেট দেওয়ারও উদ্যোগ নেওয়া হবে।

দোলযাত্রা উৎসব

আসন্ন দোলযাত্রা উপলক্ষে শুরু হল মায়াপুর ইসকনের ৭২ কিমি নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা

দেবাশীষ কংশবণিক, মায়াপুর, ২ মার্চ ঃ আসন্ন দোলযাত্রা বা গৌড় পূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষে মায়াপুর ইসকন চন্দ্রদয় মন্দিরের উদ্যোগে শুরু হল নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা। প্রায় ১৫ হাজার দেশী-বিদেশী ভক্ত সমাগমে ৭ দিন ব্যাপী পদব্রজে ৭২ কিলোমিটার নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা শেষ হবে আগামী ৮ মার্চ। নিয়ম মেনে প্রতি বছর দোল উৎসবের আগে পদব্রজে নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমায় শামিল হলেন মায়াপুর ইসকনের হাজার হাজার দেশি-বিদেশী ভক্তবৃন্দ। রবিবার ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই শুরু হয়ে যায় ইসকনের প্রধান কেংদ্র মায়াপুর চন্দ্রদয় মন্দিরের ৭ দিনব্যাপী পদব্রজে নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা। নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা বা পদযাত্রায় অংশ নিয়েছে দেশি-বিদেশি প্রায় হাজার ১৫ ভক্ত। উল্লেখ্য,সন্ন্যাস গ্রহণের আগে নবদ্বীপের যেসব জায়গায় নিমাই অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের যাতায়াত ছিল,সেই সমস্ত জায়গায় হরিনাম সংকীর্তন সহযোগে ভক্তরা পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে পৌঁছাবেন সেই সব জায়গায়। কারণ একটাই, নবদ্বীপ-মায়াপুরের দোল যত না শ্রীকৃষ্ণের,তার থেকে অনেক বেশি নবদ্বীপের ভূমিপুত্র শ্রীচৈতন্যদেবের। শ্রীচৈতন্যের দেউল,নদীর পাড়,প্রান্তর,পাড়া গাঁ ছুঁয়ে যাওয়ার রীতিও আছে। নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা করতে প্রতিবছর পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে ছুটে

আবির্ভাব তিথি পালনই হল এখানকার দোল উৎসবের মূল আকর্ষণ। দোল উৎসবের আগে ৭ দিন ধরে চলে নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা। নিতান্তই পথ হাঁটতে কেউ অক্ষম হলে অন্তত একটি দিন - চৈতন্যধাম নবদ্বীপের ভগ্ন আসেন হাজার হাজার বিদেশী ভক্ত। মোট সাত'টি দলকে নিয়ে পৃথকভাবে শুরু হয় মন্ডল পরিক্রমা। মায়াপুর ইসকনের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, বিশ্বের বহু দেশ থেকে আসা বেশ কয়েক হাজার বিদেশি ভক্তের পাশাপাশি দেশি ভক্তকে নিয়ে শুরু হয়েছে মায়াপুর ইসকনের পরিক্রমা । কাজের সুবিধার জন্য ভক্তদের ৭টি দলে ভাগ করা হয়েছে। টানা ৭ দিন, ছ'রাত ধরে চলবে পরিক্রমা। আগামী ৮ মার্চ শেষ হবে পদব্রজে ৭২ কিলোমিটার নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা। সূত্রের খবর,ভাষার ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে মায়াপুর ইসকনের ৭টি পরিক্রমার দলকে। কেবলমাত্র বিদেশি ভক্তদের নিয়ে একটি দল। পরিক্রমায় সেই দলটি ' নামে চিহ্নিত। এবছরও বেশ কয়েক হাজার ভক্ত ওই দলে সামিল হয়েছেন। হিন্দি-ভাষীদের জন্য করা হয়েছে একটি পৃথক দল। ওই দলেতেও রয়েছেন বহু রাজ্যের প্রচুর ভক্ত। ' ভক্তবৃন্দ' নামে রয়েছে বাংলাভাষীদের একটি দল। যাতে দুই বাংলার সঙ্গে অসম, ত্রিপুরার বাঙালিরা শামিল। গৃহী ভক্তদের জন্য ' নামে একটি দল রয়েছে। সেই দলে রয়েছেন প্রায় হাজার পাঁচেক ভক্ত। রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান,পদ যাত্রার মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি,মৈত্রী ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণের জন্য এই পরিক্রমার আয়োজন।

এবার বাংলাদেশ থেকে ১০০০ টন ইলিশ কিনবে চিন

ঢাকা, ২ মার্চ ঃ আরও বেশি করে ইলিশের স্বাদ উপভোগ করতে চায় চিন। দেশে এই মাছের চাহিদা তুঙ্গে থাকায় 'রূপালি শস্য' আমদানি করার জন্য ঢাকার কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বেজিং। এনিয়ে ঢাকায় সচিবালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চিনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। প্রাথমিকভাবে এক হাজার টন ইলিশ কেনার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন ওয়েন। বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন ও চিনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়ন এবং বাণিজ্য ও

বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বৈঠকের পর বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, চিন বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন অংশীদার ও বন্ধুত্বপ্রতীম দেশ। অধিক বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও চিনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশে কৃষি, পরিবহণ, কৃষি-যন্ত্রপাতি ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে চিনা বিনিয়োগ বৃদ্ধিরও আহ্বান জানান তিনি। বাংলাদেশে চিনা বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে শেখ বশিরউদ্দিন বলেন, এ দেশে ট্রাক উপাদন কারখানা স্থাপন এবং কৃষির আধুনিকীকরণে বিনিয়োগ উভয় দেশের জন্যই সুফল বয়ে আনবে।'এরপর চিনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, ৩০টি চিনা কোম্পানি চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ করার বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে। চিনে ইলিশ মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ইলিশ মাছ রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর সুযোগ রয়েছে। প্রাথমিকভাবে এক হাজার টন ইলিশ আমদানির আগ্রহ প্রকাশ করেন চিনের রাষ্ট্রদূত। তিনি আরও উল্লেখ করেন, চিন বাংলাদেশ থেকে আম, কাঁঠাল ও পেয়ারা আমদানি করতে এবং বাংলাদেশে এসব খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে চায়।

কল্যাণীতে অ্যাম্বুল্যান্সে ধাক্কা লরির, দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝাড়খণ্ডের তিন বাসিন্দার

দুরন্ত বার্তা, কল্যাণী, ২ মার্চ ঃ কল্যাণীর হরিণঘাটায় পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন তিন জন। আহত অবস্থায় আরও চার জনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে তিন জনের আঘাত গুরুতর। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের জাগুলি মোড়ে। ঝাড়খণ্ডের পাকুড় থেকে অ্যাম্বুল্যান্সটি রোগী নিয়ে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল। উল্টো দিক থেকে আসা ১২ চাকার একটি লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। অ্যাম্বুল্যান্সটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। লরিটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্ঘটনাস্থলেই তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত অবস্থায় চার জনকে কল্যাণীর জওহরলাল নেহরু হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁদের।

চোপড়ায় ছিলতাইয়ে গ্রেপ্তার ৫, পুরুষশূন্য গোটা গ্রাম, বসল না হাটও

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২ মার্চ ঃ শনিবার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে স্থানীয়দের বাধার মুখে পড়ে পুলিশ। ধুন্ধুমার বেঁধে যায় চোপড়ার কালিকাপুর এলাকায়। রবিবার থমথমে এলাকা। গ্রাম প্রায় পুরুষ শূন্য। রবিবারে দাসপাড়ায় হাট থাকলেও দেখা নেই ক্রেতা, বিক্রেতার। গ্রামে মোতায়েন পুলিশ। এদিকে পুলিশের হাত থেকে আসামিকে ' ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের আদালতে পেশ করা হবে। রবিবার গ্রামজুড়ে নিঃশব্দতা! অনেক কম ব্যবসায়ী হাটে এসেছেন। বন্ধ রয়েছে গ্রামের দোকানগুলিও। মুদিখানা থেকে মিষ্টি এমনকী বন্ধ অনেক ওষুধের দোকানও। অভিযুক্ত মুজিবর রহমানের বাড়ির সদস্যরাও বাড়ি ছেড়েছেন। তাঁদের দেখা মেলেনি। এদিকে কালকের ঘটনায় পুলিশ ২৭ জনকে আটক করে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গভীর রাতের দিকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পলাতক আসামি খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। অনুমান, অভিযুক্ত ভিনরাজ্যে পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। শনিবার মাদক পাচার থেকে অস্ত্রপাচারের অভিযোগে চোপড়ার চুটিয়াখোর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্য মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করতে যায় পুলিশ। কিন্তু পুলিশের চোখ এড়িয়ে বাড়ির পিছন দিয়ে বাঁশবন টপকে পুকুরে ঝাঁপ দেয় সে। এই সময় পুলিশকে তীব্র বাধার মুখে পড়তে হয়। অভিযোগ, এলাকার মহিলারা তাদের ঘিরে ফেলে সরকারি কাজে বাধা দেয়। মুজিবরকে পুকুর থেকে তুলে পুলিশের ভ্যানে তোলার চেষ্টা করতেই ফের পিঠটান দেয় সে। এই সময়ও স্থানীয় মহিলারা তাকে ' করছিল বলে খবর। এরপর ধানখেত ধরে ছুটতে থাকে অভিযুক্ত। পুলিশও তাড়া করলেও তাকে আর ধরতে পারেনি। গ্রামবাসীরা রীতিমতো তাকে ' নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। খোঁজে তল্লাশি চলছে।

চামোলি তুষারধসে ৪৬ জন স্থিতিশীল, উদ্ধার আরও দু'টি দেহ

দেহরাদূন, ২ মার্চ ঃ উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার ভয়াবহ তুষারধসের ঘটনায় স্থিতিশীল রয়েছেন ৪৬ জন বিআরও শ্রমিক। তবে, ৩ জনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। রবিবার জোশিমঠ আর্মি হাসপাতাল থেকে মেজর অমিত কুমার মিশ্র বলেছেন, আমাদের এখানে ৪৫ জন রোগী রয়েছেন। ৩ জনের অবস্থা গুরুতর, একজনের লিভারে রক্তক্ষরণ হচ্ছে এবং আমরা রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে এটি পরিচালনা করার চেষ্টা করছি। আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত বাকিরা সবাই স্থিতিশীল। এদিন সকালে দেহরাদূনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, আহত ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় ৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ৪৬ জন স্থিতিশীল এবং তাদের মধ্যে একজনকে ঋষিকেশে (এইমস) রেফার করা হয়েছে। নিখোঁজ ৪ জন শ্রমিকের জন্য অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান চলছে, আমরা সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টা করছি। এরপরই দুপুরে সেনাবাহিনী পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বরফের নীচ থেকে আরও দু'টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। ৫৪ জনের মধ্যে ৫৩ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং একজন এখনও নিখোঁজ।

চামোলি তুষারধসে মৃত্যু বেড়ে ৭, এখনও খোঁজ নেই একজনের

দেহরাদূন, ২ মার্চ ঃ উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার ভয়াবহ তুষারধসের ঘটনায় স্থিতিশীল রয়েছেন ৪৬ জন বিআরও শ্রমিক। তবে, ৩ জনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। তুষারধসের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের, এখনও একজনের কোনও খোঁজ মেলেনি। রবিবার জোশিমঠ আর্মি হাসপাতাল থেকে মেজর অমিত কুমার মিশ্র বলেছেন, আমাদের এখানে ৪৫ জন রোগী রয়েছেন। ৩ জনের অবস্থা গুরুতর, একজনের লিভারে রক্তক্ষরণ হচ্ছে এবং আমরা রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে এটি পরিচালনা করার চেষ্টা করছি। আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত বাকিরা সবাই স্থিতিশীল। এদিন সকালে দেহরাদূনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, আহত ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় ৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ৪৬ জন স্থিতিশীল এবং তাদের মধ্যে একজনকে ঋষিকেশে (এইমস) রেফার করা হয়েছে। নিখোঁজ ৪ জন শ্রমিকের জন্য অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান চলছে, আমরা সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টা করছি। এরপরই দুপুরে সেনাবাহিনী পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বরফের নীচ থেকে আরও ৩টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। ৫৪ জনের মধ্যে ৫৩ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং একজন এখনও নিখোঁজ। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে মানা তুষারধস স্থান থেকে আরও তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মোট মৃত্যুর সংখ্যা বো। হল ৭ এবং একজন নিখোঁজ রয়েছেন ও অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে।

বড় সিদ্ধান্ত মায়াবতীর

লখনউ, ২ মার্চ ঃ বড় সিদ্ধান্ত নিলেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র প্রধান মায়াবতী। বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী রবিবার তাঁর ভাইপো আকাশ আনন্দকে জাতীয় সমন্বয়কের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এদিন লখনউতে অনুষ্ঠিত দলের জাতীয় সভায় অনুপস্থিত ছিলেন আকাশ। এরপরই এই সিদ্ধান্ত নিলেন মায়াবতী। বিএসপি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আকাশ আনন্দের জায়গায় মায়ারতী নিজের ভাই আনঃদ কুমার এবং রামজি গৌতমকে জাতীয় সমন্বয়কারী হিসেবে নিযুক্ত করেন।

মুর্শিদাবাদে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে লরির ধাক্কা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২ মার্চ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে লরির ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়েছেন কমপক্ষে ২০ জন যাত্রী। রবিবার ছুটির দিনে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের মেহেদীপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে। আহতদের মধ্যে ১৫ জনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার মেহেদীপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে লরির ধাক্কা লাগে। সংঘর্ষ বেশ জোরালোই ছিল, দুর্ঘটনায় বাসের কমপক্ষে ২০ জন যাত্রী জখম হয়েছেন।

দিল্লির জনতার স্বাস্থ্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছেঃ কপিল মিশ্র

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ ঃ দিল্লির পূর্বতন সরকার তথা আম আদমি পার্টির তীব্র সমালোচনা করলেন মন্ত্রী কপিল মিশ্র। তাঁর কথায়, ১০ বছর ধরে দিল্লির জনতার স্বাস্থ্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। রবিবার কপিল মিশ্র বলেছেন, স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হবে। রিপোর্টটি খুবই উদ্বেগজনক। গত ১০ বছরে মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। সমস্ত মহিলাদের ২,৫০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বিষয়ে তিনি বলেছেন, এটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর গ্যারান্টি এবং সেগুলি সর্বদা পূরণ হয়। কিছু মানুষ চিন্তিত, তাদের চিন্তা করতে দিন।

বালুরঘাট ও মালবাজারে সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়ী তৃণমূল, গো-হারা বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট ঃ একই দিনে বালুরঘাট এবং মালবাজার দু'টি সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয় তৃণমূলের। দু'জায়গাতেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল ঘাসফুল শিবির। শনিবার বালুরঘাট ব্লকের চকভৃগু অঞ্চল কৃষি সমিতির জয়ের পর একটি সভা করা হয়। মোট ছ'টি আসনের একটিতেও প্রার্থী দিতে পারেনি বিরোধী বিজেপি ও বামেরা। ফলে বিনা প্রতিদ্বঃদ্বিতাতেই জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থীরা। জয়ের পরই সভা করে কমিটি গঠন করা হয়েছে এদিন। এদিকে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের গা। দলের এমন অবস্থায় কার্যত অস্বস্তিতে গেরুয়া শিবির। নয়া এই কৃষি সমবায় সমিতির সম্পাদক বিভাসচন্দ্র বক্সি জানান, চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েত এবং তিনটি ওয়ার্ডের সমস্ত কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় তাঁরা কাজ করবেন। মাত্র ৪ শতাংশ হার সুদে তাঁরা কৃষকদের ঋণ দেবেন। বেশি সুদে অন্য কোনও জায়গায় ঋণ না নিয়ে কৃষকরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই ঋণ পাবেন। পাশাপাশি, এদিন জলপাইগুড়ি জেলার মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেওড়া সমবায় সমিতির নির্বাচনে গো-হারা হারল বিজেপি। এখানে আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল দুটি আসন জিতে গিয়েছিল। এদিন চারটি আসনের নির্বাচন হয়। নির্বাচন শেষে দেখা যায় চারটি আসনেই বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন তৃণমূলের প্রার্থীরা। এই সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিজেপি ও তৃণমূলের

মধ্যেই মুলত ল।াই হয়। সবক'টি আসনই বিজেপির কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় তৃণমূল। স্বাভাবিকভাবেই আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এদিন সমবায় সমিতির নির্বাচনের এই ফলাফল অনেকটাই বিজেপিকে ব্যাকফুটে ফেলে দিল বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। যদিও মাল ব্লকের বিজেপির নেতারা দ্রুত সভা ডেকে এনিয়ে পর্যালোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন। শনিবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ নির্বাচনের ফল ঘোষণা হতেই উল্লাসে মেতে ওঠে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা। তৃণমূলের কুমলাই অঞ্চল সভাপতি রাজা শর্মা বলেন, 'এদের আমরা গো-হারা হারিয়েছি। ছ'টি আসনেই আমাদের প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন।'' বিজেপির মাল বিধানসভার কনভেনর রাকেশ নন্দী বলেন, 'আমাদের প্রার্থীরা কঠিন লড়াই করেছেন। তবে ফল কেন এমন হল তা পর্যালোচনা করে দেখা হবে।''

লালুর ডিএনএ লুট, বিশ্বাসঘাতকতায় পরিপূর্ণ ঃ গিরিরাজ সিং

গয়া, ২ মার্চ ঃ বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদবের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। রবিবার গয়ায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ সিং বলেছেন, লালুর ডিএনএ-তে লুটপাট, ধর্ষণ, ডাকাতি, অগ্নিসংযোগ এবং বিশ্বাসঘাতকতা রয়েছে। গিরিরাজ আরও বলেছেন, ছাপড়ায় তিনি (লালু যাদব) তাঁর ছেলেকে তুলে ধরে বলেছিলেন, সে মুখ্যমন্ত্রী হলে বিহার উজ্জ্বল হবে। তিনি যা করেছেন তা নিয়ে কথা বলেছেন, তবে আসল বিষয়গুলি উল্লেখ করেননি। বিহার সরকার প্রসঙ্গে গিরিরাজ সিং বলেছেন, এটি নীতীশ কুমারের দূরদৃষ্টি এবং নরেন্দ্র মোদী দ্বারা সমর্থিত সরকার। ঠিক যেমন বিহারে রাস্তার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হয়েছে। বিহারে সব লেনের উন্নয়ন করা হয়েছে। এখন মানুষ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এবং কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। তেজস্বী জি, আপনার প্রচেষ্টায় বিহারের মানুষ আর অন্ধকারে থাকবে না। আলোর সঙ্গে বিহার একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে।

বছরের প্রথম বৃষ্টিতে বেহাল হাফলং-শিলচর ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক

হাফলং (অসম), ২ মার্চ ঃ বছরের প্রথম বৃষ্টিতেই হাফলং-শিলচর ২৭ নম্বর জাতীয় সা।কের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পা।ছে। শনিবার রাতের প্রচণ্ড বৃষ্টিতে হাফলং-শিলচর ২৭ নম্বর জাতীয় সা।কের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও অংশের অবস্থা বেহাল। এমনিতে দীর্ঘদিন থেকে ওই অংশ সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সড়কটির ওই অংশ সংস্কারে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে বিস্তর অভিযোগ বিভিন্ন মহলের। জাটিঙ্গা-হারাঙ্গাজাও অংশে প্রতিদিনই যানজটের সৃষ্টি হয়। ফলে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া বড় বড় লরি প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে। এদিকে শনিবার রাতে প্রবল বৃষ্টিতে সড়কটি বেহাল হয়ে পড়ার দরুন ডিমা হাসাও জেলা পুলিশ হাফলং-শিলচর ২৭ নম্বর জাতীয় সা।কের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও অংশে ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তাছাড়া ওই পথ দিয়ে চলাচলকারী ভারী যানবাহনগুলিকে অন্য পথ দিয়ে চলাচল করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ডিমা হাসাও পুলিশের পক্ষ থেকে।

৪ মার্চ থেকে সময়সূচি বদল গুয়াহাটি-মুম্বাই এলটিটি এক্সপ্রেসের

গুয়াহাটি, ২ মার্চ ঃ ট্রেন নম্বর ১৫৬৪৮ গুয়াহাটি-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস আগামী ৪ মার্চ থেকে সংশোধিত সময়সূচি অনুযায়ী চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গতিশীলতা ও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নতুন সময়সূচিটি স্থায়ীভাবে নির্ধারিত স্টপেজে বাস্তবায়িত হবে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা আজ রবিবার এক প্রেস বিবৃতি জারি করে জানান, ট্রেন নম্বর ১৫৬৪৮

গুয়াহাটি-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস ট্রেন ০৬,৪৬ ঘণ্টায় সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছবে এবং সেখান থেকে ০৬,৫১ ঘণ্টায় রওয়ানা দেবে। ট্রেনটি কহলগাঁও পৌছবে ০৭,২৮ ঘণ্টায় এবং সেখান থেকে ০৭,৩০ ঘণ্টায় রওয়ানা দেবে। একইভাবে, ট্রেনটি ভাগলপুর স্টেশনে পৌঁছবে ০৮৩০ ঘণ্টায় এবং সেখান থেকে ০৮,৪০ ঘণ্টায় রওয়ানা দেবে, সুলতানগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছবে ০৯০৩ ঘণ্টায় এবং সেখান থেকে রওয়ানা দেবে ০৯,০৫ ঘণ্টায়, বরিয়াপুর পৌঁছবে ০৯,২৪ ঘণ্টায় এবং সেখান থেকে রওয়ানা দেবে ০৯,২৬ ঘণ্টায়, জামালপুর জংশন পৌঁছবে ০৯,৪১ ঘণ্টায় এবং সেখান থেকে রওয়ানা দেবে ০৯,৫১ ঘণ্টায়, অভয়পুর পৌঁছবে ১০,১০ ঘণ্টায় এবং সেখান থেকে রওয়ানা দেবে ১০,১৩ ঘণ্টায়। এভাবে ট্রেনটি তার শেষ গন্তব্য লোকমান্য তিলক টার্মিনাস (মুম্বাই) পৌঁছবে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আশা করছেন, নতুন এই সময়সূচির ফলে ট্রেনগুলির চলাচল আরও ভালো হবে। যাত্রা করার আগে ন্যাশনাল ট্রেন ইনকুয়ারি সিস্টেম (এনটিইএস)-এ প্রকৃত সময়ের ভিত্তিতে ট্রেন চলাচলের স্থিতি এবং সময়সূচি সম্পর্কিত বিবরণ যাচাই করে নিতে যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে প্রেস বিবৃতিতে।

কাজ শেষ হতে একমাস সময় লাগবে, মহিলাদের অর্থ প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গে মনোজ

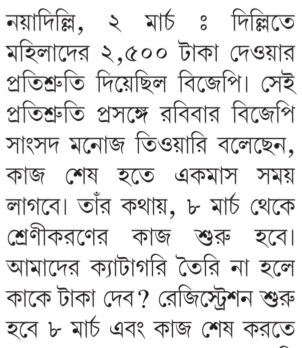

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ ঃ দিল্লিতে মহিলাদের ২,৫০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। সেই প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গে রবিবার বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি বলেছেন, কাজ শেষ হতে একমাস সময় লাগবে। তাঁর কথায়, ৮ মার্চ থেকে শ্রেণীকরণের কাজ শুরু হবে। আমাদের ক্যাটাগরি তৈরি না হলে কাকে টাকা দেব? রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে ৮ মার্চ এবং কাজ শেষ করতে এক মাস সময় লাগবে। আম আদমি পার্টিকে আক্রমণ করে তিনি বলেছেন, এএপি বিধায়ক কখনই চাইবেন না (সভা চলুক)। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে এবং আমরা চাই সভার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলুক। বিরোধীদেরও সহযোগিতা করা উচিত।

আন্তর্জাতিক এমএমএ-বিজয়ী অরুণাচলের সোনম জোম্বাকে অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রী খান্ডুর

ইটানগর, ২ মার্চ ঃ আন্তর্জাতিক ' ফাইট নাইট ১৬' (এমএমএ) বিজয়ী অরুণাচল প্রদেশের মেয়ে সোনম জোম্বাকে উষ্ণ অভিনঃদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। নিজের অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া এক্স হ্যান্ডলে অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু ম্যাট্রিক্স ফাইট নাইট ১৬-এ সোনম জোম্বার আন্তর্জাতিক খেতাব অর্জনের জন্য তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর রোমাঞ্চকর প্রদর্শনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ' ১৬ (ম্যাট্রিক্স ফাইট নাইট ১৬)-এ অসাধারণ পারফরম্যান্স এবং অসাধারণ জয়ের জন্য মিস সোনম জোম্বাকে অভিনন্দন। রিংয়ে আপনার নিষ্ঠা, শক্তি এবং দক্ষতা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। এমএমএ যাত্রায় আপনার সাফল্য অব্যাহত থাকুক - ভবিষ্যতে আরও উচ্চতায় পৌঁছন আপনি।' উল্লেখ্য, গতকাল ১ মার্চ দিল্লির সিরিফোর্ট স্টেডিয়ামে স্ট্রওয়েট বিভাগে দ্বিতীয় রাউন্ডের টেকনিক্যাল নকআউটের মাধ্যমে জোম্বা সিঙ্গাপুরের শি ইয়িন তানকে

পরাজিত করেছেন। জয়ের পর অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং জেলার জাং গ্রামের এই এমএমএ যোদ্ধা সোনম জোম্বা তাঁর সমর্থকদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেন, ' আমার কোচ, পরিবার এবং সমর্থকদের জন্য গর্বিত এ জন্য যে আমি আমার প্রথম আন্তর্জাতিক লড়াইয়ে জিততে পেরেছি।' স্ট্রওয়েট চ্যাম্পিয়ন সোনম জোম্বা রাজ্যের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক-কর্মচারী এবং মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থন স্বীকার করে বলেন, ' অরুণাচল প্রদেশের দল এবং মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডুকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যিনি আমাকে স্পনসর করেছিলেন। এটা জেনে সত্যিই ভালো লাগছে যে মুখ্যমন্ত্রী আমার পেছনে আছেন।' তাঁর সমর্থকরা বলেছেন, ২০২৩ সালে নয়ডা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এমএফএন-এর ১৩-তম সংস্করণে স্ট্রওয়েট বিভাগে নকআউট জয়ের পর, এবারের জয় সোনম জোম্বার ক্রমবর্ধমান সাফল্যকে আরও এগিয়ে নিয়েছে।

'আইপিএল খেলতেও যাবেন না', বিতর্কের আগুনে হাত সেঁকলেন ইনজামাম

ইসলামাবাদ, ২ মার্চঃ ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তান যায়নি ভারতীয় ক্রিকেট দল। ব্যাপারটি নিয়ে ইতিমধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। আগেই মুখ খুলেছিলেন পাকিস্তান ক্রিকেট দলের প্রাক্তন স্পিনার সাকলিন মুস্তাক। এবার সেই সুরে সুর মেলালেন আরও এক কিংবদন্তি ক্রিকেটার। তিনি ইনজামাম উল হক। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ উগরে দিলেন পাকিস্তান ক্রিকেট দলের এই প্রাক্তন অধিনায়ক। তিনি বিশ্বের অন্য ক্রিকেট বোর্ডগুলোর কাছে আবেদন করেছেন, তারা যেন ভারতে আর আইপিএল টুর্নামেন্ট খেলতে না আসে। সম্প্রতি একটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে বিসিসিআই। ইংল্যান্ডের দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার নাসের হুসেন এবং মাইক আথারটন অভিযোগ করেছেন যে চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কারণ, টিম ইন্ডিয়াকে শুধুমাত্র একটাই ভেন্যু- দুবাইয়ে খেলতে হচ্ছে। প্রসঙ্গত, নিরাপত্তার কারণে ভারত সরকার রোহিত শর্মার দলকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলার জন্য পাকিস্তানে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি। পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে একটি রাজনৈতিক টানাপোড়েন তো রয়েইছে। সেকারণে আইসিসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ভারতকে তাদের প্রত্যেকটা ম্যাচ দুবাইয়ে খেলতে হবে।

এই বিতর্কের আগুনে নিজের হাত খানিকটা সেঁকে নিয়েছেন ইনজামাম। তিনি গোটা ক্রিকেট বিশ্বকে আইপিএল বয়কট করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মনে করিয়ে দেন যে বিসিসিআই কোনও ক্রিকেটারকে বিদেশি লিগ খেলার অনুমতি দেয় না। কিন্তু, বিদেশি ক্রিকেটাররা হাসিমুখে ভারতে খেলতে আসেন। পাকিস্তানের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে বসে ইনজামাম বললেন, ''চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির কথা না হয় ছেড়েই দিন। বিশ্বের সেরা ক্রিকেটাররা আইপিএল খেলতে আসেন। কিন্তু, কোনও ভারতীয় ক্রিকেটার বিদেশি লিগে অংশগ্রহণ করেন না। সেকারণে ক্রিকেট বিশ্বের প্রত্যেকটা বোর্ডের উচিত আইপিএল টুর্নামেন্টের জন্য ক্রিকেটার না পাঠানো। যদি বিসিসিআই কোনও ক্রিকেটারকে ছাড়তে না পারে, তাহলে অন্য বোর্ডেরও এই একই পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।'' এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা উচিত, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের চুক্তিতে একথা স্পষ্ট উল্লেখ করা রয়েছে যে অবসর গ্রহণের আগে টিম ইন্ডিয়ার কোনও খেলোয়াড় বিদেশি ক্রিকেট লিগে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এরমধ্যে আইপিএল এবং ঘরোয়া ক্রিকেটও রয়েছে। যদি কেউ এই চুক্তি ভাঙে, তাহলে বিসিসিআই আয়োজিত আর কোনও টুর্নামেন্টে তিনি খেলতে পারবেন না।

রঞ্জি ফাইনালে কেরলের স্বপ্নভঙ্গ, প্রথম ইনিংসের লিডেই চ্যাম্পিয়ন বিদর্ভ

নাগপুর, ২ মার্চঃ প্রথমবার রঞ্জি ফাইনালে উঠেও খেতাব অধরা রয়ে গেল কেরলের। টুর্নামেন্টে আগাগোড়া দুর্দান্ত ক্রিকেট উপহার দেওয়া বিদর্ভ ফের রঞ্জি খেতাব হাতে তোলে। কেরলের বিরুদ্ধে বিদর্ভের রঞ্জি ফাইনাল শেষমেশ ড্রয়ে নিষ্পত্তি হয়। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে চ্যাম্পিয়ন ঘোষিত হয় বিদর্ভ। নাগপুরের বিদর্ভ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে টস জেতে কেরল। তারা শুরুতে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায় বিদর্ভকে। হোম টিম বিদর্ভ প্রথম ইনিংসে ১২৩.১ ওভার ব্যাট করে ৩৭৯ রান সংগ্রহ করে। দানিশ মালেওয়ার ১৫৩ রান করেন। ৮৬ রান করেন করুণ নায়ার। কেরলের হয়ে ৩টি করে উইকেট নেন এমডি নিধিশ ও ইডেন অ্যাপেল টম। ২টি উইকেট নেন এন বাসিল। পালটা ব্যাট করতে নেমে কেরল তাদের প্রথম ইনিংসে তোলে ৩৪২ রান। তারা সাকুল্যে ১২৫ ওভার ব্যাট করে। শতরান হাতছাড়া করেন ক্যাপ্টেন সচিন বাবি।

তিনি ৯৮ রানে আউট হন। ৭৮ রান করেন অদিত্য সারওয়াটে। বিদর্ভের হয়ে প্রথম ইনিংসে ৩টি করে উইকেট নেন হর্ষ দুবে, দর্শন নালকান্ডে ও পার্থ রেখাড়ে। হর্ষ একটি রঞ্জি মরশুমে সব থেকে বেশি (৬৯টি) উইকেট নেওয়ার সর্বকালীন রেকর্ড গড়েন প্রথম ইনিংসে ৩টি উইকেট নেওয়ার সুবাদে। প্রথম ইনিংসের নিরিখে ৩৭ রানের লিড নিয়ে নেয় বিদর্ভ এবং সেই সুবাদে রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে এক পা বাড়িয়ে রাখে তারা। বিদর্ভ দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটে ৩৭৫ রান সংগ্রহ করে ব্যাট ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া মাত্রই ম্যাচ ড্র ঘোষিত হয়। প্রথম ইনিংসের লিড মিলিয়ে বিদর্ভ এগিয়ে থাকে ৪১২ রানে। দিনের বাকি সময়ে বিদর্ভের ঝুলিয়ে দেওয়া টার্গেটে পৌঁছনো সম্ভব ছিল না কেরলের পক্ষে। তাই দুই অধিনায়কের সম্মতিতে ম্যাচের পঞ্চম তথা শেষ দিনের খেলায় দাঁড়ি টেনে দেন আম্পায়াররা। প্রথম ইনিংসের ৩৭ রানের লিডই এক্ষেত্রে করুণ নায়ারদের হাতে ট্রফি তুলে দেয়। দ্বিতীয় ইনিংসে বিদর্ভের হয়ে করুণ নায়ার ১৩৫ রান করেন। ৭৩ রান করেন দানিশ মালেওয়ার। ৫১ রানে অপরাজিত থাকেন দর্শন নালকান্ডে। কেরলের হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪টি উইকেট নেন আদিত্য সারওয়াটে। ম্যাচের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার জেতেন দানিশ। টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হন হর্ষ দুবে। বিদর্ভ এই নিয়ে মোট ৪ বার রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল খেলে। তারা এই নিয়ে ৩ বার রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হয়ে মাঠ ছাড়ে। এছাড়া বিদর্ভ একবার রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকে। বিদর্ভ এর আগে শেষবার রঞ্জি ফাইনাল খেলে গত মরশুমে। তবে গতবার ফাইনালে মুম্বইয়ের কাছে হেরে যায় তারা। সুতরাং, গতবারের চ্যাম্পিয়ন হতে না পারার আক্ষেপ এবার মিটিয়ে নেন করুণ নায়াররা। বিদর্ভ এর আগে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ মরশুমে পরপর ২ বার রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হয়।

কেরিয়ারের সেরা ফিডে র‍্যাঙ্কিং গুকেশের! প্রথমে দশে প্রজ্ঞানন্দ!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মার্চ মাসে প্রকাশিত এফআইডিএ ক্রমতালিকায় ভালো উন্নতি হল ভারতীয় দাবাড়ু ডোম্মারাজু গুকেশের। নিজের কেরিয়ারের সর্বোচ্চ বিশ্বক্রমতালিকায় তিনি উঠে এলেন তিন নম্বরে, তাঁর রেটিং ২৭৮৭। সম্প্রতি টাটা স্টিল মাস্টার্সে তিনি দুরন্ত পারফরমেন্স করেন, রানার্স আপও হন। সেই সুবাদেই তিনি তারকা গ্র্যান্ডমাস্টারদের পিছনে ফেলে তিন নম্বরে উঠে এসেছেন। ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানা, অর্জুন এরিগাইসিরা নিজেদের ছন্দ সাম্প্রতিক সময়ে হারাতেই ভারতীয় গুকেশের রাস্তা প্রশস্ত হয় প্রথম তিনে ঢুকে পড়ার ক্ষেত্রে। টাইব্রেকারে ডি গুকেশকে হারিয়ে টাটা স্টিল মাস্টার্সের শিরোপা জেতা রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দও ঢুকে পড়েছেন এফআইডিএ ক্রমতালিকায় প্রথম দশের মধ্যেই। এফআইডিএ ক্রমতালিকায় শীর্ষে চতুর্থ স্থানে জায়গা হয়েছে কারুয়ানার (২৭৮৩)। ভারতের আরেক দাবাড়ু অর্জুন জায়গা পেয়েছেন ক্রমতালিকায় পঞ্চম স্থানে (২৭৭৭)। টাটা স্টিল মাস্টার্স প্রতিযোগিতা থেকে যিনি সব থেকে বেশি লাভবান হয়েছেন, তিনি হলেন ভারতের রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গুকেশকে হারিয়ে দেওয়ায় রেটিংয়ে ১৭ ধাপ উন্নতি হয়েছে প্রজ্ঞার। এছাড়াও সম্প্রতি প্রেগ ইন্টারন্যাশনাল চেস ফেস্টিভালেও জয়ের মধ্যে থাকায় তিনি ২৭৫৮ রেটিং নিয়ে এফআইডিই ক্রমতালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন সপ্তম স্থানে। ২০০৬ সালের পর প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই শিরোপা জেতেন প্রজ্ঞা। শেষবার ২০০৬ সালে বিশ্বনাথন আনন্দ জিতেছিলেন। মহিলাদের বিভাগে এফআইডিই ক্রমতালিকায় প্রথম দশে রয়েছেন একমাত্র ভারতীয়দের মধ্যে কোনেরু হাম্পি। তিনি আছেন ষষ্ঠ স্থানে। রমেশবাবু বৈশালী রয়েছেন

অবশ্য রয়েছেন নরওয়ের তারকা ম্যাগনাস কার্লসেনই (২৮৩৩)। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন হিকারু নাকামুরা (২৮০২)। টাটা স্টিল মাস্টার্সে হারের ফলে কারুয়ানা এবং অর্জুন দুজনেই একটু ধাক্কা খেয়েছেন। ২০ রেটিং কমে গিয়ে ক্রমতালিকায় ১৪তম স্থানে। প্রসঙ্গত গত বছর ভারতীয় পুরুষ দলের পাশাপাশি মহিলা দলও চেস অলিম্পিয়াডে বড় সাফল্য পেয়েছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত স্তরে সেই সাফল্য ক্রমতালিকায় দেখাতে পারলেন না বৈশালীরা।

বরুণের স্পিনে ২০৫-এ শেষ নিউ জিল্যান্ড

দুবাই, ২ মার্চঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে উঠল অপরাজিত ভারত। বাংলাদেশ, পাকিস্তানের পর জয় নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও। রবিবার ভারত জিতল ৪৪ রানে। পাঁচ উইকেট নিলেন বরুণ চক্রবর্তী। ভারত প্রথমে ব্যাট করে ২৪৯ রান করে। নিউ জিল্যান্ড শেষ হয়ে গেল ২০৫ রানে। নিউ জিল্যান্ডের ফিল্ডিংয়ের দাপট দেখল দুবাই। যে মাঠ বিখ্যাত ক্যাচ পড়ার জন্য, সেই মাঠেই একের পর এক ক্যাচ নিলেন গ্লেন ফিলিপ্সেরা। আর সেই ফিল্ডিংয়ের দাপটে গুরুত্বপূর্ণ উইকেট হারাল ভারত, আটকে গেল রানও। ৩০ রানের মধ্যে ভারতের শুভমন গিল (২), রোহিত শর্মা (১৫) এবং বিরাট কোহলি (১১) আউট হয়ে যান। এর মধ্যে শুভমন এলবিডব্লিউ হন। রোহিত পুল মারতে গিয়ে উইকেট দিয়ে বসেন। কিন্তু কোহলিকে তার থেকে একটু পিছনে। খুব সহজ ছিল না ক্যাচটা। কিন্তু ফিলিপ্স থাকলে সব ক্যাচই সহজ। ভারতের গোটা ইনিংস জুড়েই নিউ জিল্যান্ডের ফিল্ডারদের দাপট দেখা যায়। কেন উইলিয়ামসন বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে রবীন্দ্র জাডেজার ক্যাচ নিয়েছিলেন। সেটিও ম্যাচের অন্যতম সেরা ক্যাচ হয়ে থেকে যাবে। ফিলিপ্স তবুও ডানদিকে ঝাঁপিয়ে ছিলেন, কিন্তু উইলিয়ামসন ডানহাতি হয়েও বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে ক্যাচ নেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে নিশ্চিত চার বাঁচিয়ে দেন নিউ জিল্যান্ডের ফিল্ডারেরা। ভারতের হয়ে রান করেন শ্রেয়স আয়ার (৭৯)। তিনি এবং অক্ষর পটেল মিলে ৯৮ রানের জুটি গড়েন। যে সময় মনে হচ্ছিল তাঁদের ব্যাটে ভর করে ভারত বড় রান করবে, সেই সময় অক্ষর হঠাৎ উইকেটের পিছন দিকে মারতে

আউট করার নেপথ্যে ছিলেন 'বাজপাখি' ফিলিপ্স। কোহলির ৩০০তম ম্যাচ দেখতে গিয়েছেন স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা। তাঁর অভিনীত ছবির গান বিভিন্ন বাজতে থাকল দুবাইয়ের মাঠে। কিন্তু সেই ম্যাচ স্মরণীয় করে রাখতে পারলেন না ব্যাটার কোহলি। বলা ভাল, তাঁকে স্মরণীয় করে রাখতে দিলেন না ফিলিপ্স। দুবাই স্টেডিয়ামে সপ্তম ওভারটি করছিলেন ম্যাট হেনরি। চতুর্থ বলটি অফ স্টাম্পের বাইরে ছিল। কোহলি সপাটে ব্যাট চালান। ফিলিপ্স বাদ দিয়ে অন্য কেউ থাকলে হয়তো বল বাউন্ডারিতে চলে যেত। পয়েন্টে ফিল্ডিং করছিলেন তিনি। তাঁর ডান দিকে বল ছিল। বল লক্ষ্য করে হাত বাড়িয়ে লাফ মারেন ফিলিপ্স। বল তালুবন্দি করার সময় তাঁর পা মাটি ছেড়ে উঠছে। প্রায় হাওয়ায় ভাসিয়ে দিলেন শরীর। কোহলির ব্যাটে বল লাগার পর মাত্র ০.৬৮ সেকেন্ডের মধ্যে বল ফিলিপ্সের কাছে আসে। তিনি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, বলটি ধরলেন গিয়ে শর্ট ফাইন লেগে থাকা উইলিয়ামসনের হাতে ক্যাচ তুলে দেন। উইলিয়ামসন কিছুটা পিছন দিকে দৌড়ে গিয়ে ক্যাচ ধরেন। কিন্তু অক্ষর (৪২) ওই সময় হঠাৎ কেন পিছন দিকে খেলতে গেলেন তা বোঝা মুশকিল। শেষ দিকে হার্দিক পান্ডিয়া (৪৫) কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গী পেলেন না তিনি। লোকেশ রাহুল (২৩) এবং রবীন্দ্র জাডেজা (১৬) শুরুটা ভাল করলেও শেষ পর্যন্ত থাকতে পারলেন না। তবে ৪৯তম ওভারে কাইল জেমিসনকে হার্দিক দু'টি চার এবং একটি ছক্কা না মারলে আরও কম রানে থেমে যেত ভারত। স্কোরবোর্ড দেখাবে হেনরি রবিবার পাঁচটি উইকেট নিয়েছেন। তবে এর মধ্যে দু'টি উইকেটের পুরো কৃতিত্ব ফিলিপ্স এবং উইলিয়ামসনের। তাঁরা অবিশ্বাস ক্যাচ না নিলে আউটগুলি হত না। একটি করে উইকেট নিয়েছেন জেমিসন, উইল ও'রোর্ক, মিচেল স্যান্টনার এবং রাচিন রবীন্দ্র।

বেঙ্গালুরুর সঙ্গে ড্র করে আইএসএলে প্লে অফের স্বপ্নভঙ্গ ইস্টবেঙ্গলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চঃ আরও একটি মরশুম। আরও একবার স্বপ্নভঙ্গ। বেঙ্গালুরুর সঙ্গে ড্র করে প্লে অফের লড়াই থেকে ছিটকে গেল ইস্টবেঙ্গল। মেসি বাউলির গোলে এগিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না অস্কার ব্রুজোর দলের। যার জন্য আঙুল উঠতে পারে প্রথমার্ধের শেষ লগ্নে দিয়ামান্তোকোসের অযথা মাথা গরম করে লাল কার্ডের দিকে। সেখান থেকেই ছন্দপতন। দশ জনে লড়াই করেও ৩ পয়েন্ট পেল না ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে সমতা ফেরান সুনীল ছেত্রী। সেই সঙ্গে ২৩ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে প্লে অফের দৌড় থেকে ছিটকে গেল লাল-হলুদ বাহিনী। যুবভারতীতে প্রথমার্ধে একগুচ্ছ গোল না মিস করলে ম্যাচ ওখানেই পকেটে পুরে ফেলতে পারত ইস্টবেঙ্গল। ১০ মিনিটে দিয়ামান্তোকোসের শট ঠেলতে পারলেন না বিষ্ণু। অবশ্য পরের মিনিটেই ক্ষতিপূরণ করলেন মেসি বাউলি। বেঙ্গালুরু বক্সের মাথায় ক্রেসপো পরে গিয়েও পাশ বাড়িয়ে দেন। বাঁ পায়ের মাটি ঘেঁষা শটে গোল করতে ভুল করেননি মেসি। ২৭ মিনিটে অবশ্য ফের ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে পারলেন না বিষ্ণু। বিপদ বাঁধল প্রথমার্ধের শেষ লগ্নে। এমনিতে অফসাইডে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া খুব বেশি কাজ করছিলেন না দিয়ামান্তোকোস। তার মধ্যে সংযুক্তি সময়ে অযথা মাথা গরম করে লাল কার্ড দেখলেন তিনি। ম্যাচের রাশ ওখান থেকেই ইস্টবেঙ্গলের হাতছাড়া। দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে শুধুই বেঙ্গালুরুর দাপট। তার মধ্যে একটি নিশ্চিত গোল বাঁচাল বারপোস্ট। বাকিটা সৌভিক-মহেশদের লড়াকু মনোভাব ও প্রভসুখন গিলের হাত। গোললাইন থেকে বল ফেরালেন সেলিস। বেঙ্গালুরুর ফুটবলাররা গোল মিস করে আরও সাহায্য করল ইস্টবেঙ্গল। এর মধ্যে অবশ্য পালটা গোল করার সুযোগও এসেছিল। সৌভিকের একটি দূরপাল্লার শট বাঁচান গুরপ্রীত। গোলকিপারকে একা পেয়েও জালে বল জড়াতে পারলেন না জিকসন। খেসারত দিতে হল ৮৯ মিনিটে। বক্সের মধ্যে নিশু কুমারের হাতে বল লাগায় পেনাল্টি পায় বেঙ্গালুরু। গোল করতে ভুল করেননি সুনীল ছেত্রী। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ফলাফল দাঁড়ায় ১-১। প্লে অফের স্বপ্নও শেষ হয়ে গেল ইস্টবেঙ্গলের জন্য।

গোয়াকে হারালেই ১০০০ পয়েন্ট! ইতিহাসের দোরগোড়ায় সবুজ-মেরুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চঃ আরও একবার ইতিহাসের দোরগোড়ায় মোহনবাগান। আইএসএলের লিগ পর্যায়ে সবুজ-মেরুনের শেষ ম্যাচ এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে। আর সেখানে জয় পেলেই প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে ইতিহাস গড়বে তারা। শনিবার কোন রেকর্ডের হাতছানি মোহনবাগানের সামনে? তার জন্য ফিরে যেতে হবে প্রায় ৩০ বছর পিছনে। ইতিহাসের প্রথম পাতাটা পড়ে দেখতে হবে জাতীয় লিগের সময় থেকে। ১৯৯৬-৯৭ সালে প্রথমবার জাতীয় লিগে মোহনবাগানের

অর্জন ছিল ৫ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট। আর সেখান থেকে এগিয়ে আসা যাক ২০২৫ সালে। এবার আইএসএলে মুম্বই এফসির সঙ্গে ড্র করে ২৩ ম্যাচে সবুজ-মেরুনের পয়েন্ট দাঁড়াল ৫৩। এই মোট ২৯টি মরশুমে মোহনবাগানের মোট সংগ্রহ ৯৯৭ পয়েন্ট। অর্থাৎ গোয়ার বিরুদ্ধে জিততে পারলেই ঐতিহাসিক ১০০০ পয়েন্টে পৌঁছবে মোহনবাগান। দেশের প্রথম পর্যায়ের লিগে যে পয়েন্ট অর্জনের কৃতিত্ব অন্য কোনও দলের নেই। জাতীয় লিগের প্রথম মরশুমটা ভালো না কাটলেও, দ্বিতীয় মরশুমেই চ্যাম্পিয়ন হয় মোহনবাগান। ১৯৯৯-০০ সালেও ফের ভারতসেরার খেতাব। ২০০১-০২ সালে তৃতীয়বার জাতীয় লিগে সেরা হয় সবুজ-মেরুন। তারপর ২০০৭-০৮ সালে শুরু হয় আই লিগ। সেখানে প্রথম মরশুমে ১৮ ম্যাচে অর্জন ৩০ পয়েন্ট। ১৩টি মরশুমে মোট পয়েন্ট সংখ্যা ২৭৬। তার মধ্যে জয় ১২৬টি ম্যাচে। ২০১৪-১৫ ও ২০১৯-২০ মরশুমে চ্যাম্পিয়নও হয় তারা। তারপর আইএসএলেও উড়েছে সবুজ-মেরুনের সাফল্যের পতাকা। ২০২০-২১ থেকে আইএসএলে যুক্ত হয়ে প্রথম মরশুমে সংগ্রহ ২০ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট। পর পর দুবার লিগ শিল্ড জয় ছাড়াও, আইএসএল কাপও জিতেছে তারা। এবার গোয়াকে শনিবার হারাতে পারলেই ভারতের প্রথম ক্লাব হিসেবে ১০০০ পয়েন্ট অর্জনের ইতিহাস গড়বে মোহনবাগান।

গোল হয়েছে কি না বুঝতে ৮ মিনিট ধরে ভিএআর চেক, কেন এত সময়

লন্ডন, ২ মার্চঃ ৮ মিনিটে কত কিছু ঘটে যায়! ফুটবল মাঠে যেখানে কয়েক সেকেন্ডেই বদলে যায় ম্যাচের ভাগ্য, সেখানে ৮ মিনিট তো বহু দূরের বিষয়। গতকাল এফএ কাপে বোর্নমাউথ-উলভারহ্যাম্পটন ম্যাচে একটি গোল যাচাই করতে লেগে গেছে এমন ৮ মিনিট, যা ইংলিশ ফুটবলে সর্বোচ্চ সময় লাগার রেকর্ড। দর্শকের তো বিরক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। বিরক্ত হয়ে অনেকেই মাঠে বসে 'লজ্জাজনক, এ আর ফুটবল নয়' আওয়াজও তুলেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রযুক্তিনির্ভর ফুটবলে একটি গোল যাচাই করতে ৮ মিনিট কেন লাগল? মজার ব্যাপার হলো, এফএ কাপে কালই প্রথমবার আধা স্বয়ংক্রিয় অফসাইড প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্দেশ্যই ছিল সিদ্ধান্ত জানানোর প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুততর করা। সেটা করতে গিয়েই হয়ে গেছে দেরিতে সিদ্ধান্ত দেওয়ার রেকর্ড! ঘটনার শুরু ম্যাচের ৩৫ মিনিটে। ১-০ গোলে এগিয়ে থাকা বোর্নমাউথ তখন মিলোস কেরকেজের গোলে আরও একবার এগিয়ে যায়। রেফারি স্যাম ব্যারট গোলের স্বীকৃতিও দেন। এরপরই নাটকের শুরু। দুই ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি টিমোথি উড ও ড্যারেন ইংল্যান্ড কেরকেজের সম্ভাব্য হ্যান্ডবলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। বল কেরকেজের হাতে লাগলেও উড ও ইংল্যান্ড জানান, কেরকেজের হাতে বল লেগেছে অনিচ্ছাকৃতভাবে। এরপর বোর্নমাউথের আরেক ফুটবলার ডিন হুইসেনের হ্যান্ডবল

হয়েছে কি না, সেটিও যাচাই করা হয়। কিন্তু তাঁরও হ্যান্ডবল হয়নি। এরপর যাচাই করা হয় হুইসেন অফসাইডে ছিলেন কি না। সেখানেই বাঁধে বিপত্তি। প্রযুক্তিরও যে সীমাবদ্ধতা আছে, সেটি আরও একবার বোঝা গেছে তখন। অবশ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আগেই সতর্ক করেছিল, গোলমুখে অতিরিক্ত ভিড় থাকলে সূক্ষ্ম অফসাইডের সিদ্ধান্ত দেওয়া নতুন এই প্রযুক্তির জন্য কঠিন হতে পারে। তখন ভিএআরকে আগের পদ্ধতিতে ফিরতে হবে। অর্থাৎ রেখা এঁকে অফসাইডের সিদ্ধান্ত দিতে হবে। কালকের ম্যাচে সেটাই করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বোর্নমাউথের ভাইটালিটি স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকদের বিরক্তি ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে হুইসেনের গোলটি অফসাইডের কারণে বাতিল করা হয়। এত সময় লাগায় শুধু দর্শক নন, বিরক্ত ছিলেন ফুটবলাররাও। তাই ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের দুই দলের খেলোয়াড় ও কোচদের কারণও ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। বোর্নমাউথের প্রধান কোচ আন্দোনি ইরাওলা এই ঘটনা নিয়ে বলেন, ''তাঁরা বলেছিলেন এই প্রযুক্তি চলতি মরসুমের প্রথম বা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বিরতির সময় চালু করা হবে। কিন্তু স্পষ্টতই কিছু একটা ঠিকঠাক কাজ করেনি। কারণ, তাঁরা এটি মরসুমের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছে। আজকের (গতকালের) ম্যাচে প্রথমে তারা হ্যান্ডবলের জন্য চেক করল এবং দ্রুত জানাল এটি হ্যান্ডবল নয়। এরপর অফসাইড চেক করতে লাগল। রেফারি আমাদের জানালেন যে আধা স্বয়ংক্রিয় অফসাইড প্রযুক্তি কাজ করছে না। তাই তাদের হাতে প্রক্রিয়াটি (রেখা টেনে) সম্পন্ন করতে হবে। ফলে এটি অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ সময় ধরে চলেছে।'' ম্যাচটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত বোর্নমাউথই জিতেছে। নির্ধারিত ৯০ মিনিট ১-১ সমতায় শেষ হওয়ার পর অতিরিক্ত ৩০ মিনিটে কোনো গোল হয়নি। ফলে খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে উলভসকে ৫-৪ গোলে হারিয়ে এফএ কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেছে বোর্নমাউথ।

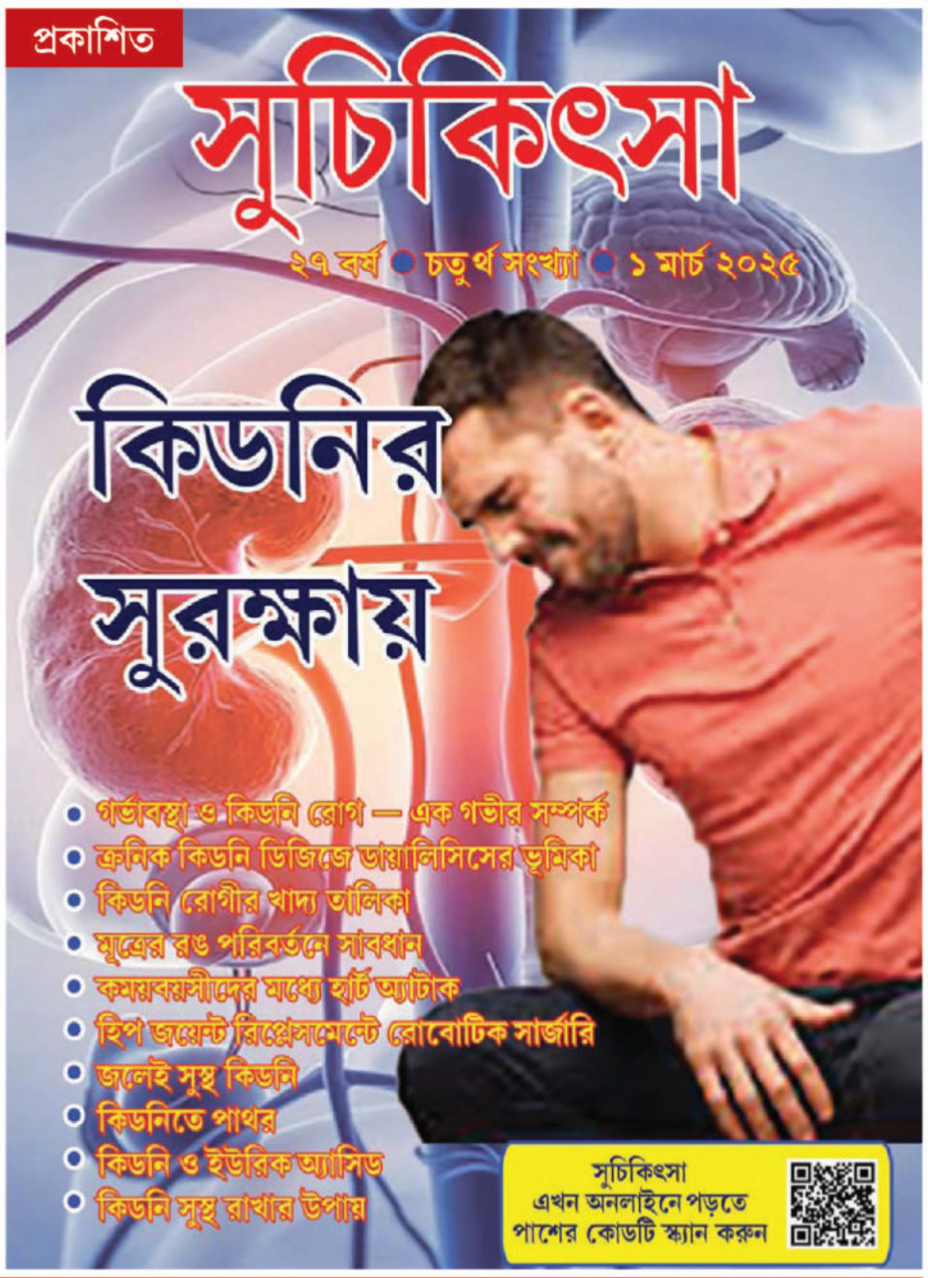

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com